বাউবি পরিচালিত সি.এড কারিকুলাম এবং নেপ (NAPE) পরিচালিত সি.ইন.এড কারিকুলামের তুলনামূলক পর্যালোচনা

এম.ফিল ডিগ্রির চাহিদা পূরণের জন্য দাখিলকৃত গবেষণাসন্দর্ভ

পারভিন আক্তার
গবেষক
নিবন্ধন নং - ২৩
শিক্ষাবর্ষ ঃ ২০১০-২০১১

ড. মো ঃ দেলোয়ার হোসেন শেখ
গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক

শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
জুন ২০১৮

Dhaka University Institutional Repository

অনুমোদন পত্র

শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১০-২০১১ শিক্ষাবর্ষের এম.ফিল শিক্ষার্থী পারভিন আক্তার, রেজিস্ট্রেশন নং -২৩, রোল নং -০১০৯০৯ - কে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.ফিল কোর্সের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে **"বাউবি পরিচালিত সি.এড কারিকুলাম এবং নেপ (NAPE) পরিচালিত সি.ইন.এড কারিকুলামের তুলনামূলক পর্যালোচনা"** শীর্ষক গবেষণা করার অনুমতি প্রদান করা হলো।

সে আমার পরামর্শ ও নির্দেশনায় এই গবেষণা কর্মটি সম্পন্ন করেছে। আমার জানামতে উক্ত শিরোনামে কোন গবেষণা এ বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতোপূর্বে দাখিল/সম্পাদিত হয়নি।

গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক

.....

(ড. মো ঃ দেলোয়ার হোসেন শেখ)
অধ্যাপক
শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

গবেষক সর্বপ্রথম কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছেন পরম করুনাময় অসীম দয়ালু মহান রাব্বুল আলামীনের প্রতি যাঁর অপার অনুগ্রহে এই গবেষণাসন্দর্ভটি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে।

গবেষণা কর্মটি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত শত ব্যস্ততার মধ্যেও যাঁর মূল্যবান উপদেশ, পরামর্শ, সঠিক দিক নির্দেশনা, সুচিন্তিত মতামত, পরিপূর্ণ সহযোগিতা এবং তত্ত্বাবধানে গবেষণা কর্মটি সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে। তিনি হলেন গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক ড. মোঃ দেলোয়ার হোসেন শেখ, অধ্যাপক শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষক তাঁর নিকট চির কৃতজ্ঞ।

গবেষণা কর্মে বিভিন্ন পরামর্শ, নির্দেশনা প্রদান করে বিভিন্নভাবে সহায়তা প্রদান করেছেন জনাব প্রফেসর ড. শারমিন হক, বিশেষ শিক্ষা বিভাগ, জনাব এস.এম হাফিজুর রহমান, অধ্যাপক, বিজ্ঞান, গণিত ও প্রযুক্তি শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। গবেষক তাঁদের সকলের প্রতি সবিশেষ কৃতজ্ঞ।

বিভিন্ন তথ্য ও অন্যান্য সহায়ক গ্রন্থাবলী দিয়ে সহযোগিতার জন্য শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটসহ গবেষকের ব্যবহৃত প্রতিটি গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিকবৃন্দসহ সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি গবেষক কৃতজ্ঞ।

গবেষণা কর্মটি সম্পন্ন করার জন্য বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, নেপ এবং পি.টি.আই-এর পক্ষ থেকে বিশেষ সাহায্য সহযোগিতা না পেলে গবেষণা কর্মটি সুন্দরভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হতনা। গবেষক সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছেন।

গবেষণা কর্মটি সম্পন্ন করার জন্য যে সকল সরকারী এবং বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং প্রশিক্ষণার্থী তাঁদের মূল্যবান সময় ব্যয় করে সহযোগিতা প্রদান করেছেন গবেষক তাঁদের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞ।

গবেষক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছেন সেইসব গবেষকদের প্রতি, যাঁদের গবেষণা কর্ম এই গবেষণা কর্মের জন্য সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে।

গবেষক তাঁর গবেষনা কর্মে অনুপ্রেরণা প্রদানের জন্য বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছেন ড. শাহ্জাহান মাহমুদ এর প্রতি।

এছাড়া গবেষণা কর্মটি সম্পাদনের জন্য যাঁদের নিকট থেকে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে সাহায্য সহযোগিতা পেয়েছেন গবেষক তাদের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞ।

গবেষক

পারভিন আক্তার

Dhaka University Institutional Repository

উৎসর্গ

এস.এম মোহতাসিম (পলক)

এবং

এস.এম মুনতাসির (পূরব)

Acronym বা শব্দ সংক্ষেপ

PTI : Primary Training Institute
C-in-Ed : Certificate in Education
C-Ed : Certificate in Education
NAPE : National Academy for Primary Education
BOU : Bangladesh Open University
PMED : Primary and Mass Education Division
PT : Primary Training
DPEd : Diploma in Primary Education
DIET : District Institute of Education and Training
CNED : The Center National d'Enseignement a Distance
URC : Upazilla Resource Center
ASK : Attitude Skill Knowledge
NAEM : National Academy for Educational Management
NCTB : National Curriculum and Textbook Board
B.Ed : Bachelor of Education
M.Ed : Master of Education
LMS **:** Learning Management System
ICT : Information and Communication Technology
ODL : Open and Distance Learning
ECNEC : Executive Committee for National Economic Council
UNESCO : The United Nations Educational Scientific and Cultural Organization

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণার সার সংক্ষেপ

১. ভূমিকা

আনুষ্ঠানিক শিক্ষার প্রথম ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্তর হল প্রাথমিক শিক্ষা। প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার উপর পরবর্তী ধাপগুলোর উন্নতি ও ধারাবাহিকতা বহুলাংশে নির্ভর করে। প্রাথমিক শিক্ষাকে তাই সকল স্তরের শিক্ষার ভিত বলা হয়। প্রাথমিক শিক্ষার মাধ্যমে মূলত শিশুদের মৌলিক শিখন চাহিদা পূরণ, শ্রমের প্রতি আকর্ষণ, শিশুদের মধ্যে দেশপ্রেম, নাগরিকত্ববোধ, কর্তব্যবোধ, কৌতুহলবোধ, সৃজনশীলতা, অধ্যবসায়, সদাচার, ন্যায়নিষ্ঠা ইত্যাদি বাঞ্ছিত গুণাবলী অর্জন করতে সহায়তা করা হয় (ইসলাম, ২০০৪:৪)। একটি দেশের গণমানুষের সর্বাঙ্গীন বিকাশ ও তার ফল হিসেবে দেশের সামগ্রিক কল্যাণ ও উন্নতি যেসব পথে আসতে পারে তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে একটি সুষ্ঠু ও গতিশীল প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা (বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট ১৯৮৮)। উন্নয়নে প্রাথমিক শিক্ষার অবদান সবচেয়ে বেশি। Quah (১৯৯৯) তাঁর গবেষণায় প্রাথমিক শিক্ষা এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির মধ্যে সরাসরি সম্পর্ক খুঁজে পান। প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে Mingat বলেন- "যদি কোন দেশের প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ আরেকটি দেশের চেয়ে ৯০ শতাংশ বেশি থাকে। তাহলে ৩০ বছর পর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার অন্তত ৭৫ শতাংশ বেশি হবে (লতিফ ২০০৩ পৃঃ)। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার বিস্ময়কর উন্নতির পেছনে প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ অবদান World Bank, 1993; Mingat, 1995; Munle, 1995; Rao, 1995; Stevenson, 1998; Monres and Suiting, 1995; & Quah 1993 এর গবেষণায় স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়েছে।

মানব সভ্যতার ইতিহাসে সাক্ষরতা অর্জনের পূর্বে ও পরে সমাজের মধ্যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। একজন সাক্ষর ব্যক্তি যোগাযোগ স্থাপনে অধিকতর ক্ষমতার অধিকারী, সচেতনতায় তীক্ষ্মধীসম্পন্ন এবং পরিবেশের উপর অধিক নিয়ন্ত্রণের অধিকারী। উপযুক্ত শিক্ষা শুধু মানুষের আয়ই বাড়ায় না, ক্ষমতায়নের মাধ্যমে তার কণ্ঠস্বর ও উচ্চকিত করতে সাহায্য করে। নিরক্ষর আর সাক্ষর মানুষের মনের জোর, অংশগ্রহণের সুযোগ, এবং অধিকার সচেতনতা ভিন্ন হতে বাধ্য (রহমান এবং রহমান, ২০০২; ২২)। বার্ডমেন এবং এন্ডারসন মনে করেন যে, কোন সমাজের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং তা ধরে রাখার জন্য ৪০ শতাংশ সাক্ষরতার প্রয়োজন যদিও তা যথেষ্ট নয় (লতিফ, ২০০৩:২৯)। নিচু স্তরে শিক্ষা দারিদ্র লাঘব করতে সক্ষম। আলম (২০০০) দেখিয়েছেন যে, বাংলাদেশের খানা প্রধানদের শিক্ষা স্তরের সঙ্গে দারিদ্রের

"head count ratio" বিপরীতভাবে সম্পর্কিত অর্থাৎ খানা প্রধানের স্তর বাড়লে "head count ratio" কমে। বিগত শতাব্দীর শেষ পাঁচ বছরে দেখা গেছে বাংলাদেশের যেসব পরিবারে খানা প্রধানের শিক্ষা ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত পৌঁছেছে তাদের দারিদ্র কমেছে। এর উল্টো অবস্থা দেখা গেছে সেই সব পরিবারে যেখানে খানা প্রধানের শিক্ষা স্তর ৫ম শ্রেণীর উর্ধ্বে (২০০১)। বাংলাদেশের দারিদ্র বিমোচনে প্রাথমিক শিক্ষা ছাড়া মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার তেমন প্রভাব নেই। Ahmed (1992) & Hossain (1989) এর গবেষণায় দেখা যায়, প্রাথমিক শিক্ষা পেশা পরিবর্তনে সামান্য সহায়তা করলেও মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার তেমন কোন ভূমিকা নেই।

উন্নয়ন তখনই আশা করা যায়, যখন শিক্ষার্থীদের জন্য মানসম্মত শিক্ষার ব্যবস্থা করা যায়। আর মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক সরবরাহ অত্যন্ত জরুরি। শিক্ষক, শিক্ষাবিদ ও গণিতজ্ঞ আলফ্রেড নর্থ হোয়াইট হেড তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধ 'The Aims of Education- এ লিখেছেন, The nation that does not value trained intelligence to be doomed অর্থাৎ যে জাতি প্রশিক্ষণলব্ধ বুদ্ধিমত্তার মূল্য দেয় না সে জাতির ভবিষ্যৎ অন্ধকার (আলী, ১৯৯১, ৩১)।

প্রশিক্ষণ মানব সম্পদ উন্নয়নের অন্যতম উপাদান। প্রশিক্ষণের জন্য যে ব্যয় হয় তা সর্বোৎকৃষ্ট দীর্ঘ মেয়াদী বিনিয়োগ হিসেবে বিবেচিত (লতিফ, ২০০৩)। শিক্ষক প্রশিক্ষণ শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি করে যা শিক্ষার্থীদের সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ সাধনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মানব সম্পদে পরিণত করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। আর মানব সম্পদ জাতীয় উন্নয়ন ঘটায়। এভাবে শিক্ষক প্রশিক্ষণ জাতীয় উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিশ্ব প্রেক্ষাপট বিচার করলে বাংলাদেশের শিক্ষক প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার নাজুক পরিস্থিতিই পরিলক্ষিত হয়। শিক্ষকগণ যদি পরিবর্তন ও প্রগতিশীল জগতের শিক্ষার উদ্দেশ্য, গতি-প্রকৃতি, শিক্ষাদান কলাকৌশল প্রভৃতি সম্পর্কে বিশেষভাবে ওয়াকিবহাল না হন তাহলে গতিশীল, সৃজনশীল ও উদ্দেশ্যমূলক শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সার্থক জীবন গড়ে তোলা অসম্ভব হয়ে পড়বে। কারণ প্রচুর নির্মাণ সামগ্রী থাকা সত্ত্বেও দক্ষ কারিগরের অভাবে যেমন সুন্দর ও মজবুত অট্টালিকা তৈরী করা সম্ভব হয় না, তেমনি যোগ্য শিক্ষক ছাড়া শিক্ষার্থীদের সুশিক্ষা নিশ্চিত করা এবং সর্বাঙ্গীন বিকাশ সাধন করা আদৌ সম্ভব নয়। প্রাথমিক স্তরে শিক্ষকদের মানোন্নয়নে বাউবি পরিচালিত সি.এড প্রোগ্রাম এবং নেপ পরিচালিত সি.ইন.এড প্রোগ্রাম কতটা কার্যকর ভূমিকা পালন করছে তা উদ্‌ঘাটনের লক্ষ্যে এ গবেষণা প্রকল্পটি হাতে নেয়া হয়েছে।

২. গবেষণার যৌক্তিকতা ও তাৎপর্য

মানুষের আত্মজিজ্ঞাসার সুনির্দিষ্ট রূপই গবেষণা। পরীক্ষা-নিরীক্ষা, পর্যবেক্ষণ, পর্যালোচনা, বিশ্লেষণ, সংশ্লেষণ ও তথ্য অনুসন্ধানের মাধ্যমে কোন নতুন সত্য, সূত্র, সিদ্ধান্ত আবিষ্কার করে সমাজকে ভাল মূল্যবোধ দানের জন্যই গবেষণা পরিচালিত হয়। শিক্ষা গবেষণা শিক্ষার ক্ষেত্রে বিরাজিত সমস্যা সমূহের তথ্যানুসন্ধান ও পর্যালোচনা করে থাকে। এর জন্য শিক্ষা গবেষকরা শিক্ষার কোন ধারণাকেই কেন্দ্র করেই অগ্রসর হন। আমেরিকার সমাজ-দার্শনিক জন ডিউই দর্শন, মনস্তত্ব, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, অর্থনীতি ও সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোন থেকে শিক্ষার একটি সমন্বিত ধারণার বিকাশ ঘটান। তাঁর ধারণা মতে- Education is not a preparation of life, rather it is living- শিক্ষা শুধু জীবন প্রস্তুতের উপায় নয়, তা জীবন যাপন প্রণালীও বটে, এ জন্য তিনি শিক্ষাকে জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া হিসেবে দেখেছেন এবং অভিজ্ঞতাকে শিক্ষালাভের স্বাভাবিক কৌশল হিসাবে গণ্য করেছেন। তবে তিনি এও বলেছেন যে, All human experience is ultimately social...। বাস্তব শিক্ষা ও শিক্ষা অর্জনের কৌশল যে সমাজভিত্তিক একটি প্রক্রিয়া সেটাই তাঁর উক্ত মন্তব্যে সুস্পষ্ট। তিনি শিক্ষা ব্যবস্থাকে সমাজ কাঠামোর গুরুত্বপূর্ণ উপাদান বলে বিবেচনা করেছেন।

প্রতিটি শিক্ষা ব্যবস্থায় বিভিন্ন ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। এসব সমস্যা সমাধানের জন্য প্রয়োজন গবেষণার। কিন্তু আমাদের দেশে গবেষণার কেন্দ্র খুব বিস্তৃত নয়। বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবি আনিসুজ্জামান অনেকটা আক্ষেপ করেই হয়ত বলেছেন- 'উচ্চ পর্যায়ের শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষত বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন জ্ঞানের সৃষ্টি হবে, এটাই প্রত্যাশিত। তার খুব সামান্যই আমরা মেটাতে পেরেছি। বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণার সুযোগ ও উপকরণ সীমাবদ্ধ, পদোন্নতির প্রয়োজন ছাড়া গবেষণায় প্রকৃতি অনেকেরই নেই। নতুন জ্ঞান সৃষ্টি হবে কি করে?' এই উক্তি থেকে স্পষ্টতই বুঝা যায় যে, নতুন নতুন জ্ঞান সৃষ্টি এবং জ্ঞানভান্ডারকে সমৃদ্ধশালী করার জন্য গবেষণার কোন বিকল্প নেই।

আমাদের দেশে সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থার পাশাপাশি বাউবি ১৯৯৮ সালের জুলাই মাস থেকে দূরশিক্ষণের মাধ্যমে সি.এড. প্রোগ্রাম চালু করে। পি.টি.আই-তে যেতে অপারগ বা অনিচ্ছুক শিক্ষার্থীগণ এই প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করে থাকেন।

বাউবি'র শিক্ষার্থীদের দূর শিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষা দেয়া হয়। শিক্ষার্থীগণ মূলত মুদ্রিত শিখন সামগ্রীর (টেক্সট বই, স্টাডি গাইড, অ্যাসাইনমেন্ট ইত্যাদি) মাধ্যমে নিজে পড়ে শিক্ষা লাভ করে থাকেন। টিউটোরিয়াল সেন্টারে রয়েছে ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা। শিক্ষার্থীদের জাতীয় গণমাধ্যমে প্রচারিত বেতার ও

টেলিভিশন প্রোগ্রাম, চিঠিপত্র, অডিও, ভিডিও ক্যাসেট এবং অন্যান্য যোগাযোগের মাধ্যমে সহায়তা দেয়া হয়। মানব সম্পদ ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে শিক্ষাক্ষেত্রে এই নতুন কৌশলের অবতারণা জাতির জন্য এক কল্যাণকর পদক্ষেপ, বিশ্বের উন্নত রাষ্ট্রগুলি অনেক আগেই এ ধরনের যুগোপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ইংল্যান্ডে শ্রমিক সরকারের আমলে ১৯৭১ সালে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম শুরুহয়। এতে তাদের দিগন্ত প্রসারের সাথে সাথে বাস্তব ক্ষেত্রে চাকুরী ও পেশার উন্নতি ঘটে। ইংল্যান্ডে দূরশিক্ষণ বেশ জনপ্রিয়। ইংল্যান্ডে Open University কে "University of Second Chance" বলা হয়।

শিক্ষা ধারায় দূরশিক্ষণের মত প্রগতিশীল শিক্ষা ধারা প্রশংসনীয় হলেও আমাদের দেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে তা কতটা কার্যকর তা জানা অত্যন্ত জরুরী। দূরশিক্ষণ শিক্ষাক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে পারছে কিনা, শিক্ষার্থীরা সঠিকভাবে শিক্ষা লাভ করতে পারছে কিনা, যেসব উদ্দেশ্যকে ঘিরে এ প্রোগ্রাম পরিচালিত হচ্ছে সেসব উদ্দেশ্য অর্জিত হচ্ছে কিনা, পাঠ্যসূচী ও মূল্যায়ন পদ্ধতির ক্ষেত্রে বাউবি এবং নেপ সাদৃশ্যপূর্ণ কিনা, প্রাপ্ত ডিগ্রী সমতুল্য কিনা, বাউবি'র শিক্ষার্থীদের প্রাপ্ত সুবিধার সঙ্গে পি.টি.আইতে প্রাপ্ত সুবিধা সার্বিকভাবে সমতুল্য কিনা তা জানা প্রয়োজন। প্রচলিত সমস্তরের শিক্ষার সঙ্গে বাউবি'র প্রোগ্রামের মান সার্বিকভাবে সমতুল্য বা সমমানের না হলে শিক্ষাদানের নামে এই ডিগ্রী অর্থহীন হয়ে পড়বে।

দূরশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষাদানের জন্য প্রয়োজন ব্যাপক আয়োজন। বিশ্বের উন্নত রাষ্ট্রগুলি নতুন নতুন প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে দূরশিক্ষণকে ফলপ্রসূ করে তুলেছে। আমাদের দেশের মত উন্নয়নশীল দেশের ব্যবহৃত পদ্ধতি ও কৌশল কতটুকু কার্যকর তা যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে এ গবেষণা কর্মটি হাতে নেয়া হয়েছে।

৩. সমস্যার শিরোনামের বর্ণনা

বাউবি পরিচালিত সি.এড কারিকুলাম এবং নেপ (NAPE) পরিচালিত সি.ইন.এড কারিকুলামের তুলনামূলক পর্যালোচনা।

৪. গবেষণার উদ্দেশ্য

- বাউবি পরিচালিত সি.এড প্রোগ্রামের পাঠ্যসূচী ও মূল্যায়ন পদ্ধতির সাথে নেপ পরিচালিত সি.ইন.এড কোর্সের পাঠ্যসূচী ও মূল্যায়ন পদ্ধতির তুলনা করা।
- বাউবি পরিচালিত সি.এড প্রোগ্রামের আওতায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এবং নেপ পরিচালিত সি.ইন.এড কোর্সের আওতায় প্রশিক্ষণ প্রাপ্তদের পাঠদানের তুলনা করে সমতুল্যতা যাচাই করা।
- বাউবি পরিচালিত সি.এড প্রোগ্রামের এবং নেপ পরিচালিত সি.ইন.এড কোর্সের শিক্ষার্থীদের প্রাপ্ত (ভৌত ও একাডেমিক) সুযোগ-সুবিধার তুলনা করা।
- বাংলাদেশের বর্তমান আর্থ সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে দূরশিক্ষণের মাধ্যমে সি.এড প্রোগ্রাম পরিচালনার উপযোগিতা সম্পর্কে জনমত যাচাই করা।

৫. অনুমিত সিদ্ধান্ত

বর্তমান গবেষণার ডকুমেন্ট সার্ভে এবং মতামত জরিপ অংশের বর্ণনামূলক গবেষণার ক্ষেত্রে কোন অনুমিত সিদ্ধান্ত নাই। তবে গবেষনার তৃতীয় অংশে বাউবি ও নেপ পরিচালিত সি.এড এবং সি.ইন.এড কোর্সের শিক্ষকদের পাঠদানের তুলনা করা হয়েছে। এ অংশে আংশিক পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়েছে বলে একটি অনুমিত সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। অনুমিত সিদ্ধান্তটি হলঃ

১। বাউবি'র সি.এড এবং নেপের সি.ইন.এড কোর্সের শিক্ষকদের মধ্যে পাঠদানের ক্ষেত্রে মানগত পার্থক্য নেই।

৬. বর্তমান গবেষণার সীমাবদ্ধতা

গবেষণা হচ্ছে কোন বিষয়ের গভীরে প্রবেশ করে সেই বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য ও সত্য অনুসন্ধান করা। বর্তমান গবেষণা ক্ষেত্রে গবেষক নিরপেক্ষতা বজায় রেখে আন্তরিকতার সাথে কাজ করার প্রয়াস পান। কিন্তু তারপরও কিছু কিছু ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা পরিলক্ষিত হয়। বাউবি পরিচালিত সি.এড প্রোগ্রামের ফলপ্রসূতা নিরুপণ-শীর্ষক গবেষণা প্রকল্পটি অত্যন্ত ব্যাপক এবং দেশের আর্থ সামাজিক প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সৃজনশীল মন ও অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দীর্ঘ সময় ব্যাপী এই গবেষণা করা প্রয়োজন। কিন্তু স্বল্প সময়, আর্থিক অসামর্থ্য ও যোগাযোগের সঠিক ব্যবস্থার অভাবজনিত কারণে এই গবেষণা কর্মটি সংক্ষিপ্ত ও সীমাবদ্ধ করা হয়েছে।

সমগ্র বাংলাদেশের মাত্র ৫০ জন প্রশিক্ষক, ৫০ জন প্রশিক্ষণার্থীকে নমুনা করা হয়েছে। এছাড়া মাত্র কয়েকটি পি.টি.আই এবং বাউবি কেন্দ্র থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে যা অপ্রতুল।

৭. গবেষণায় অনুসৃত পদ্ধতি

পদ্ধতি

জরিপ, বর্ণনামূলক ও পর্যবেক্ষণ।

তথ্যের উৎস

গবেষণা সম্পাদনের জন্য তথ্যের উৎস নির্বাচন একটি কুশলী কাজ। তথ্য সংগ্রহের উৎস বিষয়ের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ না হলে গবেষকের সমস্ত শ্রমই পন্ড হতে পারে। তাই গবেষক সুচিন্তিভাবে এবং আন্তরিকতার সাথে তথ্যের উৎস নির্বাচন করতে সচেষ্ট হয়েছেন। ডকুমেন্টারী সার্ভের জন্য বাউবি'র সি.এড প্রোগ্রাম এবং নেপের সি.ইন.এড কোর্সের পাঠ্যসূচী শিক্ষক নির্দেশিকা ও শিক্ষক সহায়িকাকে প্রাথমিক উৎস হিসাবে নির্বাচন করা হয়েছে।

মতামত জরিপের জন্য বাউবি এবং বিভিন্ন পি.টি.আই-তে পাঠদানরত ৫০ জন প্রশিক্ষককে তথ্যের উৎস হিসাবে নির্বাচন করা হয়।

পর্যবেক্ষণ গবেষণার জন্য বাউবি এবং নেপের ২০০৯ সালে উত্তীর্ণ ৫০ জন প্রশিক্ষণার্থীকে তথ্যের উৎস হিসাবে নির্বাচন করা হয়।

এক কথায় বলা যায়, বর্তমান গবেষণায় উদ্দেশ্যের উপর ভিত্তি করে নির্বাচিত ডকুমেন্ট থেকে প্রাপ্ত তথ্য এবং মতামত ও প্রশ্নমালা থেকে প্রাপ্ত উত্তর সমূহকে গবেষণার তথ্য হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছে।

উপকরণ

তুলনামূলক বিশ্লেষণ ছক, ৫ মাত্রার মতামতমালা এবং পর্যবেক্ষণ ছক।

নমুনা নির্বাচন

বর্তমান গবেষণায় ২০০৯ সালে উত্তীর্ণ বাউবি এবং নেপের আওতাধীন পি.টি.আই-এর ৫০ জন প্রশিক্ষণার্থী এবং ৫০ জন প্রশিক্ষক।

তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ

ব্যক্তিগতভাবে, ডাকযোগে এবং লোক মারফত।

Dhaka University Institutional Repository

৮. গবেষণার ফলাফল

বাউবি পরিচালিত সি.এড এবং নেপ (NAPE) পরিচালিত সি.ইন.এড কোর্সের পাঠ্যসূচী ও মূল্যায়ন পদ্ধতির তুলনা সম্পর্কীয় ফলাফল

১। সি.এড প্রোগ্রামে মোট ১২টি কোর্স রয়েছে। কোর্সগুলো হল- শিশু ও শিক্ষা মনোবিজ্ঞান, শিক্ষানীতি ও শিখণ পদ্ধতি, বাংলা, গণিত, শিক্ষা মূল্যায়ন, পরিবেশ শিক্ষা (সমাজ), ইংরেজী, শারীরিক শিক্ষা, ধর্ম এবং চারু ও কারুকলা, সি.ইন.এড কোর্সে মোট ১৫টি কোর্স রয়েছে। এগুলো হল- প্রাথমিক শিক্ষা পরিচিতি, প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব এবং বিভিন্ন দেশের প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা; বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষাঃ নীতি, কৌশল ও সংগঠন, শিশু মনোবিজ্ঞান, শিখন শেখানো পদ্ধতি, শিখন ও ব্যক্তিত্ব বিকাশের মূল্যায়ন, বাংলা, ইংরেজী, গণিত, পরিবেশ পরিচিতি-সমাজ, পরিবেশ পরিচিতি-বিজ্ঞান, ধর্ম, শারীরিক শিক্ষা, চারু ও কারুকলা এবং সঙ্গীত। দুটি ক্ষেত্রের বিষয়ের মধ্যে সি.ইন.এড কোর্সে সঙ্গীত বিষয়ের অন্তর্ভূক্তি ছাড়া পাঠ্যসূচীতে তেমন কোন পার্থক্য নেই।

২। সি.এড প্রোগ্রামের ১২টি কোর্সকে ৩টি সিমেস্টারে ভাগ করে পড়ানো হয়। সি.ইন.এড শিক্ষাক্রমকে ৪টি মড্যুলে ভাগ করে পড়ানো হয়। মড্যুল-১-প্রাথমিক শিক্ষার নীতি ও ধারণা মড্যুল-২-প্রাথমিক পর্যায়ে শিখন শেখানো কৌশল, মড্যুল-৩-অনুশীলন এবং মড্যুল্য-৪-সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলী।

৩। সি.এড প্রোগ্রামে সহ শিক্ষাক্রমিক কার্যাবলীর অন্তর্ভূক্তি নেই কিন্তু সি.ইন.এড কোর্সে এটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

৪। সি.এড প্রোগ্রামে পাঠটীকা প্রণয়ন এবং অনুশীলন সম্পর্কিত ওরিয়েন্টেশন কোর্স এবং সামার স্কুলের সময়সীমা প্রশিক্ষণার্থীদের পাঠটীকা সম্পর্কে দক্ষ করার জন্য অপ্রতুল।

৫। সি.এড প্রোগ্রামে মোট নম্বর ১০০০। এই নম্বর কোর্স ভিত্তিক তত্ত্বীয় (রচনামূলক+নৈর্ব্যক্তিক); নির্ধারিত কাজ এবং ব্যবহারিক এইভাবে প্রদান করা হয়। সি.ইন.এড কোর্সে মোট নম্বর ১২০০। এর মধ্যে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক এই দুভাগে নম্বর প্রদান করা হয়।

৬। সি.এড. কোর্সের মূল্যায়ন হয় সিমেস্টার ভিত্তিক। সি.ইন.এড কোর্সের মূল্যায়ন অভ্যন্তরীন (১ম সাময়িক+২য় সাময়িক) এবং বহিঃ পরীক্ষার মাধ্যমে হয়ে থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

৭। সি.এড কোর্সের ছয় মাসব্যাপী তিনটি সিমেস্টারের মোট সময় দেড় বছর। সি.ইন.এড কোর্সের সময় ১ বছর।

৮। সি.এড কোর্সে প্রতি সিমেস্টারের পরীক্ষা শেষে ফলাফল প্রকাশ করা হয়। তিনটি সিমেস্টারের সম্মিলিত ফলাফলের ভিত্তিতে বিভাগ নির্ধারিত হয়। সি.ইন.এড কোর্সে অভ্যন্তরীন এবং বহিঃ মূল্যায়ন প্রতিটি বিষয়েই পরীক্ষা দিতে হয় এবং তিন পরীক্ষার মোট নম্বরের ভিত্তিতে বিভাগ নির্ধারিত হয়।

৯। সি.এড কোর্সে কমপক্ষে ৪০% সহ গড়ে ৪৫% নম্বর পেতে হয়। ৬০% থেকে তদুর্ধ্ব মানের ভিত্তিতে প্রথম বিভাগ এবং ৪৫% থেকে তদুর্ধ্ব মানের ভিত্তিতে দ্বিতীয় বিভাগ নির্ধারিত হয়। সি.ইন.এড কোর্সে অভ্যন্তরীন ও বহিঃ মূল্যায়ন প্রত্যেক বিষয়ের তাত্ত্বিক, ব্যবহারিক ও অনুশীলনী পাঠদানে কমপক্ষে পূর্ণমানের ৪০% নম্বর পেতে হয়। ৬০% এ প্রথম বিভাগ ও ৪০% এ দ্বিতীয় বিভাগ ধরা হয়। পরীক্ষার্থীকে অভ্যন্তরীন ও বহিঃ মূল্যায়নে পৃথকভাবে পাশ করতে হয়।

১০। সি.এড কোর্সে মহিলা এবং শিক্ষক প্রার্থীগণ এস.এস.সি এবং শিক্ষক নন এমন পুরুষ প্রার্থীগণ এইচ.এস.সি পাশ যোগ্যতা নিরে ভর্তি হতে পারে। সি.ইন.এড কোর্সে শুধুমাত্র শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয় বলে তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা সি.এড কোর্সের সমপর্যায়ের হলেও বাস্তবক্ষেত্রে উচ্চ শিক্ষিত এবং মেধাবী ছেলেমেয়েরা এ প্রশিক্ষণ নিয়ে থাকে।

বাউবি পরিচালিত সি.এড এবং নেপ (NAPE) পরিচালিত সি.ইন.এড কোর্সে প্রশিক্ষণ প্রাপ্তদের পাঠদানের তুলনা সংক্রান্ত ফলাফল

বাউবি পরিচালিত সি.এড. এবং নেপ পরিচালিত সি.ইন.এড কোর্সে প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের পাঠদানের তুলনা করার জন্য একটি পাঠদান পর্যবেক্ষণ ছক ব্যবহার করা হয়। পর্যবেক্ষণ ছকে পাঠদানের বিভিন্ন পর্যায়কে ভাগ করে সূক্ষ্মভাবে পর্যবেক্ষণ করা হয়। দুই পর্যায়ের প্রশিক্ষণার্থীদের পাঠদান পর্যবেক্ষণ করে যে ফলাফল পাওয়া যায় তাতে কিছু কিছু ক্ষেত্রে সি.এড প্রোগ্রামের প্রশিক্ষণার্থীদের দক্ষতা সি.ইন.এড প্রোগ্রামের প্রশিক্ষণার্থীদের চেয়ে কম হলেও বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সমপর্যায়ের। যেসব ক্ষেত্রে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় তার বেশির ভাগই প্রশিক্ষণার্থীদের ব্যক্তিগত মেধা, বুদ্ধি, যোগ্যতার পার্থক্যগত কারণে

পরিলক্ষিত হয়। এত প্রশিক্ষণ মানের কোন প্রভাব নেই বললেই চলে। কারণ দু'পর্যায়েরই প্রশিক্ষকবৃন্দ একই কিন্তু প্রশিক্ষণার্থীদের যোগ্যতার কিছুটা তারতম্য আছে যা তাদের ব্যক্তিগত দক্ষতা অর্জনে পার্থক্য তৈরী করে। তাই একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, বাউবি পরিচালিত সি.এড এবং নেপ পরিচালিত সি.ইন.এড কোর্সে প্রশিক্ষণ প্রাপ্তদের পাঠদানের তেমন কোন পার্থক্য নাই।

বাউবি পরিচালিত সি.এড প্রোগ্রামের এবং নেপ পরিচালিত সি.ইন.এড কোর্সের শিক্ষার্থীদের প্রাপ্ত (ভৌত ও একাডেমিক) সুযোগ-সুবিধার তুলনা সংক্রান্ত ফলাফল

১। সি.এড এবং সি.ইন.এড শিক্ষাক্রমে বর্ণিত শিক্ষাদান পদ্ধতি ও কৌশলের যথোপযুক্ততা এবং পাঠদানের কার্যকারিতার মধ্যে পার্থক্য নাই।

২। সি.এড শিক্ষাক্রমে প্রশিক্ষণার্থীদের মানসিক বিকাশের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হলেও সামাজিক বিকাশের তেমন সুযোগ নাই। সি.ইন.এড কোর্সে সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীর মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থীদের মানসিক ও সামাজিক উভয় প্রকার বিকাশের প্রতিই গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

৩। সি.এড প্রোগ্রামের এবং সি.ইন.এড কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য প্রণীত পাঠ সামগ্রী যথাযথ এবং পর্যাপ্ত।

৪। সি.এড প্রোগ্রামের এবং সি.ইন.এড কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য প্রণীত পাঠ সামগ্রী যথাযথ এবং পর্যাপ্ত। উভয় ক্ষেত্রেই পাঠ্যপুস্তকের ভাষা সহজবোধ্য এবং বিষয়বস্তু ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপিত হয়েছে।

৫। সি.এড প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য সংশ্লিষ্টশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লাইব্রেরী নাই কিন্তু সি.ইন.এড প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য প্রত্যেক পি,টি,আই-তে লাইব্রেরী আছে এবং লাইব্রেরীতে সন্তোষজনক বই-পুস্তক আছে।

৬। সি.এড প্রশিক্ষণার্থীদের ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রযোগিতায় অংশগ্রহণের সুযোগ নাই কিন্তু সি.ইন.এড কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীদের সে সুযোগ আছে।

৭। সি.এড প্রশিক্ষণার্থীরা কর্মক্ষেত্রে থেকে কিংবা বাড়িতে অবস্থান করে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে থাকে। কিন্তু সি.ইন.এড প্রশিক্ষণার্থীরা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে পূর্ণ সময় অবস্থান করে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে থাকে।

৮। সি.এড প্রশিক্ষণার্থীরা নিজ খরচে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে থাকে। কিন্তু সি.ইন.এড প্রশিক্ষণার্থীরা প্রশিক্ষণের জন্য আলাদা ভাতা পেয়ে থাকে।

৯। সি.এড প্রশিক্ষণার্থীদের অনিয়মিত হাজির থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণের প্রবণতা দেখা যায়। কিন্তু সি.ইন.এড প্রশিক্ষণার্থীরা সে ধরনের কোন সুযোগ পায় না।

বাউবি পরিচালিত সি.এড প্রোগ্রামের উপযোগিতা সংক্রান্ত ফলাফল

১। সি.এড প্রোগ্রামের শিক্ষাক্রম উন্নতমানের এবং বিষয়সমূহের বিষয়বস্তু পর্যাপ্ত।

২। সি.এড প্রোগ্রামের পাঠ্যপুস্তকের ভাষা সহজবোধ্য এবং বিষয়বস্তু ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপিত হয়েছে।

৩। দরিদ্র প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য কোর্সটি বিশেষভাবে উপযোগী।

৪। সি.এড প্রোগ্রাম নারী শিক্ষা ও আত্মকর্মসংস্থানে বিশেষ ভূমিকা রাখছে।

৫। সি.এড প্রোগ্রামের মূল্যায়ন পদ্ধতি উপযুক্ত।

৬। সি.এড প্রোগ্রাম প্রশিক্ষণার্থীদের চাহিদা পূরণে সক্ষম।

৭। টিউটোরিয়াল শ্রেণীতে পাঠদান এবং রেডিও, টিভিতে প্রচারিত পাঠদান অনুষ্ঠান যথেষ্ট উপযুক্ত।

৮। সি.এড প্রোগ্রামের শিক্ষাক্রম সি.এড ডিগ্রি প্রদানের উপযোগী। সি.এড এবং সি.ইন.এড প্রশিক্ষণার্থীদের পাঠদান ক্ষমতা প্রায় সমমানের। সুতরাং সি.এড প্রশিক্ষণার্থীরা চাকুরী ক্ষেত্রেও সমান সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার যোগ্য।

৯. অনুমিত সিদ্ধান্ত যাচাই

বাউবি পরিচালিত সি.এড এবং নেপ পরিচালিত সি.ইন.এড কোর্সে প্রশিক্ষণ প্রাপ্তদের পাঠদানের তুলনা করার জন্য একটি পাঠদান পর্যবেক্ষণ ছক ব্যবহার করা হয়। পর্যবেক্ষণ ছকে পাঠদানের বিভিন্ন পর্যায়কে ভাগ করে সূক্ষ্মভাবে পর্যবেক্ষণ করা হয়। দুই পর্যায়ের প্রশিক্ষণার্থীদের পাঠদান পর্যবেক্ষণ করে যে ফলাফল পাওয়া যায় তাতে কিছু কিছু ক্ষেত্রে সি.এড প্রোগ্রামের প্রশিক্ষণার্থীদের দক্ষতা সি.ইন.এড প্রোগ্রামের প্রশিক্ষণার্থীদের চেয়ে কম হলেও বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সমপর্যায়ের।

তাই বলা যায় যে, বাউবি পরিচালিত সি.এড এবং নেপ পরিচালিত সি.ইন.এড কোর্সে প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের পাঠদানের তেমন কোন পার্থক্য নাই।

১. ফলাফল বাস্তবায়নের সুপারিশ

১। প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য পর্যাপ্ত টিউটোরিয়াল ক্লাশের আয়োজন করা প্রয়োজন।

২। টিউটোরিয়াল শ্রেনীকক্ষে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি বাধ্যতামূলক করা প্রয়োজন।

৩। সময়মত পাঠ্যপুস্তক এবং শিক্ষাদানের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহ করা প্রয়োজন।

৪। সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীর আয়োজন করা প্রয়োজন।

৫। রেডিও, টিভিতে প্রচারিত পাঠদান অনুষ্ঠান আরও ব্যাপকভাবে প্রচারিত হওয়া প্রয়োজন।

৬। পরীক্ষা কেন্দ্রসমূহে নকল প্রতিরোধের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

৭। প্রশিক্ষণার্থীদের পাঠদান অনুশীলনে আরও বেশি সময় বরাদ্দ দেয়া প্রয়োজন।

১১. পরবর্তী গবেষণার সুপারিশ

একটি গবেষণা আরেকটি গবেষণার পথ নির্দেশ করে এবং ব্যাপক অনুসন্ধানের পথ প্রসারিত করে। কোন গবেষণার ফলাফলকেই চিরন্তন হিসাবে মেনে নেয়া যায় না। সময়ের চাহিদার প্রেক্ষিতে দেশ ও জাতির সর্বোপরি মানব কল্যাণে কোন সমস্যার প্রাপ্ত সমাধানের চেয়েও অধিক পর্যাপ্ত সমাধানের জন্য ব্যাপক গবেষণা প্রয়োজন।

বর্তমান গবেষণাটি পরিচালনা করতে প্রচুর অর্থ ও সময়ের প্রয়োজন ছিল। এই গবেষণার পরিধি অত্যন্ত ব্যাপক। কিন্তু গবেষণা কার্যক্রম নির্দিষ্ট সময়ে সীমাবদ্ধ। তাই বর্তমান গবেষণাটি সীমিত পরিসরে পরিচালনা করা হয়েছে। দেশের সামগ্রিক অবস্থার প্রেক্ষিতে এত ক্ষুদ্র পরিসরের গবেষণা যথেষ্ট নয়। এই প্রেক্ষিতে গবেষণা সংশ্লিষ্টবিষয়ে পরবর্তী গবেষণার জন্য নিম্নোক্ত দিক নির্দেশনা রাখা হচ্ছে-

১। বর্তমান গবেষণাটি আরও ব্যাপক নমুনা নিয়ে বৃহত্তর পরিসরে সমস্ত শিক্ষাক্রমের উপর পরিচালনা করা যেতে পারে।

২। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে দূরশিক্ষণে সি.এড প্রোগ্রামের উপযোগিতা যাচাইয়ের উপর গবেষণা করা যেতে পারে।

৩। বাউবি ও নেপের অধীন প্রশিক্ষণার্থীদের ভৌত ও একাডেমিক সুযোগ-সুবিধার তুলনার উপর ব্যাপক ভিত্তিক গবেষণা পরিচালনা করা যেতে পারে।

৪। বাউবি পরিচালিত সি.এড প্রোগ্রামের মূল্যায়ন পদ্ধতির যথার্থতা যাচাইয়ের জন্য ব্যাপক গবেষণা করা যেতে পারে।

৫। দূরশিক্ষণের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রোগ্রাম পরিচালনা করা কতটা যৌক্তিক তা যাচাইয়ের জন্য গবেষণা করা যেতে পারে।

১২. উপসংহার

শিক্ষায় সকলের সমান অধিকার সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃত হলেও সকলের জন্য সমভাবে শিক্ষার সুযোগ গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য শিক্ষার প্রয়োজন। আর আর্থিক অসচ্ছলতা, পারিবারিক দায়িত্ব পালন ইত্যাদি কারণে সাধারণ শিক্ষা ধারায় শিক্ষা গ্রহণ করা অনেকের পক্ষেই সম্ভব নয়। তাই সেসব ক্ষেত্রে শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করার মাধ্যমে দেশের উন্নয়নে ভূমিকা রাখার ব্যাপারে বাউবি'র দূরশিক্ষণের ভূমিকা অগ্রগণ্য।

শিক্ষা ধারায় দূরশিক্ষণের মত প্রগতিশীল শিক্ষা প্রশংসনীয় হলেও আমাদের দেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে তা কতটা কার্যকর তা জানা অত্যন্ত জরুরী। দুরশিক্ষণ শিক্ষাক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে পারছে কিনা, শিক্ষার্থীরা সঠিকভাবে শিক্ষা লাভ করতে পারছে কিনা, যেসব উদ্দেশ্যকে ঘিরে এ প্রোগ্রাম পরিচালিত হচ্ছে সেসব উদ্দেশ্য অর্জিত হচ্ছে কিনা, পাঠ্যসূচী ও মুল্যায়ন পদ্ধতির ক্ষেত্রে বাউবি এবং নেপ সাদৃশ্যপূর্ণ কিনা, প্রাপ্ত ডিগ্রী সমতুল্য কিনা, বাউবি'র শিক্ষার্থীদের প্রাপ্ত সুবিধার সঙ্গে পি.টি.আইতে প্রাপ্ত সুবিধা সার্বিকভাবে সমতুল্য কিনা তা জানা প্রয়োজন।

গবেষক তার গবেষণার মাধ্যমে উক্ত বিষয়ের সকল দিকের বিশ্লেষণ পূর্বক সি.এড কোর্সকে আর ও শক্তিশালী করার প্রত্যাশী। বর্তমান গবেষণালব্ধ ফলাফল এ বিষয়ে কিছুটা ভূমিকা পালন করলেও গবেষকের শ্রম সার্থক হবে।

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
শিরোনামপত্র	i
অনুমোদনপত্র	ii
কৃতজ্ঞতা স্বীকার	iii- iv
উৎসর্গ	v
Acronym বা শব্দ সংক্ষেপ	vi
গবেষণা সারসংক্ষেপ	vii-xviii
সূচিপত্র	xix-xxiii
সারণীসমূহের তালিকা	xxiv
চিত্রসমূহের তালিকা	xxv

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায় ঃ অবতরণিকা **১-১৮**

১.১ ভূমিকা ২-৩

১.১.১ বাংলাদেশ শিক্ষক প্রশিক্ষনের পটভূমি ৪-৬

১.১.২ বাংলাদেশ দূরশিক্ষণের পটভূমি ৬-৮

১.১.৩ প্রাথমিক শিক্ষাস্তরে শিক্ষক প্রশিক্ষণ ৮

১.১.৪ জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী (নেপ) ৯

১.১.৫ প্রাথমিক শিক্ষা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (পিটিআই) ৯-১১

১.১.৬ সার্টিফিকেট ইন এডুকেশন (সিইনএড) শিক্ষাক্রম ১১-১৩

১.১.৭ বাউবি'র সি এড প্রোগ্রাম ১৩

১.১.৮ দূরশিক্ষণের বৈশিষ্ট্য ১৩

১.১.৯ সি এড এবং সি ইন এড কোর্সের মূল পার্থক্য ১৪

১.১.১০ নেপ পরিচালিত সি ইন এড ও বাউবি পরিচালিত সি এড কোর্সের সমতুল্যতার বিতর্ক ১৪

১.২ গবেষণার যৌক্তিকতা ১৪-১৬

১.৩ সমস্যার শিরোনাম বর্ণনা ১৬

১.৪ গবেষণার উদ্দেশ্য ১৬

১.৫ অনুমিত সিদ্ধান্ত ১৭

১.৬ বর্তমান গবেষণায় ব্যবহৃত পদসমূহের সংজ্ঞা ১৭-১৮

১.৭ বর্তমান গবেষণার সীমাবদ্ধতা ১৮

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ সংশ্লিষ্ট সাহিত্য ও গবেষণা পর্যালোচনা **১৯-৬২**

২.১ ভূমিকা ২০

Dhaka University Institutional Repository

২.২ সংশ্লিষ্ট সাহিত্য পর্যালোচনা ২০-৪৬

২.৩ সংশ্লিষ্ট সাহিত্য পর্যালোচনা পরিপ্রেক্ষিতে গবেষকের মন্তব্য ৪৬-৪৭

২.৪ সংশ্লিষ্ট গবেষণা পর্যালোচনা ৪৭-৫৭

২.৫ সংশ্লিষ্ট গবেষণা পর্যালোচনার পরিপ্রেক্ষিতে গবেষকের মন্তব্য ৫৭-৬২

তৃতীয় অধ্যায় ঃ গবেষণায় অনুসৃত পদ্ধতি ও কৌশল ৬৩-৬৭

৩.১ ভূমিকা ৬৪

৩.২ গবেষণা পদ্ধতি ৬৪-৬৫

৩.৩ তথ্যের উৎসসমূহ ৬৫

৩.৪ গবেষণার নমুনা নির্বাচন ৬৫-৬৬

৩.৫ তথ্য সংগ্রাহক উপকরণ ৬৬

৩.৬ তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি ৬৬-৬৭

৩.৭ তথ্য বিশ্লেষণ পদ্ধতি ও কৌশল ৬৭

৩.৮ গবেষেণায় ব্যবহৃত দলিলাদির তালিকা ৬৭

চতুর্থ অধ্যায় ঃ তথ্য উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ ৬৮-১১৪

৪.১ ভূমিকা ৬৯

৪.২ বর্ণনামূলক পদ্ধতির মাধ্যমে জরিপকৃত তথ্য উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ। ৬৯-৯১

৪.২.১ শিক্ষাক্রমের কাঠামোগত তুলনা ৭০-৭২

৪.২.২ ভর্তির যোগ্যতার তুলনা ৭৩

৪.২.৩ শিক্ষাবর্ষ ও চুড়ান্ত পরীক্ষার তুলনা ৭৩

৪.২.৪ পরীক্ষা গ্রহণের পদ্ধতিগত তুলনা ৭৪

Dhaka University Institutional Repository

৪.২.৫ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ মানের তুলনা ৭৪

৪.২.৬ বিষয়ের পাঠ্যসূচির তুলনা ৭৫-৮১

৪.২.৭ সীমাবদ্ধতা ৮১

৪.২.৮ নেপ পরিচালিত সি ইন এড প্রোগ্রামের বর্তমান শিক্ষাক্রম ৮২-৯০

৪.২.৯ পাঠ্যসূচির তুলনামূলক পর্যালোচনার ভিত্তিতে গবেষকের মন্তব্য ৯০

৪.৩ মতামতমালার মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ ৯১-১০৩

৪.৪ পাঠদান পর্যবেক্ষণ ছকের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যের উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ ১০৪-১১৪

৪.৪.১ সাধারণ তথ্য সংক্রান্ত ১০৪-১০৫

৪.৪.২ শ্রেণীকক্ষের ভৌত অবস্থা ও উপকরণ সংক্রান্ত ১০৫-১০৬

৪.৪.৩ শিক্ষকের শিক্ষণ দক্ষতা ও শ্রেণী ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত ১০৭-১১১

৪.৪.৪ শিক্ষার্থীদের সাড়া ও আগ্রহ সংক্রান্ত ১১২-১১৪

পঞ্চম অধ্যায় ঃ গবেষণার ফলাফল ও আলোচনা ১১৫-১২৪

৫.১ ভূমিকা ১১৬

৫.২ গবেষণার উদ্দেশ্যভিত্তিক ফলাফল ১১৬-১২০

৫.২.১ বাউবি পরিচালিত সি এড এবং নেপ (NAPE) পরিচালিত সি ইন এড কোর্সের পাঠ্যসূচি ও মূল্যায়ন পদ্ধতির তুলনা সম্পর্কীয় ফলাফল ১১৬-১১৮

৫.২.২ বাউবি পরিচালিত সি এড এবং নেপ (NAPE) পরিচালিত সি ইন এড কোর্সে প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের পাঠদানের তুলনা সংক্রান্ত ফলাফল ১১৮

৫.২.৩ বাউবি পরিচালিত সি এড এবং নেপ (NAPE) পরিচালিত সি ইন এড কোর্সের শিক্ষর্থীদের প্রাপ্ত (ভৌত ও একাডেমিক) ১১৮-১১৯

Dhaka University Institutional Repository

সুযোগ-সুবিধার তুলনা সংক্রান্ত ফলাফল

৫.২.৪ বাউবি পরিচালিত সি এড প্রোগ্রামের উপযোগিতা সংক্রন্ত ফলাফল ১২০

৫.২.৫ সি.এড এবং সি.ইন.এড প্রশিক্ষণার্থীদের প্রাপ্ত সুবিধার প্রভাব সংক্রান্ত ফলাফল ১২০

৫.৩ আলোচনা ১২০-১২২

৫.৪ বর্তমান গবেষণার অন্তরায় ও সুযোগ-সুবিধাসমূহ ১২২-১২৩

৫.৫ সুপারিশমালা ১২৩

৫.৬ ভবিষৎ গবেষণার দিক নির্দেশনা ১২৩-১২৪

৫.৭ উপসংহার ১২৪

গ্রন্থপঞ্জী **১২৫-১২৮**

পরিশিষ্ট ক : তথ্য সংগ্রহের জন্য অনুমোদন পত্র ১২৯

খ: তুলনামূলক বিশ্লেষণ ছক ১৩০

গ: মতামত প্রদানকারীদের জন্য অনুরোধ পত্র ১৩১

ঘ: বাউবি পরিচালিত সি এড প্রোগ্রামের ফলপ্রসূতা নিরূপণ মতামতমালা ১৩২-১৩৫

ঙ: পাঠদান পর্যবেক্ষণ ছক ১৩৬-১৩৭

চ : মতামত প্রদানকারী প্রশিক্ষকদের পরিচিতি ১৩৮-১৪০

ছ : পাঠদানে অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীদের নাম এবং কর্মস্থল ১৪১-১৪৩

জ : লাইব্রেরী ব্যবহারের অনুরোধ পত্র ১৪৪

১. সারণীসমূহের তালিকা

সারণী নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
১.১	শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান	৬
১.২	সিইনএড কোর্সের শিক্ষাক্রমের কাঠামো	১১
২.১	বাংলাদেশের পি টি আই সমূহের প্রতিষ্ঠাকাল অনুযায়ী সংখ্যা	৩২
৩.১	নির্বাচিত নমুনা দলের পরিসংখ্যান	৬৬
৪.১	বাউবি'র সি এড প্রোগ্রামের শিক্ষাক্রমের কাঠামো	৭০
৪.২	NAPE পরিচালিত সি.ইন. এড প্রোগ্রামের শিক্ষাক্রমের কাঠামো	৭১
৪.৩	বাউবি'র সি এড প্রোগ্রাম এবং NAPE পরিচালিত সি.ইন. এড কোর্স বিষয়ক প্রশিক্ষকদের মতামতের গণসংখ্যা এবং গড় মান	৯২
৪.৪	সি.ইড এবং সি.ইন.এড প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষদের শ্রেণী পাঠাদান পর্যবেক্ষণ বিষয়ক সাধারণ তথ্য	১০৪
৪.৫	শ্রেণীকক্ষের ভৌত অবস্থা ও উপকরণ সংক্রান্ত তথ্যের উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ	১০৫
৪.৬	শিক্ষকের শিক্ষণ দক্ষতা ও শ্রেণী ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত তথ্যের উপস্থাপনা ও বিশ্লেষণ	১০৭
৪.৭	পাঠের প্রতি শিক্ষার্থীদের সাড়া ও আগ্রহ সংক্রান্ত তথ্যের উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ	১১২

Dhaka University Institutional Repository

২. চিত্রসমূহের তালিকা

২.১ দূরশিক্ষণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শ্রেণীবিভাগ ৩৫

২.২ করসপনডেন্স স্কুল/কলেজের মডেল ৩৬

২.৩ দূরশিক্ষণ ইউনির্ভাসিটি মডেল ৩৮

২.৪ বৃটিশ কলম্বিয়ার মাল্টিলেভেল দূরশিক্ষণ প্রশিক্ষণের মডেল ৩৯

২.৫ কনসালটেশন মডেল ৪১

২.৬ অস্ট্রেলিয়ার সমন্বিত মডেল ৪২

৪.১ ডিপিএড কোর্সের প্রতিষ্ঠানগুলোর তালিকা। ৮৩

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

অবতরণিকা

Dhaka University Institutional Repository

১.১ ভূমিকা

আনুষ্ঠানিক শিক্ষার প্রথম ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্তর হল প্রাথমিক শিক্ষা। প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার উপর পরবর্তী ধাপগুলোর উন্নতি ও ধারাবাহিকতা বহুলাংশে নির্ভর করে। প্রাথমিক শিক্ষাকে তাই সকল স্তরের শিক্ষার ভিত বলা হয়। প্রাথমিক শিক্ষার মাধ্যমে মূলত শিশুদের মৌলিক শিখন চাহিদা পূরণ, শ্রমের প্রতি আকর্ষণ, শিশুদের মধ্যে দেশপ্রেম, নাগরিকত্ববোধ, কর্তব্যবোধ, কৌতুহলবোধ, সৃজনশীলতা, অধ্যবসায়, সদাচার, ন্যায়নিষ্ঠা ইত্যাদি বাঞ্ছিত গুনাবলী অর্জন করতে সহায়তা করা হয় (ইসলাম, ২০০৪:৪)। একটি দেশের গণমানুষের সর্বাঙ্গীন বিকাশ ও তার ফল হিসেবে দেশের সামগ্রিক কল্যাণ ও উন্নতি যেসব পথে আসতে পারে তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে একটি সুষ্ঠু ও গতিশীল প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা (বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট ১৯৮৮)। উন্নয়নে প্রাথমিক শিক্ষার অবদান সবচেয়ে বেশি। Quah (১৯৯৯) তাঁর গবেষণায় প্রাথমিক শিক্ষা এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির মধ্যে সরাসরি সম্পর্ক খুঁজে পান। প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে Mingat বলেন - "যদি কোন দেশের প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ আরেকটি দেশের চেয়ে ৯০ শতাংশ বেশি থাকে, তাহলে ৩০ বছর পর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার অন্তত ৭৫ শতাংশ বেশি হবে (লতিফ ২০০৩ পৃঃ)"। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার বিস্ময়কর উন্নতির পেছনে প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ অবদান world bank, 1993; mingat, 1995; Munle, 1995; Rao, 1995; Stevenson, 1998; Monres and Suiting, 1995; & quah, 1993 এর গবেষণায় স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়েছে।

মানব সভ্যতার ইতিহাসে সাক্ষরতা অর্জনের পূর্বে ও পরে সমাজের মধ্যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। একজন সাক্ষর ব্যক্তি যোগাযোগ স্থাপনে অধিকতর ক্ষমতার অধিকারী, সচেতনতায় তীক্ষ্ণধীসম্পন্ন এবং পরিবেশের উপর অধিক নিয়ন্ত্রণের অধকারী। উপযুক্ত শিক্ষা শুধু মানুষের আয়ই বাড়ায় না, ক্ষমতায়নের মাধ্যমে তার কণ্ঠস্বরও উচ্চকিত করতে সাহায্য করে। নিরক্ষর আর সাক্ষর মানুষের মনের জোর, অংশগ্রহণের সুযোগ এবং অধিকার সচেতনতা ভিন্ন হতে বাধ্য (রহমান এবং রহমান, ২০০২; ২২)। বার্ডমেন এবং এন্ডারসন মনে করেন যে, কোন সমাজের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং তা ধরে রাখার জন্য ৪০ শতাংশ সাক্ষরতার প্রয়োজন যদিও তা যথেষ্ট নয় (লতিফ, ২০০৩; ২৯)। নিচু স্তরের শিক্ষা দারিদ্র লাঘব করতে সক্ষম। আলম (২০০০) দেখিয়েছেন যে, বাংলাদেশের খানা প্রধানদের শিক্ষা স্তরের সঙ্গে দারিদ্রের "head count ratio" বিপরীতভাবে সম্পর্কিত অর্থাৎ খানা প্রধানের স্তর বাড়লে "head count ratio" কমে। বিগত শতাব্দীর শেষ পাঁচ বছরে দেখা গেছে

বাংলাদেশের যেসব পরিবারে খানা প্রধানের শিক্ষা ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত পৌঁছেছে তাদের দারিদ্র কমেছে। এর উল্টো অবস্থা দেখা গেছে সেই সব পরিবারে যেখানে খানা প্রধানের শিক্ষা স্তর ৫ম শ্রেণীর উর্ধ্বে (BBS, ২০০১)। বাংলাদেশের দারিদ্র বিমোচনে প্রাথমিক শিক্ষা ছাড়া মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার তেমন প্রভাব নেই। Ahmed (1992) & Hossain (1989) এর গবেষণায় দেখা যায়, প্রাথমিক শিক্ষা পেশা পরিবর্তনে সামান্য সহায়তা করলেও মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার তেমন কোন ভূমিকা নেই।

উন্নয়ন তখনই আশা করা যায়, যখন শিক্ষার্থীদের জন্য মান সম্মত শিক্ষার ব্যবস্থা করা যায়। আর মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক সরবরাহ অত্যন্ত জরুরি। শিক্ষক, শিক্ষাবিদ ও গণিতজ্ঞ আলফ্রেড নর্থ হোয়াইট হেড তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধ 'The Aims of Education-এ লিখেছেন, The nation that does not value trained intelligence to be doomed অর্থাৎ যে জাতি প্রশিক্ষণলব্ধ বুদ্ধিমত্তার মূল্য দেয় না সে জাতির ভবিষ্যৎ অন্ধকার (আলী, ১৯৯১, ৩১)।

প্রশিক্ষণ মানব সম্পদ উন্নয়নের অন্যতম উপাদান। প্রশিক্ষণের জন্য যে ব্যয় হয় তা সর্বোৎকৃষ্ট দীর্ঘ মেয়াদী বিনিয়োগ হিসেবে বিবেচিত (লতিফ, ২০০৩)। শিক্ষক প্রশিক্ষণ শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি করে যা শিক্ষার্থীদের সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ সাধনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মানব সম্পদে পরিণত করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। আর মানব সম্পদ জাতীয় উন্নয়ন ঘটায় । এভাবে শিক্ষক প্রশিক্ষণ জাতীয় উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিশ্ব প্রেক্ষাপট বিচার করলে বাংলাদেশের শিক্ষক প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার নাজুক পরিস্থিতিই পরিলক্ষিত হয়। শিক্ষকগণ যদি পরিবর্তন ও প্রগতিশীল জগতের শিক্ষার উদ্দেশ্য, গতি-প্রকৃতি, শিক্ষাদান কলাকৌশল প্রভৃতি সম্পর্কে বিশেষভাবে ওয়াকিবহাল না হন তাহলে গতিশীল, সৃজনশীল ও উদ্দেশ্যমূলক শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সার্থক জীবন গড়ে তোলা অসম্ভব হয়ে পড়বে। কারণ প্রচুর নির্মাণ সামগ্রী থাকা সত্ত্বেও দক্ষ কারিগরের অভাবে যেমন সুন্দর ও মজবুত অট্টালিকা তৈরী করা সম্ভব হয় না, তেমনি যোগ্য শিক্ষক ছাড়া শিক্ষার্থীদের সুশিক্ষা নিশ্চিত করা এবং সর্বাঙ্গীন বিকাশ সাধন করা আদৌ সম্ভব নয়। প্রাথমিক স্তরের শিক্ষকদের মনোন্নয়নে বাউবি পরিচালিত সি.এড প্রোগ্রাম এবং নেপ পরিচালিত সি.ইন. এড প্রোগ্রাম কতটা কার্যকর ভূমিকা পালন করছে তা উদঘাটনের লক্ষ্যে এ গবেষণা প্রকল্পটি হাতে নেয়া হয়েছে।

১.১.১ ঃ বাংলাদেশে শিক্ষক প্রশিক্ষণের পটভূমি

শিক্ষক প্রশিক্ষণের ইতিহাস পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, এটি বেশ প্রাচীন। ১৬৭২ সালে ফ্রান্সের ফাদার ডিমিয়া লায়নস সর্ব প্রথম শিক্ষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচী আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু করেন। এরই ধারাবাহিকতায় নেপোলিয়ন ১৮০৮ সালে শিক্ষক প্রশিক্ষণের জন্য সুপিরিয়র নর্মাল স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীতে ১৮২৩ সালে যুক্তরাষ্ট্রে, ১৮৩৬ সালে যুক্তরাজ্যে, ১৮৪৬ সালে নেদারল্যান্ডে শিক্ষক প্রশিক্ষণের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। কালক্রমে বিশ্বের অন্যান্য রাষ্ট্রে শিক্ষক প্রশিক্ষণের বিভিন্ন কার্যক্রমের সূচনা হয় এবং বিভিন্ন পরিসরে বিস্তার লাভ করে।

সাধারণভাবে প্রশিক্ষণ বলতে বুঝায় অংশগ্রহণকারীদের কর্মকেন্দ্রিক জ্ঞান, দক্ষতা ও আচরণ উন্নয়নের উদ্দেশ্যে প্রণীত সুসংগঠিত কার্যক্রমকে। প্রশিক্ষণের অন্যতম উদ্দেশ্য হল- কোন নির্ধারিত বিষয়ের উপর জ্ঞান ও দক্ষতার উন্নয়ন। প্রশিক্ষণ বলতে এমন কিছু কার্যক্রমকে বুঝায় যার মাধ্যমে পূর্ব নির্ধারিত এবং প্রত্যাশিত লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করা যায়। শাব্দিক অর্থে হাতে কলমে শিক্ষাই হল প্রশিক্ষণ। প্রশিক্ষণ পেশা উন্নয়নের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এজন্য বলা হয়- Education for life, training for a particular profession' অর্থাৎ জীবন গড়ার জন্য শিক্ষা আর বিশেষ কোন পেশার জন্য প্রয়োজন প্রশিক্ষণ।

সুপরিকল্পিত শিক্ষাক্রম, যোগ্য শিক্ষক এবং শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশের উপর শিক্ষার গুনগত মান নির্ভরশীল। এই উপাদানগুলোর মধ্যে শিক্ষকের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যোগ্য শিক্ষক হওয়ার জন্য আবশ্যক (১) পাঠদানের বিষয়বস্তু ভালভাবে জানা (২) শিক্ষা বিজ্ঞানের জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন (৩) শিক্ষাদানের মন মানসিকতা নিজের মধ্যে গড়ে তোলা। এই আবশ্যক উপাদানগুলো পূরণ করতে পারলেই শিক্ষক নিজের বিষয়বস্তু পাঠদানে পারদর্শী হয়ে ওঠেন এবং শিক্ষার্থীদের মাঝে আগ্রহ সৃষ্টিতে, জ্ঞানলাভে ও দক্ষতা অর্জনে উদ্বুদ্ধ করতে এবং আচরণে পরিবর্তন আনতে সক্ষম হন। এই গুনাবলী অর্জনের জন্য শিক্ষক প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা সর্বজনস্বীকৃত। শিক্ষক প্রশিক্ষণ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মেয়াদে অর্জন করা যায়। বর্তমানে আমাদের দেশে বিভিন্ন ধরণের প্রশিক্ষণ কর্মসুচি চালু রয়েছে। যেমন- বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ, সঞ্জিবনী প্রশিক্ষণ, বিষয় ভিত্তিক প্রশিক্ষণ, পেশাগত প্রশিক্ষণ, চাকুরী পূর্বকালীন প্রশিক্ষণ, চাকুরীকালীন প্রশিক্ষণ ইত্যাদি। শিক্ষক প্রশিক্ষণকে এখন 'শিক্ষক শিক্ষা' নামেও অভিহিত করা হয়।

ভারত উপমহাদেশে বৈদিক বা আর্যশিক্ষা, বৌদ্ধ শিক্ষা, মুসলিম শিক্ষা নামে বিভিন্ন শিক্ষাব্যবস্থা ছিল। উপর্যুক্ত সকল শিক্ষা দেশীয় শিক্ষা নামে পরিচিত ছিল। ব্রিটিশদের দ্বারা এই উপমহাদেশের ক্ষমতা দখলের পরও বহুদিন পর্যন্ত ফার্সি ও সংস্কৃতিসহ বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষানির্ভর দেশীয় শিক্ষা প্রচলিত ছিল। ১৮৩৫ সালে মেকলের মিনিউট- এর ফলে উপমহাদেশে পাশ্চাত্য প্রভাবিত শিক্ষা প্রবর্তনের সূচনা হয়। সেই সময় থেকেই প্রাথমিক, মাধ্যমিক উচ্চশিক্ষা প্রভৃতি স্তরভিত্তিক শিক্ষার সূচনা ঘটে। ১৮৫৪ সালের উডের ডেসপ্যাচে সর্ব প্রথম শিক্ষক প্রশিক্ষণের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়। বিদ্যালয় সমূহের জন্য যোগ্য ও প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষকদের প্রয়োজন মেটাবার দিকেও ডেসপ্যাচ আলোকপাত করে। সে সময় ইংল্যান্ডে নরমাল ও মডেল স্কুল প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণদানের ব্যবস্থা করা হত। অনুরূপ নরমাল স্কুল প্রত্যেক প্রদেশে প্রতিষ্ঠার জন্য ডেসপ্যাচের প্রতিবেদনে সুপারিশ করা হয়। এ বিষয়ে ডেসপ্যাচে ইংল্যান্ডে প্রচলিত একটি জনপ্রিয় practice ভারত উপমহাদেশে প্রচলন করার পরামর্শ দেওয়া হয়। এই practice হচ্ছে শিক্ষকতা পেশায় উপযুক্ত ব্যক্তিদের নরমাল স্কুলে স্টাইপেন্ডসহ প্রশিক্ষণ দেয়ার ব্যবস্থা করা এবং প্রশিক্ষণ শেষে সনদপ্রদান করা এবং চাকুরীতে নিয়োগের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

শুরুতে উপমহাদেশে শিক্ষক শিখন বলতে শিক্ষণে পারদর্শীতা অর্জন না বুঝিয়ে সাধারণ বিষয় যেমন- বীজগণিত, জ্যামিতি, জ্যোতির্বিদ্যা ও ইতিহাস জ্ঞান লাভ বুঝাত। ১৮৫৭ সালে ঢাকায় একটি নরমাল স্কুল স্থাপিত হয়। পরবর্তীকালে ১৮৬৯ ও ১৮৮২ সালে যথাক্রমে কুমিল্লা ও রংপুরে আরো দুটি নরমাল স্কুল স্থাপিত হয় যা ১৮৮৫ সালে চট্টগ্রামে স্থানান্তরিত হয়। ১৮৮২ সালের হান্টার কমিশনে মাধ্যমিক স্কুলে শিক্ষকতা করার জন্য গ্রাজুয়েটদের এক বছর মেয়াদী প্রশিক্ষণের সুপারিশ করেন। ১৯০৮ সালে ঢাকা টিচার্স ট্রেনিং কলেজ স্থাপিত হয়। মিঃ ডব্লিউ ই গ্রিফিথ ছিলেন ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ। অন্যদিকে ঢাকা টিচার্স ট্রেনিং কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ ছিলেন মিঃ ইভান বিস। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন ঢাকা টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, এই দুইটি কলেজই বিংশ শতাব্দীর চল্লিশ দশক পর্যন্ত গোটা বাংলার শিক্ষক শিক্ষণের প্রয়োজন কোন প্রকারে মেটাতে সমর্থ হয়েছিল" (দাশগুপ্ত ১৯৮৬; ২৭১)। ১৯১৭ সালে স্যাডলার তার কমিশনে মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষকদের পেশাগত শিক্ষা ও শিক্ষা গবেষণার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্বের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। এর ফলশ্রুতিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শুরুতে

প্রতিষ্ঠিত বিভাগগুলোর একটি ছিল দর্শন ও শিক্ষা বিভাগ। অন্যদিকে ১৯৪০ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পূর্ণাঙ্গ শিক্ষক শিক্ষণ বিভাগ স্থাপিত হয়।

বর্তমানে বাংলাদেশে শিক্ষক প্রশিক্ষণের বিভিন্ন ধারা রয়েছে। এগুলো হচ্ছে-

ক) প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ।

খ) মাধ্যমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ।

গ) কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষক প্রশিক্ষণ।

ঘ) শারীরিক শিক্ষা বিষয়ক শিক্ষক প্রশিক্ষণ।

ঙ) উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ।

চ) মাদ্‌রাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ।

ছ) বিশেষ শিক্ষা শিক্ষক প্রশিক্ষণ।

এই পাঁচটি ধারায় শিক্ষক প্রশিক্ষণের দায়িত্ব ভিন্ন ভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের ওপর ন্যাস্ত রয়েছে। নিচে একটি পরিসংখ্যানিক চিত্র তুলে ধরা হলোঃ

সারণী: ১.১ শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান

প্রতিষ্ঠান	পাবলিক	প্রাইভেট	মোট
ক) প্রাথমিক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (পিটিআই)	৫৩	০১	৫৪
খ) টিচার্স ট্রেনিং কলেজ	১৪	৬৮	৮২
গ) বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়	০১	০০	০১
ঘ) শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আ ই আর)	০২	০০	০২
ঙ) টেকনিক্যাল শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ	০১	০০	০১
চ) ভোকেশনাল শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ	০১	০০	০১
ছ) শারীরিক শিক্ষা কলেজ	০২	১৮	০০
জ) উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট	০৫	০০	০৫
ঝ) মাদরাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট	০১	০০	০১
ঞ) বিশেষ শিক্ষা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান	০১	০১	০২

শিক্ষা ও গবেষণা ইনষ্টিটিউট (আই.ই.আর) রাজশাহীতে কোন Training বা Programmme নেই।

১.১.২ ঃ বাংলাদেশে দূরশিক্ষণের পটভূমি

একটি দেশের সার্বিক উন্নতি নির্ভর করে সে দেশের শিক্ষিত ও দক্ষ জনশক্তির উপর। বহুমুখী সমস্যায় জর্জরিত বর্তমান বাংলাদেশের বিপুল জনগোষ্ঠীকে জনসম্পদে রূপান্তরিত করার জন্য প্রয়োজন আধুনিক প্রযুক্তি ও বহুমুখী বাস্তবভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখেই ১৯৯২ সালের ২০ অক্টোবর জাতীয় সংসদে আইনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয় বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়।

"বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য হইবে যে কোন ধরনের যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে বহুমুখী পন্থায় সর্বস্তরের শিক্ষা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের সম্প্রসারণ, শিক্ষার মান উন্নয়ন এবং শিক্ষাকে গণমুখীকরনের মাধ্যমে সর্বসাধারণের নিকট শিক্ষার সুযোগ পৌঁছাইয়া দেওয়া এবং সাধারণভাবে জনগণের শিক্ষার মান উন্নীত করিয়া দক্ষ জনগোষ্ঠী সৃষ্টি করা।" জীবন ভর শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত করা এবং শিক্ষাকে অধিকতর গণমুখী ও জীবন ঘনিষ্ট করে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে পৌঁছে দেওয়ার মাধ্যমে একটি সুশিক্ষিত জাতি গড়ে তুলতে এই বিশ্ববিদ্যালয় বিশেষভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। বাউবি স্থাপনার সংশোধিত প্রকল্প ছকে বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য হিসেবে বলা হয়েছে-

The main objective of the scheme is to provide flexible and need-based education to these who are unable or not willing to go in the conventional teaching institutions. Bangladesh Open University (BOU) will offer greater access to education and training to the masses, particularly to the rural disadvantage groups like rural women, agricultural workers, Unemployed youths, uneducated adults, health and family planning workers etc. By introducing courses/programs of studies more compatible with social and development needs of the country.

ঢাকা শহরের অদূরে গাজীপুর জেলার বোর্ড বাজারে বাউবির মূল ক্যাম্পাস অবস্থিত। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম সংগঠনের জন্য সারাদেশে রয়েছে বাউবি'র ১২টি আঞ্চলিক কেন্দ্র, ৯০টি স্থানীয় কেন্দ্র, ৬০০ টিরও অধিক টিউটোরিয়াল কেন্দ্রের বিশাল নেটওয়ার্ক। ছয়টি একাডেমিক অনুষদ বা স্কুলের মাধ্যমে বাউবি ইতিমধ্যে এস.এস.সি ও এইচ.এস.সি ব্যাচেলর অব এডুকেশন, ব্যাচেলর ইন এগ্রিকালচারাল এডুকেশন, গ্রাজুয়েট ডিপ্লোমা ইন ম্যানেজম্যান্ট, ব্যাচেলর ইন ইংলিশ

ল্যাংগুয়েজ টিচিং সহ বিভিন্ন আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা যেমন পরিবেশ শিক্ষা, স্বাস্থ্য সচেতনতামূলক শিক্ষা ইত্যাদি বিভিন্ন প্রোগ্রাম চালু করেছে।

বাউবিই দেশের একমাত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যার কর্মকান্ড শিক্ষক প্রশিক্ষণসহ মৌলিক শিক্ষা ও মাধ্যমিক পর্যায় থেকে শুরু করে উচ্চ শিক্ষা পর্যায় পর্যন্ত বিস্তৃত। প্ল্যানিং কমিশন, শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও একনেক (ECNEC) কর্তৃক অনুমোদিত প্রকল্প দলিলের বর্ণনা মতে,

Unlike conventional universities, Bangladesh Open University will not only serve the higher education sector, but it will also cater to the needs of a wide range of other educational and training requirements, covering the whole spectrum of human resource development need from basic education to secondary education to higher education, Bangladesh open University will also provide opportunities for nonformula education through the training of short course in such areas as agriculture extention, community health and nursing.

বাউবি'র শিক্ষার্থীগণ মূলত মুদ্রিত স্বশিক্ষণ শিক্ষা সামগ্রীর (টেক্সট বই, স্টাডি গাইড, এ্যাসাইনমেন্ট ইত্যাদি) মাধ্যমে নিজে পড়ে শিক্ষা লাভ করে থাকেন। এছাড়া শিক্ষার্থীকে সহায়তা করার জন্য রয়েছে জাতীয় গণমাধ্যমে প্রচারিত বেতার ও টেলিভিশন প্রোগ্রাম, সীমিত টিউটোরিয়াল সেশন এবং চিঠিপত্র ও অন্যান্য যোগাযোগ মাধ্যম। কোন কোর্স অধ্যয়ন শেষে শিক্ষার্থী বিদ্যালয় কর্তৃক নির্ধারিত পরীক্ষা কেন্দ্রে চূড়ান্ত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে থাকেন।

১.১.৩ ঃ প্রাথমিক শিক্ষাস্তরে শিক্ষক প্রশিক্ষণ

১৯৫০ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক তৈরীর জন্য দু' প্রকারের শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান ছিল যথা, প্রাইমারী ট্রেনিং স্কুল ও প্রাইমারী ট্রেনিং সেক্টর। অতীতে এদের বলা হত গুরু ট্রেনিং স্কুল এবং মোয়াল্লেম ট্রেনিং স্কুল। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল নিম্নমানের- ভর্তির যোগ্যতা ছিল মধ্য বাংলা পাস। (বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট. ১৯৭৪:৬০)। ১৯৫০ পর থেকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মৌলিক প্রশিক্ষণের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হতে

থাকে। এ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

১.১.৪ ঃ জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ)

সার্টিফিকেট ইন এডুকেশন (সি-ইন-এড) বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষকদের মৌলিক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম। সকল শিক্ষককে এ প্রশিক্ষণ লাভ করা বাধ্যতামূলক। জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (National Academy for Primary Education- NAPE)-এ কার্যক্রম পরিচালনা করে এবং প্রশিক্ষণার্থীদের সনদ প্রদান করে। ১৯৭৮-৮০ সালে ময়মনসিংহে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি স্থাপন করা হয়। জাতীয় উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবে এ লক্ষ্যে একজন পরিচালকের নেতৃত্বে এর যাত্রা শুরু হয়। এ একাডেমির উপর অর্পিত দায়িত্বের মধ্যে সি.ইন.এড. এর শিক্ষাক্রম প্রণয়ন, প্রাথমিক শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ, প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত গবেষণা, কর্মশালা ও সেমিনারের আয়োজন করা ইত্যাদি অন্যতম। বর্তমানে এটি একটি স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। একজন মহাপরিচালক এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা।

১.১.৫ ঃ প্রাথমিক শিক্ষা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (পিটিআই)

এক বছর মেয়াদী সার্টিফিকেট-ইন-এডুকেশন (সি-ইন-এড) কার্যক্রমের মাধ্যমে বাংলাদেশে প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষকদের মৌলিক প্রশিক্ষন প্রদান করা হয়। প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট এর মাধ্যমে এ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। বর্তমানে বাংলাদেশে ৫৩টি সরকারি পি.টি.আই. এবং ১টি বেসরকারি পি.টি.আই রয়েছে। ইতোপূর্বে প্রতিষ্ঠানগুলোতে চাকুরীকালীন প্রশিক্ষনের পাশাপাশি চাকুরিপূর্ব প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা ও করা হতো। কয়েক বছর আগে প্রশিক্ষণ শুধু চাকুরীরত শিক্ষকদের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বিপুল সংখ্যক শিক্ষক প্রশিক্ষণ বিহীন থাকাতে পিটিআইগুলোতে বর্তমানে দুই শিফট চালু করা হয়েছে।

প্রতিটি পিটিআই-এ একজন সুপারিনন্টেডেন্ট, একজন সহকারী সুপারিন্টেনডেন্ট ও ১২জন প্রশিক্ষকের পদ রয়েছে। সুপার হচ্ছেন পিটিআই এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা। ১২টি প্রশিক্ষকের পদের মধ্যে ৪টি বিষয় সংশ্লিষ্ট পদ। এ চারটি বিষয় হচ্ছে- বিজ্ঞান, কৃষি, শরীর চর্চা এবং চারু ও কারুকলা। এ চারটি পদে নিয়োগ লাভের জন্য বিএড সহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ডিগ্রি থাকতে হবে। অবশিষ্ট

৮টি পদ সাধারণ প্রশিক্ষক পদ হিসেবে পরিচিত। বি.এড সহ যে কোন বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারীগণ এ আটটি পদে প্রশিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পেতে পারেন। পিটিআই-এ কর্মরত সুপারিনন্টেডেন্ট, সহকারী সুপারিন্টেনডেন্ট ও প্রশিক্ষকগণের সমন্বয়ে একাডেমিক কাউন্সিল গঠিত। একাডেমিক কাউন্সিল একাডেমিক কর্মকান্ড পরিচালনায় সরকারি নির্দেশমত যাবতীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে থাকে। প্রতিটি সরকারি পিটিআই-এ প্রতি শিক্ষাবর্ষে প্রতি শিফটে ২০০ প্রশিক্ষণার্থী ভর্তি করা হয়। প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণ ভাতা (স্টাইপেন্ড) প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণার্থী পুরুষ ও মহিলাদের জন্য পিটিআই ক্যাম্পাসে ভিন্ন হোস্টেল আছে। প্রতিটি পিটিআই-এর সাথে ১টি করে পরীক্ষণ প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। প্রশিক্ষণার্থীদের শিক্ষন অনুশীলনের পরীক্ষাগার হিসেবে এ বিদ্যালয়টি ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

সমস্যাবলী

১. প্রশিক্ষণে আগত শিক্ষকবৃন্দের মান সমান না হওয়ায় প্রশিক্ষণের সমস্যা হয়। যেমন, বেসরকারী রেজিষ্টার্ড স্কুলের কিছু শিক্ষক আছেন যারা এসএসসি পাশ তাদের শিক্ষার মান খুবই নিচু। তাদের সাথে আবার এম.এ পাশ সরকারি প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষক আসছেন একই প্রশিক্ষণে। এতে ব্যাপক সমস্যা দেখা দেয়। এ ছাড়াও বয়সের ব্যবধান অনেক সময় প্রশিক্ষণ পরিবেশের সমস্যা সৃষ্টি করে।

২. চাকুরির শুরুতেই অধিকাংশ শিক্ষক প্রশিক্ষণে আসেন যাদের চাকুরি বিধি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা নেই। প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে এসে তারা অনেকেই সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র/ছাত্রীর মত আচরণ করেন, যা অনেক সময় প্রশিক্ষণ পরিবেশ বিঘ্নিত করে।

৩. পিটিআই তে শিক্ষকবৃন্দের চাকুরি বিধির উপর ওরিয়েন্টেশনের ব্যবস্থা নেই, যা থাকা দরকার।

৪. পিটিআই সংযুক্ত স্কুলের শিক্ষকবৃন্দের বেতন কাঠামো অন্য স্কুল সমূহের চেয়ে ভিন্ন। তাদের বেতন স্কেল, দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মকর্তাদের সমমান। যা অন্য শিক্ষকদের হতাশ করে।

৫. চারুকলায় আগে ৫০ নম্বর ছিল। এখন ১৫ নম্বর করা হয়েছে। এতে চারুকলার প্রতি প্রশিক্ষণার্থীর অবহেলা বেড়েছে। অথচ উপকরণ তৈরীর ক্ষেত্রে চারুকলায় দক্ষতা থাকা খুবই প্রয়োজন।

৬. প্রশিক্ষণে পরিসংখ্যান বিষয়ে কিছু অংক আছে। যা প্রাথমিক শিক্ষকবৃন্দের কোনো কাজে আসে না। অন্য দিকে এই বিষয়টিতে প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকবৃন্দ দুর্বল। তাই তারা নকলের আশ্রয় নেন। ফলে নকল প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৭. পাঁচ বছর পর পর মডিউল পরিবর্তন হয়। মডিউল তৈরীতে ইন্সট্রাক্টরদের অংশীদারিত্ব খুব কম।

৮. খেলার মাঠ নেই। বিনোদন সুবিধা নেই বললেই চলে।

৯. এক সাথে দুই শিফট চলছে অথচ জনবল আছে এক শিফটের।

১০. শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একই কাজ করার ফলে একঘেয়েমিপনা, পুনঃ প্রশিক্ষনের সুযোগ না থাকা, আধুনিক কমিউনিকেশন না থাকা ইত্যাদি ইন্সট্রাক্টরদের সুষ্ঠু বিকাশের পথে বাধা সৃষ্টি করছে।

১.১.৬ ঃ সার্টিফিকেট ইন-এডুকেশন (সিইনএড) শিক্ষাক্রম

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের এক বছর মেয়াদী সি-ইন-এড প্রশিক্ষণের জন্য সুনির্দিষ্ট শিক্ষাক্রম রয়েছে। এ শিক্ষাক্রমের কাঠামো নিম্নরূপ-

সারণী ১.২ NAPE পরিচালিত সিইনএড কোর্সের শিক্ষাক্রমের কাঠামো

মড্যুল	বিষয়	তাত্ত্বিক	ব্যবহারিক	মোট
১। মড্যুল-১ প্রাথমিক শিক্ষার নীতি ও ধারণা	১। প্রাথমিক শিক্ষা পরিচিতি	৫০	-	৫০
	২। প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব এবং বিভিন্ন দেশের প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা	৫০	-	৫০
	৩। বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষাঃ নীতি, কৌশল ও সংগঠন	৫০	-	৫০
	৪। শিশু মনোবিজ্ঞান	৪০	১০	৫০
	৫। শিখন শেখানো পদ্ধতি	৫০	-	৫০
	৬। শিখন ও ব্যক্তিত্ব বিকাশের মূল্যায়ন	৫০	-	৫০
	মোট	২৯০	১০	৩০০
	১। বাংলা	৮০	২০	১০০
	২। ইংরেজি	৮০	২০	১০০
	৩। গণিত	৮০	২০	১০০

২। মড্যুল-২ প্রাথমিক পর্যায়ে শিখন-শেখানো কৌশল	৪। পরিবেশ পরিচিতি সমাজ ক) সমাজ বিজ্ঞান খ) জনসংখ্যা শিক্ষা	৮০	২০	১০০
	৫। পরিবেশ পরিচিতি বিজ্ঞান ক) সাধারণ বিজ্ঞান খ) কৃষি বিজ্ঞান গ) স্বাস্থ্য-পুষ্টি	৮০	২০	১০০
	৬। ধর্ম (ইসলাম/হিন্দু/খ্রিষ্ট/বৌদ্ধ)	৫০	-	৫০
	৭। শারীরিক শিক্ষা	২০	-	২০
	৮। চারু ও কারুকলা	-	১৫	১৫
	৯। সঙ্গীত	-	১৫	১৫
	মোট	৪৭০	১৩০	৬০০
৩। মড্যুল-৩ অনুশীলন	১। অনুশীলনী পাঠদান ক) পাঠ দান ১০০ খ) পাঠ পরিকল্পনা ২৫ গ) উপকরণ ২৫ ঘ) যোগাযোগ দক্ষতা ২৫ ঙ) বহিঃ মূল্যায়ন (মৌখিক) ২৫		২০০	২০০
	মোট		২০০	২০০
৪। মড্যুল-৪ সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলী	১। আনুষঙ্গিক কার্যাবলী ও আচরণ রীতি ক) সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কার্যাবলীঃ ক-১ বক্তৃতা/আবৃত্তি/বিতর্ক/গল্প বলা/ গান/কমিক/ছন্দময় অঙ্গ সঞ্চালন ইত্যাদি। ১৫ ক-২ সামাজিক ও জন কল্যাণমূলক কাজ ১০ খ) সাহিত্য বিষয়ক কার্যাবলীঃ ১০		১০০	১০০

	গল্প/প্রবন্ধ/ছড়া/কবিতা/নাটিকারচনা/ প্রবাদ/ধাঁধাঁ/লোক কাহিনী সংগ্রহ গ) লাইব্রেরী ব্যবহার ঃ ২০ সি-ইন-এড রেফারেন্স বই পড়া/শিক্ষক নির্দেশিকা/সংস্করণ পর্যালোচনা ঘ) শরীর চর্চা ঃ ২৫ ঙ) আচরণ রীতি ২০			
	মোট		১০০	১০০
	সর্বমোট		৪৪০	৪১২০০

১.১.৭ ঃ বাউবি'র সি.এড প্রোগ্রাম

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম প্রবর্তনে স্কুল অব এডুকেশন অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রমের সূচনা হয় এই স্কুলে বি.এড প্রোগ্রাম প্রবর্তনের মাধ্যমে। অতঃপর জুলাই, ১৯৯৮ সাল থেকে সি.এড প্রোগ্রাম এবং ১৯৯৯ সালে এম.এড প্রোগ্রাম প্রবর্তিত হয়। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষার মান উন্নয়নের উদ্দেশ্যে এ প্রোগ্রামটি প্রবর্তিত হয়েছে। এতে করে কর্মরত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকাদের নিজেদের কর্মক্ষেত্রে অবস্থান করেই এ প্রোগ্রামে অংশ নিতে পারবেন। অন্যদিকে যারা শিক্ষক নন তাদেরও এতে অংশগ্রহণের সুযোগ থাকবে।

১.১.৮ ঃ দূরশিক্ষণের প্রবর্তিত সি.এড প্রোগ্রামের বৈশিষ্ট্য

- যে কোন বয়সের শিক্ষার্থীর জন্য শিক্ষার সুযোগ থাকবে।
- শিক্ষার্থী নিজেই শেখার কাজে দায়িত্ব গ্রহণ করবেন।
- নিয়মিত পেশাগত দায়িত্ব পালন করে অবসর সময়ে শিক্ষা লাভের সুযোগ পাবেন।
- শিক্ষার্থী কখন, কোথায় পড়বেন তাও নিজস্ব সুবিধামত ঠিক করে নেবেন।
- শিক্ষার্থী নিজেই নিজের অগ্রগতি মূল্যায়ন করতে পারবেন।

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব এডুকেশন পরিচালিত সি.এড প্রোগ্রাম 'দূরশিখন' পদ্ধতি নির্ভর। এ প্রোগ্রামের মুদ্রিত পাঠ্য পুস্তক সমূহ প্রণয়নে 'স্বশিখন' পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে। প্রতিটি

বিষয়ের জন্য পৃথক পাঠ্য পুস্তক রচিত হয়েছে। এই পাঠ্যপুস্তকের প্রতিটি ইউনিটে রয়েছে শিরোনাম, ভূমিকা, পাঠবিভাজন ও চূড়ান্ত মূল্যায়ন। পাঠ্য পুস্তকসমূহে সহজ ও সাবলীল ভাষায় বিষয়বস্তুর বর্ণনার পাশাপাশি এমনভাবে উপস্থাপন ও কাজের নির্দেশনা রয়েছে যা কিনা শিক্ষকের ভূমিকা পালন করে।

১.১.৯ ঃ সি এড এবং সি.ইন.এড কোর্সের মূল পার্থক্য

সি.ইন.এড এবং সি.এড এর মধ্যে সার্টিফিকেটগত ক্ষেত্রে কোন পার্থক্য নেই কারণ দুটোই সমান ভাবে মূল্যায়িত। এই দুই ধরণের প্রশিক্ষণের মূল পার্থক্য হলো সি.ইন.এড এর পুরোটাই প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে আর সি.এড এর প্রশিক্ষণ হয় ODL – Open and Distance Learning পদ্ধতিতে। দুটোই মড্যুল নির্ভর হলেও সি.এড এর মড্যুল ইন্সট্রাকশন বেজ, সি.এড এর বই শিক্ষকের কাজ করে থাকে, শ্রেণীকক্ষের পাঠদানের সাথে সাথে অডিও এবং ভিডিও নির্ভর পাঠদানের ব্যবস্থা আছে। নিয়মিত প্রাতিষ্ঠানিক কোন পাঠদানের অংশগ্রহণ করতে হয় না বলে অনেকটাই শিথিল। অপর পক্ষে সি.ইন.এড প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণের সকল নিয়ম অনুযায়ী পরিচালিত হয়।

১.১.১০ ঃ নেপ (NAPE) পরিচালিত সি.ইন.এড ও বাউবি পরিচালিত সি.এড. প্রোগ্রামের সমতুল্যতার বিতর্কঃ

নেপ পরিচালিত পিটিআই গুলোতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকদের কর্মকালীন প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে। এক্ষেত্রে শিক্ষকগণ ডেপুটেশনে এক বছর পিটিআই সেন্টারগুলোতে অবস্থান করে পূর্ণকালীন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে থাকে। কিন্তু বাউবি পরিচালিত সি.এড প্রোগ্রামে শিক্ষকরা বিদ্যালয়ের কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে থাকে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা যারা ডেপুটেশনে ট্রেনিং নিতে ইচ্ছুক নয় তারা বাউবি এর আওতায় ট্রেনিং গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু থানা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তাগণ অনেক সময়ই শিক্ষকদের বাউবি পরিচালিত সি.এড প্রোগ্রামে ভর্তির অনুমতি প্রদান করতে চান না। এর মান সম্পর্কে তারা যথেষ্ট সন্দিহান। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশ সরকারের চিঠি, স্মারক নং বাউবি/প্রশা(সাধা)/প্রোগ্রাম-৭৩(৬)২০০০/৪৪ (১)/২০-০২-২০০১ মূলে নেপ পরিচালিত সি.ইন.এড এবং বাউবি পরিচালিত সি.এড প্রোগ্রাম সমভাবে মূল্যায়িত। উক্ত প্রজ্ঞাপনে সি.ইন.এড এবং সি.এড সমমানের ডিগ্রী। সুতরাং বলা যায় নেপ পরিচালিত সি.ইন.এড এবং বাউবি পরিচালিত সি.এড প্রোগ্রামের মধ্যে কোন মানগত পার্থক্য নেই।

১.২ গবেষণার যৌক্তিকতা

মানুষের আত্মজিজ্ঞাসার সুনির্দিষ্ট রূপই গবেষণা। পরীক্ষা-নিরীক্ষা, পর্যবেক্ষণ, পর্যালোচনা, বিশ্লেষণ, সংশ্লেষণ ও তথ্য অনুসন্ধানের মাধ্যমে কোন নতুন সত্য, সূত্র, সিদ্ধান্ত আবিষ্কার করে সমাজকে ভাল মূল্যবোধ দানের জন্যই গবেষণা পরিচালিত হয়। শিক্ষা গবেষণা শিক্ষার ক্ষেত্রে বিরাজিত সমস্যা সমূহের তথ্যানুসন্ধান ও পর্যালোচনা করে থাকে। এর জন্য শিক্ষা গবেষকরা শিক্ষার কোন ধারণাকে কেন্দ্র করেই অগ্রসর হন। আমেরিকার সমাজ-দার্শনিক জন ডিউই দর্শন, মনস্তত্ব, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, অর্থনীতি ও সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোন থেকে শিক্ষার একটি সমন্বিত ধারণার বিকাশ ঘটান। তাঁর ধারণা মতে- Education is not a preparation of life, rather it is living- শিক্ষা শুধু জীবন প্রস্তুতের উপায় নয়, তা জীবন যাপন প্রণালীও বটে, এ জন্য তিনি শিক্ষাকে জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া হিসেবে দেখেছেন এবং অভিজ্ঞতাকে শিক্ষালাভের স্বাভাবিক কৌশল হিসেবে গণ্য করেছেন। তবে তিনি এও বলেছেন যে, All human experience is ultimately social..। বাস্তব শিক্ষা ও শিক্ষা অর্জনের কৌশল যে সমাজভিত্তিক একটি প্রক্রিয়া সেটাই তাঁর উক্ত মন্তব্যে সুস্পষ্ট। তিনি শিক্ষা ব্যবস্থাকে সমাজ কাঠামোর গুরুত্বপূর্ণ উপাদান বলে বিবেচনা করেছেন।

প্রতিটি শিক্ষা ব্যবস্থায় বিভিন্ন ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। এসব সমস্যা সমাধানের জন্য প্রয়োজন গবেষণার। কিন্তু আমাদের দেশে গবেষণার কেন্দ্র খুব বিস্তৃত নয়। বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবি আনিসুজ্জামান অনেকটা আক্ষেপ করেই হয়ত বলেছেন- উচ্চ পর্যায়ের শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষত বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন জ্ঞানের সৃষ্টি হবে, এটাই প্রত্যাশিত। তার খুব সামান্যই আমরা মেটাতে পেরেছি। বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণার সুযোগ ও উপকরণ সীমাবদ্ধ, পদোন্নতির প্রয়োজন ছাড়া গবেষণায় প্রকৃতি অনেকেরই নেই। নতুন জ্ঞান সৃষ্টি হবে কি করে? এই উক্তি থেকে স্পষ্টতই বুঝা যায় যে, নতুন নতুন জ্ঞান সৃষ্টি এবং জ্ঞানভান্ডারকে সমৃদ্ধশালী করার জন্য গবেষণার কোন বিকল্প নেই।

আমাদের দেশে সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থার পাশাপাশি বাউবি ১৯৯৮ সালের জুলাই মাস থেকে দূরশিক্ষণের মাধ্যমে সি.এড. প্রোগ্রাম চালু করে। পি.টি.আই-তে যেতে অপারগ বা অনিচ্ছুক শিক্ষার্থীগণ এই প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করে থাকেন। বাউবি'র শিক্ষার্থীদের দূর শিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষা দেয়া হয়। শিক্ষার্থীগণ মূলত মুদ্রিত শিখন সামগ্রীর (টেক্সট বই, স্টাডি গাইড, অ্যাসাইনমেন্ট ইত্যাদি) মাধ্যমে নিজে পড়ে শিক্ষা লাভ করে থাকেন। টিউটোরিয়াল সেন্টারে রয়েছে ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা। শিক্ষার্থীদের জাতীয় গণমাধ্যম প্রচারিত বেতার ও টেলিভিশন প্রোগ্রাম, চিঠিপত্র, অডিও, ভিডিও

ক্যাসেট এবং অন্যান্য যোগাযোগের মাধ্যমে সহায়তা দেয়া হয়। মানব সম্পদ ও অর্থনেতিক উন্নয়নে শিক্ষা ক্ষেত্রে এই নতুন কৌশলের অবতারণা জাতির জন্য এক কল্যাণকর পদক্ষেপ, বিশ্বের উন্নত রাষ্ট্রগুলি অনেক আগেই এ ধরনের যুগোপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ইংল্যান্ডে শ্রমিক সরকারের আমলে ১৯৭১ সালে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম শুরু হয়। এতে তাদের দিগন্ত প্রসারের সাথে সাথে বাস্তব ক্ষেত্রে চাকুরী ও পেশার উন্নতি ঘটে। ইংল্যান্ডে দুরশিক্ষণ বেশ জনপ্রিয়। ইংল্যান্ডে Open University কে "University of second chance" বলা হয়।

শিক্ষা ধরায় দূরশিক্ষণের মত প্রগতিশীল শিক্ষা ধারা প্রশংসনীয় হলেও আমাদের দেশের আর্থ সামাজিক প্রেক্ষাপটে তা কতটা কার্যকর তা জানা অত্যন্ত জরুরী। দুরশিক্ষণ শিক্ষাক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে পারছে কিনা, শিক্ষার্থীরা সঠিকভাবে শিক্ষা লাভ করতে পারছে কিনা, যেসব উদ্দেশ্যকে ঘিরে এ প্রোগ্রাম পরিচালিত হচ্ছে সেসব উদ্দেশ্য অর্জিত হচ্ছে কিনা, পাঠ্যসূচী ও মূল্যায়ন পদ্ধতির ক্ষেত্রে বাউবি এবং নেপ সাদৃশ্যপূর্ণ কিনা, প্রাপ্ত ডিগ্রী সমতুল্য কিনা, বাউবি'র শিক্ষার্থীদের প্রাপ্ত সুবিধার সঙ্গে পি.টি.আইতে প্রাপ্ত সুবিধা সার্বিকভাবে সমতুল্য কিনা তা জানা প্রয়োজন। প্রচলিত সমস্তরের শিক্ষার সঙ্গে বাউবি'র প্রোগ্রামের মান সার্বিকভাবে সমতুল্য বা সমমানের না হলে শিক্ষা দানের নামে এই ডিগ্রী অর্থহীন হয়ে পড়বে।

দূরশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষাদানের জন্য প্রয়োজন ব্যাপক আয়োজন। বিশ্বের উন্নত রাষ্ট্রগুলি নতুন নতুন প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে দুরশিক্ষণকে ফলপ্রসু করে তুলেছে। আমাদের দেশের মত উন্নয়নশীল দেশের ব্যবহৃত পদ্ধতি ও কৌশল কতটুকু কার্যকর তা যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে ও গবেষণা কর্মটি হাতে নেয়া হয়েছে।

১.৩ সমস্যার শিরোনাম বর্ণনা

বাউবি পরিচালিত সি.এড কারিকুলাম এবং নেপ (NAPE) পরিচালিত সি.ইন.এড কারিকুলামের তুলনামূলক পর্যালোচনা।

১.৪ গবেষণার উদ্দেশ্য

- বাউবি পরিচালিত সি.এড প্রোগ্রামের পাঠ্যসূচী ও মূল্যায়ন পদ্ধতির সাথে নেপ পরিচালিত সি.ইন.এড কোর্সের পাঠ্যসূচী ও মূল্যায়ন পদ্ধতির তুলনা করা।

- বাউবি পরিচালিত সি.এড প্রোগ্রামের আওতায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এবং নেপ পরিচালিত সি.ইন.এড কোর্সের আওতায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের পাঠদানের তুলনা করে সমতুল্যতা যাচাই করা।
- বাউবি পরিচালিত সি.এড প্রোগ্রামের এবং নেপ পরিচালিত সি.ইন.এড কোর্সের শিক্ষার্থীদের প্রাপ্ত (ভৌত ও একাডেমিক) সুযোগ-সুবিধার তুলনা করা।
- বাংলাদেশের বর্তমান আর্থ সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে দূরশিক্ষণের মাধ্যমে সি.এড প্রোগ্রাম পরিচালনার উপযোগিতা সম্পর্কে জনমত যাচাই করা।

১.৫ অনুমিত সিদ্ধান্ত

বর্তমান গবেষণার ডকুমেন্ট সার্ভে এবং মতামত জরিপ অংশের বর্ণনামূলক গবেষণার ক্ষেত্রে কোন অনুমিত সিদ্ধান্ত নাই। তবে গবেষণার তৃতীয় অংশে বাউবি ও নেপ পরিচালিত সি.এড এবং সি.ইন.এড কোর্সের শিক্ষকদের পাঠদানের তুলনা করা হয়েছে। এ অংশে আংশিক পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়েছে বলে একটি অনুমিত সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। অনুমিত সিদ্ধান্তটি হল:

১। বাউবি'র সি.এড এবং নেপের সি.ইন.এড কোর্সের শিক্ষকদের মধ্যে পাঠদানের ক্ষেত্রে মানগত পার্থক্য নেই।

১.৬ বর্তমান গবেষণায় ব্যবহৃত পদসমূহের সংজ্ঞা

বাউবিঃ

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়। বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ কর্তৃক প্রণীত আইন অনুযায়ী ১৯৯৯ সালের ২০ অক্টোবর বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। তার কেন্দ্রীয় কার্যালয় গাজীপুর জেলার বোর্ড বাজারে অবস্থিত। দূরশিক্ষণ পদ্ধতিতে এই প্রতিষ্ঠান মাধ্যমিক থেকে উচ্চ শিক্ষা পর্যন্ত শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করে।

সি.এডঃ

সার্টিফিকেট ইন এডুকেশন। বাউবি পরিচালিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্য পরিচালিত প্রশিক্ষণ কোর্স।

NAPE: National Academy for Primary Education.

সি.ইন.এডঃ

সার্টিফিকেট ইন এডুকেশন। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের আদর্শ ও দক্ষ শিক্ষক হিসেবে গড়ে তুলতে প্রাইমারী ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের এক বছর মেয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্স।

কারিকুলাম :

নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট পাঠ্য বিষয়বস্তু শিক্ষাদানের জন্য প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনার সমন্বিত রূপ।

পর্যালোচনা :

কোন বিষয়ে জ্ঞান অহরণের জন্য সু-সংগঠিত আলোচনা।

১.৭ বর্তমান গবেষণার সীমাবদ্ধতা

গবেষণা হচ্ছে কোন বিষয়ের গভীরে প্রবেশ করে সেই বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য ও সত্য অনুসন্ধান করা। বর্তমান গবেষণা ক্ষেত্রে গবেষক নিরপেক্ষতা বজায় রেখে আন্তরিকতার সাথে কাজ করার প্রয়াস পান। কিন্তু তারপরও কিছু কিছু ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা পরিলক্ষিত হয়। বাউবি পরিচালিত সি.এড প্রোগ্রামের ফলপ্রসূতা নিরূপণ-শীর্ষক গবেষণা প্রকল্পটি অত্যন্ত ব্যাপক এবং দেশের আর্থ সামাজিক প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সৃজনশীল মন ও অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দীর্ঘ সময়ব্যাপী এই গবেষণা করা প্রয়োজন। কিন্তু স্বল্প সময়, আর্থিক অসামার্থ্য ও যোগাযোগের সঠিক ব্যবস্থার অভাবজনিত কারণে এই গবেষণা কর্মটি সংক্ষিপ্ত ও সীমাবদ্ধ করা হয়েছে।

সমগ্র বাংলাদেশের মাত্র ৫০ জন প্রশিক্ষক, ৫০ জন প্রশিক্ষণার্থীকে নমুনা করা হয়েছে। এছাড়া মাত্র কয়েকটি পি.টি.আই এবং বাউবি কেন্দ্র থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে যা অপ্রতুল।

দ্বিতীয় অধ্যায়

সংশ্লিষ্ট সাহিত্য ও গবেষণা পর্যালোচনা

২.১ ভূমিকা

ক্রমাগত বিবর্তনশীল সমাজকাঠামোর সাথে শিক্ষার সামঞ্জস্য বিধানে শিক্ষার গবেষণা অপরিহার্য। আর সময়োপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থা নির্ধারণে পরিচালিত গবেষণার ক্ষেত্রে গবেষককে ব্যুৎপত্তিশীল ব্যক্তি হতে হয় এবং তাকে গবেষণার বিষয়ে পূর্বাপর যথেষ্ট জ্ঞান রাখতে হয়।

কোন সমস্যা সমাধানের উপায় নির্ধারণের জন্য সমস্যা সম্পর্কে সঠিক ধারণা থাকা প্রয়োজন। জানা থেকে অজানার দূরূহ পথে পাড়ি দিতে পরিচিত পথের সাহায্য প্রয়োজন। তাই গবেষণার মত কঠিন ও জটিল অনুসন্ধানের সম্ভাব্য সমাধানের সূত্র পেতে হলে সাহিত্যের পর্যালোচনা প্রয়োজন যা তাকে তথ্য সমৃদ্ধ এবং সঠিক পথের দিক নির্দেশনা প্রদান করে থাকে।

অনুসন্ধানমূলক এ কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য একান্তভাবে মৌলিক চিন্তাধারা ও নিরপেক্ষ মন মানসিকতা নিয়ে কার্যক্রম শুরু করতে হয়। গবেষণার বিষয় নির্ধারণ করতে হলে প্রথমে জানতে হয় নির্বাচিত সমস্যাটির উপর ইতোপূর্বে কোন গবেষক কাজ করেছেন কিনা। কোন গবেষণার কার্য সম্পাদনের পূর্বে সংশ্লিষ্ট গবেষণার সাথে সম্পর্কিত কোন গবেষণা পত্র পর্যালোচনার মাধ্যমে গবেষণার অনুসৃত কৌশলগত দিক, পদ্ধতি, প্রক্রিয়া সম্পর্কে অবহিত হওয়ার সুযোগ ঘটে। গবেষকের তথ্য ও উপাত্ত সম্পর্কে অবহিত হওয়ার সুযোগ ঘটে। গবেষকের তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ, নমুনা নির্বাচন এবং গবেষণার বিষয়ের উপাদান বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে এই পর্যালোচনা। পূর্ববর্তী বিভিন্ন গবেষণার অনুসৃত পদ্ধতি ও কলাকৌশল থেকে বর্তমান গবেষণার সমস্যা সমাধানের জন্য ধারণাও লাভ করা যায়। তাছাড়া গবেষণার বিষয়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত প্রবন্ধ, পত্র পত্রিকা, সাময়িকী ইত্যাদি পর্যালোচনা করেও বর্তমান গবেষণার পটভূমি, উদ্দেশ্য, অনুমিত সিদ্ধান্ত, উপকরণ, গবেষণার পদ্ধতি, ফলাফল এবং সুপারিশ প্রভৃতি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করা যায়। বর্তমান সন্দর্ভে এতদ সংক্রান্ত পাঠ সামগ্রীকে যথাক্রমে দুই ভাগ করে পর্যালোচনা করা হয়েছে। যথা-

১। সংশ্লিষ্ট সাহিত্য পর্যালোচনা।

২। সংশ্লিষ্ট গবেষণা পর্যালোচনা।

২.২ সংশ্লিষ্ট সাহিত্য পর্যালোচনা

সমস্যার বিষয় সম্পর্কে যথেষ্ট ধারণা লাভের জন্য প্রয়োজন সংশ্লিষ্ট সাহিত্য পর্যালোচনা এবং এর আলোকে গবেষণা তথ্যবহুল এবং সঠিক পথে গবেষণা পরিচালনার দিক নির্দেশনা পাওয়া যায়।

বাউবি পরিচালিত সি.এড প্রোগ্রামের ফলপ্রসূতা নিরূপণ- শীর্ষক গবেষণা প্রকল্প সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের নিমিত্তে গবেষক বিভিন্ন পত্র পত্রিকা এবং দেশী ও বিদেশী লেখকের বই পর্যালোচনা করেন। উল্লেখ্য বাউবি দুরশিক্ষণের মাধ্যমে সি.এড প্রোগ্রাম পরিচালনা করে। তাই দূরশিক্ষণ, দূরশিক্ষণের কৌশল, দূরশিক্ষণের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, দূরশিক্ষণের রূপদানকারী প্রতিষ্ঠান হিসাবে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, বিশ্বের দূরশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান সমূহের শীর্ষে অবস্থিত বৃটেনের উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় ও তার শিক্ষাদান প্রক্রিয়া ইত্যাদি সম্পর্কে পর্যালোচনা প্রাসঙ্গিক। তাছাড়া বাংলাদেশের বর্তমান শিক্ষক প্রশিক্ষকের প্রেক্ষাপটে পূর্ব হতে বর্তমান সময় পর্যন্ত বিভিন্ন শিক্ষা কমিশন রিপোর্টে শিক্ষক প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত উদ্দেশ্য, সুপারিশ, কার্যকারিতাও গবেষণার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত এবং প্রাসঙ্গিক। গবেষক বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ও বই পুস্তক অধ্যয়ন করে যে সমস্ত তথ্য পেয়েছেন তার কিছু অংশ উপস্থাপন করা হলো।

প্রশিক্ষণ

পেশাগত দায়িত্ব সুষ্ঠু ও সঠিকভাবে পালনের জন্য যে ব্যবস্থা, বাস্তব প্রস্তুতি ও লক্ষ্য অর্জনের জন্য বিশেষভাবে যে কর্ম তৎপরতা তাই প্রশিক্ষণ। অর্থাৎ বিশেষভাবে পেশাগত জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনের উদ্দেশ্যে বাস্তবধর্মী কাজে প্রস্তুতিমূলক অনুশীলনকে প্রশিক্ষণ বলে। প্রশিক্ষণ বলতে অংশগ্রহণকারী কর্মকেন্দ্রিক জ্ঞান, দক্ষতা ও আচরণ উন্নয়নের উদ্দেশ্যে প্রণীত সুগঠিত কার্যক্রমকে বুঝায়। প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যকে এক কথায় ইংরেজী ASK দিয়ে প্রকাশ করা যায়। এর বিশ্লেষণ A দিয়ে Atitude অর্থাৎ আচরণ, S দিয়ে Skill অর্থাৎ দক্ষতা এবং K দিয়ে Knowledge অর্থাৎ জ্ঞান বুঝানো হয় (আজিজ, ১৯৯২;২)। প্রশিক্ষণ অবশ্যই কর্মকেন্দ্রিক হবে। অটো ও গ্রেসারের মতে, "প্রশিক্ষণ বলতে এমন কিছু শিক্ষণ কার্যক্রমকে বুঝায় যার মাধ্যমে কোন সংস্থার সদস্যগণ সংস্থার প্রত্যাশিত লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান, দক্ষতা, পারদর্শিতা এবং আচরণ আহরণ ও প্রয়োগ কৌশল রপ্ত করতে সক্ষম"। বীচের মতে, "প্রশিক্ষণ হল একটি সংগঠিত পদ্ধতি যার মাধ্যমে বিশেষ উদ্দেশ্যে কোন ব্যক্তি জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনে নিয়োজিত হয়। (আজিজ, ১৯৯২:৩-৪)।

অন্যভাবে বলা যায়, হাতে কলমে কাজের মাধ্যমে দক্ষতা অর্জনের প্রক্রিয়াই হল প্রশিক্ষণ। সকল পেশাতেই প্রশিক্ষণ জরুরি কিন্তু শিক্ষার মান উন্নয়নের মাধ্যমে ভবিষ্যৎ সুনাগরিক তৈরির জন্য শিক্ষক প্রশিক্ষণ অতি জরুরী। উপযুক্ত প্রশিক্ষণ গ্রহণের মাধ্যমে শ্রেণী কক্ষে সফল পাঠদান সম্ভব। প্রশিক্ষণের মাধ্যমেই শিক্ষকের পূর্ণাঙ্গ পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি সম্ভব। একটা প্রবাদ আছে- I hear I forget, I see I remember, and I do I Understand" এখানে "do" হল প্রশিক্ষণ।

সুতরাং ব্যক্তির পেশাগত জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন এবং দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণের পরিবর্তনে প্রশিক্ষণের কোন বিকল্প নেই। (শামসুজ্জামান, ২০০২:৩৯)।

সাধারণ অর্থে শিক্ষক প্রশিক্ষণ বলতে বোঝায় পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে শিক্ষকদের যে শিক্ষাদান করা হয়। শিক্ষকদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির জন্য উপযুক্ত পরিসরে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদের মেধা, প্রবণতা, যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি করে সঠিক দায়িত্ব পালনের উপযোগী করে তোলা হয় যে প্রক্রিয়ায় তাকেই শিক্ষক প্রশিক্ষণ (Teacher Training) বলা হয়। বিদ্যালয়ের মান সম্মত পাঠদান নিশ্চিতকরণ এবং শিক্ষা ব্যবস্থায় গুণগত উৎকর্ষ সাধন শিক্ষকের পেশাগত প্রশিক্ষণের উপর নির্ভরশীল। শিক্ষকদের মান উন্নয়নের জন্য যদি যথোপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ না করা হয় তবে শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য গৃহীত সকল প্রচেষ্টা এবং এ ব্যাপারে নিয়োজিত সকল সম্পদ যেমন; শিক্ষাক্রম, পাঠ্যসূচী, পাঠ্যপুস্তক এবং শিক্ষা উপকরণ সবই অর্থহীন হয়ে দাড়ায়। কারণ প্রচুর নির্মাণ সামগ্রী থাকা সত্ত্বেও দক্ষ কারিগরের অভাবে যেমন সুন্দর ও মজবুত অট্টালিকা প্রস্তুত করা সম্ভব হয় না, তেমনি যোগ্য শিক্ষক ছাড়া শিক্ষার্থীদের সুশিক্ষা লাভ ও সর্বাঙ্গীন বিকাশ আদৌ সম্ভব নয়। তাই প্রখ্যাত দার্শনিক, শিক্ষাবিদ, গণিতজ্ঞ- আলফ্রেড নর্থ হোয়াইট হেড তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধ " The Aims of Education"-এ বলেছেন, "The nation that does not value trained intelligence to be doomed" (আনোয়ার, ১৯৯১:৩১)।

প্রশিক্ষণের প্রকৃতি অনুসারে শিক্ষক প্রশিক্ষণকে প্রধানত দুইভাবে ভাগ করা যায়। যথাঃ-

১। চাকুরী প্রাক-কালীন প্রশিক্ষণ (Pre-service Training)।

২। চাকুরী কালীন প্রশিক্ষণ (In-service Training)।

চাকুরী প্রাক-কালীন প্রশিক্ষণ (Pre-service Training)ঃ

শিক্ষকতা পেশায় যোগদানের পূর্বে শিক্ষাদানের কলাকৌশলসমূহ আয়ত্ত্ব করার জন্য যে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা হয় তাই চাকুরী প্রাক-কালীন প্রশিক্ষণ। চাকুরী প্রাক-কালীন প্রশিক্ষণ যেমন শিক্ষকদের জ্ঞান ভান্ডারকে সমৃদ্ধ করে তেমনি পাঠদানের পদ্ধতি-প্রক্রিয়া ও কৌশলসমূহ শিক্ষা দিয়ে শিক্ষকদের কার্যকর পাঠদানে সক্ষম করে তোলে। জাতীয় জীবনে উপযুক্ত শিক্ষক তৈরীর জন্য চাকুরী প্রাক-কালীন প্রশিক্ষণের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পৃথিবীর সব দেশই তাই চাকুরী প্রাক-কালীন প্রশিক্ষণের উপর গুরুত্ব দিয়ে থাকে। জাপানের কথাই ধরা যাক; সেখানে প্রাথমিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত কোন স্তরেই চাকুরীর পূর্ব প্রশিক্ষণ ছাড়া কোন ব্যক্তিকে শিক্ষকতা পেশায় নিয়োগ করা হয়না। অর্থাৎ

শিক্ষকতা পেশায় নিয়োজিত হওয়ার পূর্ব শর্ত হল চাকুরী পূর্বকালীন প্রশিক্ষণ গ্রহণ (মিয়া, ১৯৯১:২২)। আমাদের দেশে সাধারণত পি.টি.আই, টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, আই.ই.আর, এশিয়ান ইউনিভার্সিটি, দারুল ইহসান ইউনিভার্সিটি এবং উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত এক বছর মেয়াদী প্রশিক্ষণ (সি.ইন.এড, বি.এড, এম.এড) হচ্ছে চাকুরী পূর্বকালীন প্রশিক্ষণ।

চাকুরী কালীন প্রশিক্ষণ (In-service Training)ঃ

শিক্ষকদের শিক্ষকতা চলাকালীন সময় শিক্ষাদান কার্যে আরও বুৎপত্তি লাভের জন্য যে প্রশিক্ষণ প্রদানের রেওয়াজ প্রচলিত আছে তাকেই চাকুরীকালীন প্রশিক্ষণ বলা হয়। জনৈক শিক্ষাবিদ বলেন In Service Training includes all training activities, which address the differentiated needs of teachers in school (Including teachers without pre-service training) to improve their knowledge, skills and attitudes for better instruction. (কামরুজ্জামান ২০০১:৩২)।

আব্দুল্লাহ্ আল্-মুতী শরফুদ্দীন কর্মকালীন প্রশিক্ষণের গুরুত্ব সম্পর্কে উল্লেখ করেন, কর্মকালীন প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় প্রধানত দুটি কারণে (আহমদ, ১৯৯৮:১০)। যথাঃ

ক) সময়ের সঙ্গে জ্ঞানের বিকাশ ঘটে, অভিজ্ঞতা ও গবেষণার ভিত্তিতে শিক্ষাদানের পদ্ধতিরও পরিবর্তন হয়, শিক্ষকের চাকুরী পূর্বকালের প্রস্তুতি আর তখন যথেষ্ট বলে বিবেচিত হয় না।
খ) সময়ের পরিবর্তনের ফলে সমাজ ও শিক্ষার্থীদের প্রকৃতি ও চাহিদা বদলে যায়; শিক্ষাক্রমের পরিবর্তন ঘটে। তখন শিক্ষকদের তার সঙ্গে তাল রেখে চলতে হয়।

UNESCO (১৯৮৬) APEID রিপোর্টে উল্লেখ করেছে No Teacher comes out of the teachers training institutions as a full fledged teacher. Hence there will always be need for in service education programs for teachers and other school personnel. শিক্ষাবিদ মার্গারেট রিড বলেন, "কর্মকালীন প্রশিক্ষণ কর্মরত শিক্ষকদের নিত্য পরিবর্তনশীল জগতের সঙ্গে পরিচিত করিয়ে তাদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকে আধুনিকী করার পর্যাপ্ত সুযোগ করে দেয় (চৌধুরী, ১৯৮৩:২৮৭)।

প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত বা প্রশিক্ষণবিহীন কর্মরত উভয় শিক্ষকদের ক্ষেত্রে কর্মকালীন প্রশিক্ষণ প্রয়োজন। আমরা জানি শিক্ষাদান একটি গতিশীল প্রক্রিয়া। গবেষণার মাধ্যমে এ প্রক্রিয়ায় উদ্ভাবিত হচ্ছে নিত্য নতুন কলাকৌশল, উন্মোচিত হচ্ছে নব নব দিগন্ত। এ পরিস্থিতিতে শিক্ষক যদি নিজেকে নতুন ধ্যান-ধারণা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল রাখতে চান তবে আন্তঃচাকুরীকালীন স্বল্প মেয়াদী প্রশিক্ষণে যোগ দেয়ার মত কার্যকর পন্থা আর কিছুই নাই (চৌধুরী, ১৯৮৭:৬৯)।

কাজী শহীদুল ইসলাম (১৯৯৩), শাহ তামান্না সিদ্দিকা (১৯৯৮), কামরুজ্জামান (২০০১) ও (১৯৯৯) তাদের গবেষণায় প্রমান করেন যে, কর্মকালীন প্রশিক্ষণে পাঠদান পদ্ধতি ও কলাকৌশল অর্জনের দক্ষতা তাৎপর্যপূর্ণভাবে বৃদ্ধি পায়, শিক্ষকদের শিক্ষাদানের পদ্ধতিগত ও বিষয়গত জ্ঞানের তাৎপর্যপূর্ণ উন্নয়ন ঘটে, শিক্ষকদের জ্ঞানের পরিধি বাড়ায়, বিভিন্ন পদ্ধতি ও অভীক্ষা প্রস্তুতি সম্পর্কে ধারণা এবং শিক্ষার্থীর সামর্থ্য চাহিদা অনুসারে পাঠদানের দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। এসব প্রয়োজন মেটানোর জন্য শিক্ষাদানের মান উন্নয়নের স্বার্থে সব শিক্ষা ব্যবস্থাতেই নানা ধরনের ধারাবাহিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ আয়োজনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়।

প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণের বৃটিশ যুগের অবস্থা

আধুনিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার মূল সূত্রের অস্তিত্ব ভারতেই বিদ্যমান ছিল। দেশজ শিক্ষাস্তরে ‘সর্দার পড়ো’ পদ্ধতির মধ্যেই ছিল পরবর্তী শিক্ষকদের শিক্ষা। ড. এন্ড্রবেল (Dr. Andrew Bell) মাদ্রাজে কর্মরত অবস্থায় এই পদ্ধতির সন্ধান পান এবং এটিকে ইংল্যান্ডে মনিটরিয়ল সিস্টেম হিসেবে প্রবর্তন করেন (হালদার, ১৯৮৪: ২৩৬)।

ব্রিটিশ শাসনাধীন বাংলাদেশে ক্যালকাটা স্কুল সোসাইটি (১৮১৯) শিক্ষক-শিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করে। ১৮২৬ সালে টমাস মনুরোর পরামর্শে কলকাতায় শিক্ষক শিক্ষণের জন্য কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় (হালদার, ১৯৮৪:২৩৬)। ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে সরকার শিক্ষক প্রশিক্ষণের জন্য কলকাতায় একটি নর্মাল স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। এরপর সরকারি প্রচেষ্টা ক্রমশ তৎপর হতে থাকে। ১৮৫৪ সালে তৎকালীন ভারতবর্ষে উড এর ডেসপ্যাচ নামে খ্যাত সরকারী শিক্ষানীতি গ্রহণের মাধ্যমে শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য শিক্ষক প্রশিক্ষণের বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা হয়। ১৮৫৪ সালের ডেসপ্যাচে উল্লেখ আছে যে, ইংল্যান্ডে যখন দক্ষ স্কুল শিক্ষকের অভাব অনুভূত হয় তখন প্রাথমিক স্তরের বিদ্যালয়ের

জন্য যোগ্য শিক্ষক তৈরির উদ্দেশ্যে প্রশিক্ষণের নিমিত্তে নরমাল ও মডেল স্কুল স্থাপন করা হয় (Nurullah & J.P. Niak ১৯৫১:১৭৩)।

উড প্রত্যক্ষ করেন যে, ভারতীয় উপমহাদেশেও শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সংখ্যক যোগ্য ও দক্ষ প্রাথমিক স্কুল শিক্ষকের অভাব রয়েছে। এখানকার শিক্ষকদের জন্য ইংল্যান্ডের মত ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করা না হলেও তিনি ১৮৫৪ সালের ডেসপ্যাচে শিক্ষক প্রশিক্ষণের উপর গুরুত্ব দেয়ার কথা উল্লেখ করেন। সেখানে প্রশিক্ষণ কালীন ভাতা প্রদান ও প্রশিক্ষণ শেষে স্কুল মাষ্টার হিসেবে নিয়োগের জন্য তিনি সুপারিশ করেন (গুপ্ত, ১৯৮৬:৫৭)।

১৮৫৪ সালে প্রকাশিত উডের দলিল শিক্ষক-শিক্ষণ পর্যায়ে শিক্ষা উদ্যোগকে অনেকখানি ত্বরান্বিত করে। ১৮৫৫ সালে তৎকালীন দক্ষিণ বাংলার বিদ্যালয় পরিদর্শক পন্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ইচ্ছানুযায়ী সংস্কৃত কলেজ সংলগ্ন নর্মাল স্কুল স্থাপিত হয়। ছ'মাস অন্তর ষাট জন করে প্রাথমিক শিক্ষককে প্রশিক্ষণ দেওয়াই ছিল এর উদ্দেশ্য। এই বিদ্যালয়ের প্রধান হিসেবে নিযুক্ত হন শ্রী অক্ষয় কুমার দত্ত মহাশয় (প্রামানিক, ১৯৯৮:৭) ১৮৫৬ সালে স্থাপিত হয় হুগলী নর্মাল স্কুল। ভুদেব মুখোপাধ্যায় ছিলেন এখানকার প্রধান শিক্ষক। এছাড়া ঢাকা নরমাল স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৫৭ সালে। (গুপ্ত, ১৯৮৬:৫৭)।

১৮৫৯ সালে স্ট্যানলীর ডেসপ্যাচে বাংলাদেশের মোট ৪টি নর্মাল স্কুল এবং ২৫৮ জন শিক্ষার্থীর বিবরণ পাওয়া যায়। হান্টার কমিশনের সুপারিশ (১৮৮২) শিক্ষক প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে তৎপরতা বৃদ্ধি করে। এ সুপারিশ ক্রমে ১৮৮২ সালের মধ্যে ১৫টি নরমাল স্কুল শিক্ষক শিক্ষণের উদ্দেশ্যে পরিচালিত ছিল। মূলত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক / শিক্ষিকাদের জন্য এই ট্রেনিং বিদ্যালয়গুলো ব্যবহৃত হত। এই শতাব্দীতে বঙ্গ দেশের এই সব নর্মাল স্কুলগুলোতে প্রাথমিক শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এখানে শিক্ষকরা যেসব বিষয় পড়াতেন সেই বিষয়গুলো ভাল করে শিখে নেওয়ার উপর গুরুত্ব দেয়া হত (আলী, ১৯৮৬:১৮৬)।

শিক্ষক প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে নতুন যুগের সূত্রপাত হল হান্টার কমিশনের (১৮৮২) সুপারিশ থেকে। কমিশনের সুপারিশ ছিল, প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষাদানের ব্যবহারিক বিষয়ে শিক্ষণের প্রস্তাব। এছাড়া কমিশন গ্রাজুয়েট এবং আন্ডার গ্রাজুয়েটদের পৃথক শিক্ষণের জন্য ভিন্ন

ব্যবস্থা অবলম্বনের সুপারিশ করেন। এর ফলে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ বিশ বছর ৬টি ট্রেনিং কলেজ (মাদ্রাজ, লাহোর, রাজমুন্ডি, জব্বলপুর, এলাহাবাদ এবং কার্সিয়াং), ৫০টি ট্রেনিং স্কুল গড়ে ওঠে। এগুলো ছিল মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। প্রাথমিক শিক্ষকদের ট্রেনিং এর জন্য ১৩৩টি এবং শিক্ষিকাদের জন্য ৪৬টি নর্মাল স্কুল স্থাপিত হয়। নর্মাল স্কুলগুলোতে পুরুষ ও মহিলা শিক্ষকদের আসন সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৪, ৪১০ এবং ১, ২৯২টি (আলী, ১৯৮৬, ১৮৬)।

পক্ষান্তরে প্রাথমিক স্তরে শিক্ষকদের জন্য বিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকেই গড়ে ওঠে তিন ধরনের প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান; তাহল গ্রেডেড ট্রেনিং স্কুল, গুরু ট্রেনিং স্কুল এবং মহিলা ট্রেনিং স্কুল। পরবর্তীতে এগুলো জুনিয়র ট্রেনিং কলেজে রূপান্তরিত হয় (প্রাথমিক, ১৯৯৮, ৭-৮)।

১৯০১ সাল থেকে দুই ধরনের গ্রেডেড ট্রেনিং স্কুল প্রচলিত ছিল।

১. ফাস্ট গ্রেড ট্রেনিং স্কুল।

২. সেকেন্ড গ্রেড ট্রেনিং স্কুল।

১৯০১ সালে চালু হয় ফাস্ট গ্রেড ট্রেনিং স্কুল। এই প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ছিল দুই বছর। এক বছর পর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে সেকেন্ড গ্রেড ভার্নাকুলার মাষ্টারশীপ সার্টিফিকেট দেয়া হত। দ্বিতীয় বছর শেষে ফাইনাল পরীক্ষায় পাশ করলে চূড়ান্ত ফাইনাল ভার্নাকুলার মাস্টার সার্টিফিকেট দেয়া হত। ১৯০৯ সালে সরকার একটি কমিটি গঠন করেন। এই কমিটি এই কোর্স পুনর্গঠনের সুপারিশ করেন। সুপারিশক্রমে ১৯১১ সাল থেকে নতুন স্কীম চালু হয়। সেই সময় শিক্ষকতায় স্নাতক কোর্স চালু হয়।

মহিলাদের জন্য প্রশিক্ষণ স্কুল

নারী শিক্ষিকাদের প্রশিক্ষণের জন্য পৃথক বিদ্যালয়ের দাবী উপস্থিত করেছিলেন মেরী কার্পেন্টার নামে একজন ইংরেজ মহিলা। ১৯৬৬ সালে তিনি ভারতে আসেন এবং তখন থেকে নানা পরিকল্পনার সাহায্যে নারী শিক্ষার প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ্য হন। তিনি উপলব্ধি করেন যে, উপযুক্ত নারী শিক্ষিকা প্রস্তুত করতে না পারলে ভারতে নারী শিক্ষার উন্নতি হবে না। মহিলা শিক্ষণের জন্য নর্মাল স্কুল প্রতিষ্ঠা তার চেষ্টাতেই সম্ভব হয়েছিল। বেথুন বালিকা বিদ্যালয়ে নরমাল স্কুল প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব তৎকালীন কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় পরিদর্শক মি. উড্রো কর্তৃক গৃহীত হয়। মিস কার্পেন্টারের প্রস্তাব অনুসারে মিসেস বিট্রস বেথুন বিদ্যালয় ও নরমাল স্কুলের প্রথম সুপারিন্টেডেন্ট পদে নিযুক্ত হন

এবং বেথুন বিদ্যালয়কে পুরোপুরি সরকারি কর্তৃত্বের অধীন নিয়ে আসা হয় (জানুয়ারী ১৯৬৯)। ১৮৭০ সালে পুনা শহরেও একটি মহিলা শিক্ষিকা শিক্ষণ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় (গুপ্ত,ম ১৯৮৬:৭৪)।

১৯০২ সালে সরকারি অনুদান প্রাপ্ত মহিলাদের জন্য ৮টি ট্রেনিং স্কুল স্থাপিত হয়। কিন্তু বিভিন্ন প্রতিকূলতার কারণে এগুলোর পরিচালনা সম্ভব হয়নি। পরবর্তীতে মহিলা শিক্ষিকা বাড়ানোর জন্য বিকল্প পদক্ষেপ নেয়া হয়। তার মধ্যে একটি ছিল যেসব গুরুদের নিজস্ব স্কুল ছিল তাদের স্ত্রীদের পড়ানোর জন্য গুরুদের মাসিক বৃত্তির ব্যবস্থা করা হয়। উদ্দেশ্য ছিল তাদের স্ত্রীদের প্রশিক্ষণ দিয়ে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করবেন। কিন্তু তাও কার্যকর হয়নি। পরবর্তীতে কলকাতা মহিলা ট্রেনিং স্কুল এবং বাকিপুরে বাদশা নওয়াব রেজভি ট্রেনিং কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় (Alicktark, 1916:191)। এসব প্রতিষ্ঠান থেকে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত মহিলা শিক্ষিকাদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নিযুক্ত করার ফলে প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহে শিক্ষণের মান ধীরে ধীরে উন্নতি হতে লাগল।

গুরু ট্রেনিং স্কুল

১৯০১ সালে সিমলা কনফারেন্স সুপারিশক্রমে সমগ্র ভারতবর্ষে গ্রামীণ স্কুল প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা বিস্তৃত করার পদক্ষেপ নেয়া হয়। ফলশ্রুতিতে ১৯০২ সালে সর্বপ্রথম গুরু ট্রেনিং (জিটি) প্রবর্তন করা হয় (Alicktark, 1916:195)। এই স্কুলে দুইজন মেট্রিক ভি.এম. (ভার্নকুলার মাস্টারশীপ) পাশ শিক্ষক কাজ করতেন। তাদের একজন ছিলেন হেড পন্ডিত, অপর জন সহকারী পন্ডিত। প্রতিটি জিটি স্কুলে প্রথমে ১০ ও পরে ৩০ জন করে প্রশিক্ষণার্থী ভর্তি হত।

জিটি স্কুলগুলোতে প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষণার্থীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা কম থাকায় এসব বিদ্যালয়ে প্রশিক্ষণ সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে তাত্ত্বিক আলোচনার গভীরতা কম ছিল। অন্যদিকে এগুলোতে ব্যবহারিক কাজের উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হত। প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে হাতে কলমে বিভিন্ন বিষয় শিক্ষাদানের উপযোগী ছবি, মডেল, ম্যাপ, গ্লোব ইত্যাদি তৈরি করতে হত।

১৯০৪ সালে ভারত সরকারের শিক্ষা প্রস্তাবে শিক্ষক প্রশিক্ষণের উপর অনেক বেশী গুরুত্বারোপ করা হয়। এ প্রস্তাবে শিক্ষাতত্ত্ব ও ব্যবহারিক টিচিং শিক্ষক প্রশিক্ষণের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়বস্তু হিসেবে গণ্য করা, ট্রেনিং কলেজ এবং প্রাকটিস-টিচিং স্কুলের মধ্যে যোগসুত্র স্থাপন করা, প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত যোগ্য ব্যক্তিদের ভারতীয় শিক্ষা সার্ভিসের সদস্য হিসেবে বিবেচনা করা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য বিষয় স্থান পায়

(হালদার, ১৯৮৪:১৩৭)। ১৯১৩ সালে ভারত সরকারের শিক্ষা প্রস্তাবে পুনরায় শিক্ষক প্রশিক্ষণের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়। প্রস্তাবে বলা হয় যে, প্রশিক্ষণ বিহীন কোন শিক্ষকদের স্থায়ীভাবে শিক্ষকতা কর্মে গ্রহণ করা হবে না।

এরপর স্যাডেলার কমিশন বা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন (১৯১৯) শিক্ষক প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ, বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন "শিক্ষা বিভাগ" খোলা এবং এই ব্যাপারে গবেষণার সুযোগ সৃষ্টির সুপারিশ করেন। তারপর হার্টোগ কমিটি (১৯২৯), প্রাথমিক শিক্ষকদের উচ্চতর মানের প্রশিক্ষণ, রিফ্রেশার কোর্স, মাঝে মাঝে শিক্ষকদের সম্মেলন ইত্যাদির ব্যবস্থা করার সুপারিশ করেন। এরপর সার্জেন্ট প্রকল্পে (১৯৪৪) শিক্ষক প্রশিক্ষণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ করা হয় (আলী, ১৯৮৬;১০৯)। এসব সুপারিশকে কার্যকর করার পূর্বেই ভারত থেকে বৃটিশ শাসনের অবসান ঘটে (১৯৪৭)।

পাকিস্তান আমলে প্রাথমিক শিক্ষণ প্রশিক্ষণ

বৃটিশ আমলে আমাদের দেশে শিক্ষক প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা মন্থর গতিতে বিস্তার লাভ করার ফলে এদেশীয় গোটা শিক্ষা ব্যবস্থাই আশানুরূপভাবে সম্প্রসারিত হতে পারেনি। একারণেই স্বাধীনতা অর্জনের পর ভারত ও পাকিস্তান রাষ্ট্র দুটি নিজ নিজ শিক্ষক প্রশিক্ষণ কাঠামো সুষ্ঠুভাবে গঠন ও সম্প্রসারণ করতে প্রচেষ্টা চালান।

১৯৪৪ সালে ৪৫-৫৫টি জিটি স্কুলকে প্রাইমারী ট্রেনিং (পিটি) স্কুলে রূপান্তরের মাধ্যমে এই ভূখন্ডে প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ আধুনিকায়ন শুরু হয়। নতুন প্রাইমারী ট্রেনিং (পিটি) সেন্টার খোলা হয়। পিটি স্কুল ও পিটি সেন্টারের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী জিটি স্কুলের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচীর অনুরূপ ছিল। তবে নতুন প্রতিষ্ঠানগুলোতে ব্যবস্থাপনায় পার্থক্য ছিল। পিটি স্কুলগুলোতে বিটি ডিগ্রীসহ একজন গ্রাজুয়েট প্রধান শিক্ষক ইনচার্জ থাকতেন। ১৯৪৭ সালে বৃটিশ শাসন অবসানের মুহূর্তে বর্তমান বাংলাদেশ অর্থাৎ তৎকালীন পূর্ববঙ্গে পিটি স্কুলও পিটি সেন্টারের সংখ্যা ছিল মোট ৮৬টি (ন্যাপ, ১৯৯৬, পৃঃ ১)।

পূর্ব পাকিস্তানে প্রাথমিক স্তরে শিক্ষক প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা বিস্তার সাধনের উদ্দেশ্যে সরকার ১৯৪৮ সালে ময়মনসিংহ শহরে প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয় স্থাপন করেন। এই মহাবিদ্যালয়ে প্রবর্তিত

ডিপ্লোমা-ইন-এডুকেশন এবং হায়ার ডিপ্লোমা ইন এডুকেশন নামক কোর্স দুটির প্রত্যেকটি এক বছর মেয়াদী ছিল। ডিপ্লোমা কোর্সে যে শিক্ষাক্রম অনুসৃত হত তা নিম্নে দেয়া হল।

ক) শিশু মনোবিজ্ঞান।

খ) শিক্ষানীতি।

গ) মাতৃভাষা।

ঘ) গণিত শাস্ত্র।

ঙ) সমাজ পাঠ।

চ) বিজ্ঞান।

ছ) শরীর চর্চা।

জ) চিত্রকলা ও হস্তশিল্প।

ঝ) ব্যবহারিক শিক্ষাদান।

হায়ার ডিপ্লোমা-ইন-এডুকেশন কোর্সে অনুসৃত শিক্ষাক্রম ছিল নিম্নরূপ

ক) উচ্চতর শিশু মনোবিজ্ঞান।

খ) শিক্ষক শিক্ষণ।

গ) শিক্ষার ইতিহাস/শিক্ষা প্রশাসন।

ঘ) অভীক্ষা ও অভীক্ষা পদ্ধতি।

ঙ) শিক্ষা সংক্রান্ত গবেষণা।

পিটি স্কুল ও পিটি সেন্টারগুলো শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে সমাজের চাহিদা পূরণের উপযোগী বিবেচিত না হওয়ায় পূর্ব বঙ্গ শিক্ষা ব্যবস্থা পূর্ণগঠন কমিটি ১৯৪৯ এর সুপারিশ অনুযায়ী এসব স্কুল উঠিয়ে দিয়ে তদস্থলে প্রাইমারী ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (পিটিআই) স্থাপন করে সার্টিফিকেট ইন এডুকেশন নামে এক বছর মেয়াদী একটি শিক্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স প্রবর্তন করা হয় (আলী, ১৯৮৬;১৩০)। পাকিস্তান আমলে পূর্ব পাকিস্তানে মোট ৪৭টি প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ছিল।

প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটগুলোতে প্রবর্তিত সার্টিফিকেট ইন এডুকেশন কোর্স শিক্ষণ বিদ্যালয় ও ময়মনসিংহ মহিলা প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয় সংলগ্ন একটি বিভাগে পরিচালিত হতো। কমপক্ষে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট অথবা সমমানের পরীক্ষা পাশ শিক্ষার্থীদের এই কোর্সের জন্য ভর্তি করা হত এবং তাদের মেধানুসারে মাসিক ৩০ টাকা ও ৫০ টাকা করে যথাক্রমে স্টাইপেন্ড ও

স্কলারশীপ প্রদানের ব্যবস্থা ছিল। সার্টিফিকেট ইন এডুকেশন কোর্সের (পাকিস্তান আমলে) পাঠ্যক্রম নিম্নে প্রদত্ত হলঃ

ক) শিশু মনোবিজ্ঞান ও শিশু পর্যবেক্ষণ।

খ) শিক্ষানীতি ও ইসলামিয়াত।

গ) নাগরিকতা ও পল্লী উন্নয়ন।

ঘ) ব্যবহারিক শিক্ষাদান।

ঙ) চিত্রশিল্প ও হস্তশিল্প।

এতদ্ব্যতীত বাংলা, ধর্ম উপদেশ, গণিত শাস্ত্র, বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল, শরীর চর্চা ও স্বাস্থ্য বিজ্ঞান প্রভৃতির বিষয়বস্তু ও শিক্ষাদান পদ্ধতি প্রধান পাঠ্যরূপে প্রবর্তিত ছিল। এছাড়া বাংলা, ইতিহাস, অর্থনীতি, পৌরনীতি, চিত্রশিল্প ও হস্তশিল্প, গণিত শাস্ত্র এবং প্রকৃতি বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয় সমূহের যে কোন একটি বিষয় উচ্চতর পাঠ্যরূপে শিক্ষার্থীরা ইচ্ছা করলে গ্রহণ করতে পারতেন। তবে এই উচ্চতর পাঠ্য বিষয়টি কোন সময়ই ফাইনাল পরীক্ষার বিষয়গুলোর অন্তর্ভূক্ত ছিলনা। সার্টিফিকেট ইন এডুকেশন পরীক্ষা প্রাদেশিক সরকারের শিক্ষা ডিরেক্টরের কর্তৃক পরিচালিত হত এবং শিক্ষা ডিরেক্টরেটই কৃতকার্য শিক্ষার্থীদের সার্টিফিকেট প্রদান করত।

১৯৫৭ সালে প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয় নামে রূপান্তরিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ডিপ্লোমা ও হায়ার ডিপ্লোমা কোর্স দুটি যথাক্রমে বি.এড. ও এম.এ ইন এডুকেশন নাম ধারণ করে (আলী, ১৯৮৬;১৩১-১৩২)।

বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ

আমাদের বর্তমান জাতীয় শিক্ষানীতিতে (১৯৮৬) শিক্ষক শিক্ষণকে বিশেষ অগ্রাধিকার দেয়া হয়। প্রস্তাব করা হয় যে, শিক্ষক শিক্ষণ হবে একটি নিরবচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শিক্ষককেই শিক্ষানীতির লক্ষ্য পূরণের গুরু দায়িত্ব নিতে হবে। শিক্ষণের জন্য প্রতিটি জেলায় District institute of Education and training (DIET) প্রতিষ্ঠিত হবে। এখানে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষক নন-ফরমাল এবং বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রে চাকুরিরত অবস্থায় অথবা চাকুরিপূর্ব অবস্থায় শিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা থাকবে। শিক্ষক শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা বিভাগের (Department of Education) কর্মসূচীর মধ্যে সামঞ্জস্যপূর্ণ যোগসূত্র স্থাপনের ব্যবস্থা গৃহীত

হবে। উক্ত সুপারিশ পুরোপুরি বাস্তবায়িত না হলেও প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে সরকার বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

প্রাথমিক শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য বর্তমান সারা দেশে ৫৩টি সরকারি এবং ২টি বেসরকারী (২০০১) প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট রয়েছে (প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ, ২০০১;৪)। দেশের প্রথম বেসরকারী পিটিআই হল বিরিশির বেসরকারি পিটিআই। এটি ১৯৩১ সালে নেত্রকোনা জেলার দূর্গাপুর থানার বিরিশির নামক স্থানে প্রতিষ্ঠিত হয় (আলী, ১৯৮৬)। সৃষ্টির পর থেকে পিটিআই গুলোর প্রধান কার্যক্রম হল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্য এক বছরব্যাপী সিইনএড প্রশিক্ষণ প্রদান। ১৯৭৮ সালে ময়মনসিংহে জাতীয় মৌলিক শিক্ষা একাডেমী (নেপ) স্থাপনের মাধ্যমে পিটিআই ও শিক্ষক প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার মান উন্নয়ন এবং সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের পথ সুগম করা হয়। নেপ সিইনএড কোর্সের কারিকুলাম প্রণয়ন, সিইনএড পরীক্ষা পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ, পিটিআইগুলোর একাডেমিক সুপারভিশন, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক, প্রধান শিক্ষক ও শিক্ষা কর্মকর্তাদের স্বল্পকালীন প্রশিক্ষণের আয়োজন এবং প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন সেমিনার ও ওয়ার্কসপের আয়োজন করে থাকে। জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী এবং জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের অন্তর্ভূক্ত বিষয়াদি নির্ণয়ের দায়িত্ব পালন করে থাকে।

পিটিআই প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে প্রায় ২৫ বছর সেখানে একই পাঠ্যক্রম ও সিলেবাস অনুসরণ করা হয়। ১৯৭৯ সালে প্রথমবারের মত এই পাঠ্যক্রমের পুনঃসংস্করণ করা হয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনে ১৯৮৮ সাল থেকে প্রাথমিক শিক্ষা পরিদপ্তর কর্তৃক চারটি নির্বাচিত পিটিআই এ প্রধান শিক্ষকদের উচ্চ পর্যায়ে প্রশিক্ষণ (Higher C-in-Ed) দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিল (বেগম, ১৯৮৭;৬৫)। ১৯৯৯ সাল থেকে বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব এডুকেশন দূরশিক্ষণে সি এড প্রোগ্রাম পরিচালনা করছে।

শিক্ষাক্রম পরিবর্তনের সঙ্গে সমন্বয় করে পিটিআইসমূহের সিইনএড কোর্স পরিবর্তিত হয়েছে। প্রথমদিকে সিইনএড কোর্সে ভর্তির জন্য ন্যূনতম যোগ্যতা ছিল প্রবেশিকা উত্তীর্ণ। পরবর্তীতে ১৯৮৭-৮৮ শিক্ষাবর্ষ থেকে এই যোগ্যতা এইচ.এস.সি নির্ধারিত হয় এবং উল্লেখ করা হয় যে, এস.এস.সি অথবা এইচ.এস.সি যে কোন একটিতে নূন্যতম দ্বিতীয় বিভাগ থাকতে হবে। তবে মহিলাদের ক্ষেত্রে এই যোগ্যতা শিথিল করা হয় এবং তাদের নূন্যতম যোগ্যতা ধরা হয় দ্বিতীয় শ্রেণীর এস.এস.সি

পাশ। ইনস্টিটিউটগুলোতে এক বছর মেয়াদী সার্টিফিকেট ইন এডুকেশন কোর্সে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষাদানরত অথচ প্রশিক্ষিত নন এমন সব শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের বর্তমান শিক্ষাক্রমে পেশাগত এবং সাধারণ বিষয় অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। সাধারণ বিষয়গুলো প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পঠিত বিষয়াদির সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করে পড়ানো হয়ে থাকে। পেশাগত প্রশিক্ষণের জন্য ব্যবহারিক শিক্ষাদানও অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। আর এর জন্য প্রতিটি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের সঙ্গে একটি করে পরীক্ষণ বিদ্যালয় সংযুক্ত রাখা হয়েছে। এ সমস্ত প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটগুলোর প্রতি বছর শিক্ষার্থী গ্রহণ ক্ষমতা প্রায় ১০,০০০ জন। ১৯৭৭-৭৮ সাল পর্যন্ত প্রশিক্ষণরত ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা প্রতিবছর ৬,১২৩ জন ছিল। এদের মধ্যে ২,৭২১ জন শিক্ষক এবং ৩২৪ জন শিক্ষিকা ছিলেন। বহিরাগত প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে ৪০৪ জন ছিলেন পুরুষ এবং ২,৬৪৭ জন ছিলেন মহিলা। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মহিলা শিক্ষকের গড় অনুপাত বাড়ানোর জন্য বহিরাগত মহিলা প্রশিক্ষণার্থীদের অগ্রাধিকার দেয়া হয় এবং বিনা খরচে হোস্টেলে থাকার ব্যবস্তা করা হয়। (আলী, ১৯৮৬-১৭)।

সারণীঃ ২.১ বাংলাদেশের পিটিআইসমূহের প্রতিষ্ঠাকাল অনুযায়ী সংখ্যা

বছর	সংখ্যা	মোট ক্রমযোজিত সংখ্যা
১৯৩১-১৯৪০	১	১
১৯৪১-১৯৫০	০	১
১৯৫১-১৯৬০	২৬	২৭
১৯৬১-১৯৭০	২০	৪৭
১৯৭১-১৯৯৭	৭	৫৪
১৯৯৮-২০০৩	১	৫৫

দূরশিক্ষণ

জীবনের গতি ও দিক পরিবর্তনের ফলে পরিবর্তিত হচ্ছে সমাজ। আর সমাজ পরিবর্তনের সাথে সাথে শিক্ষা ব্যবস্থারও পরিবর্তন ঘটছে। বর্তমানে সমাজের প্রতিটি স্তর তাদের প্রয়োজন অনুসারে এগিয়ে আসছে। শ্রমজীবিদের দক্ষতা বাড়ানোর জন্য শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ বিশেষ ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করছে; উৎপাদনকারী কোম্পানীগুলো তাদের উৎপন্নজাত দ্রব্যাদি বৃদ্ধি ও উৎপাদন পদ্ধতির উন্নয়নের জন্য বিশেষ ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা চাচ্ছে। বেসরকারী প্রতিষ্ঠাসমূহ সমাজের চাহিদার জন্য স্বাস্থ্য, স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান ও পুষ্টি, দূষন, জ্বালানী, পশু সম্পদ, মৎস সম্পদ এবং পরিবেশের মত বিভিন্ন অঙ্গনে শিক্ষা

বিষয়ক প্যাকেজ দাবী করছে। মানুষ তাদের জীবন ও পরিবেশের জন্য সর্বক্ষেত্রে শিক্ষার প্রভাব কামনা করছে। এসব কিছুর জন্যই প্রয়োজন শিক্ষা পদ্ধতির সহজবোধ্যতা। শিক্ষা ব্যবস্থায় সহজবোধ্যতা মানুষের অপরিহার্য দাবী হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর এমনি সময় দূরশিক্ষণ মানুষের জন্য আশীর্বাদ হয়ে এসছে। দূরশিক্ষণে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার অর্থাৎ মুদ্রণ, রেডিও, টেলিভিশন, টেলিফোন, স্যাটেলাইট, ভিডিও, অডিও, কম্পিউটার প্রভৃতির মাধ্যমে শিক্ষা দেয়া হয় যা শিক্ষাকে সহজবোধ্য করে তুলেছে। এই প্রক্রিয়ার শিক্ষাথীরা ঘরে বসে শিখন-শিক্ষণ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে পারে।

দূরশিক্ষণের সম্পর্কে Dohmen (1967)বলেন,

Distance education (Fernstudium) is a systematically organized form of self-study in which student counseling the presentation of learning material and the securing and supervision of student's successes is carried out by a team of teachers, each of whom has responsibilities. It is made possible at a distance by means of media which can cover long distances. The opposite of distance education is direct education or 'face to face education': a type of education that takes place which direct between lecturers and student.

M. Moore (1973)

Distance teaching may be defined as the family of instructional methods in which the teaching behaviors are executed apart the learning behaviors, including those that in continuous situation would be performed in the learner's presence, so that communication between teacher and the learner must be facilitated by print, electronic, mechanical or other devices.

B. Holmberg (1977)

The term 'distance education' covers the various forms of study at all lavels which are not under the Continuous, immediate supervision of tutors present with their students in lecture rooms or in the same premises but which never the less benefit from the planning, guidance and tuition of a tutorial organization.

0. Peters (1973)

Distance teaching/education (Fernuterricht) is a method of imparting knowledge skills and attitudes which is rationalized by the application of division of labour and organizational principles as well as by the extinsive use of technical media, especially for the purpose of reproducing high quality teaching material which makes it possible to instruct great numbers of students at the same time wherever they live. It is an industrialized form of teaching and learning.

দূরশিক্ষণের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষাদান প্রক্রিয়া

দূরশিক্ষণ পদ্ধতিতে শিক্ষাদানের জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহকে মূলত দুই ভাগে ভাগে করা যায়ঃ

ক। স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান।

খ। মিশ্র পদ্ধতির প্রতিষ্ঠান।

উপরক্ত বিভাগ দুটিকে Keem এবং Rumble আরও কয়েকটি উপ বিভাগে বিভক্ত করেছেন। তাদের বিভাজন ২.১ চিত্রে দেখানো হল।

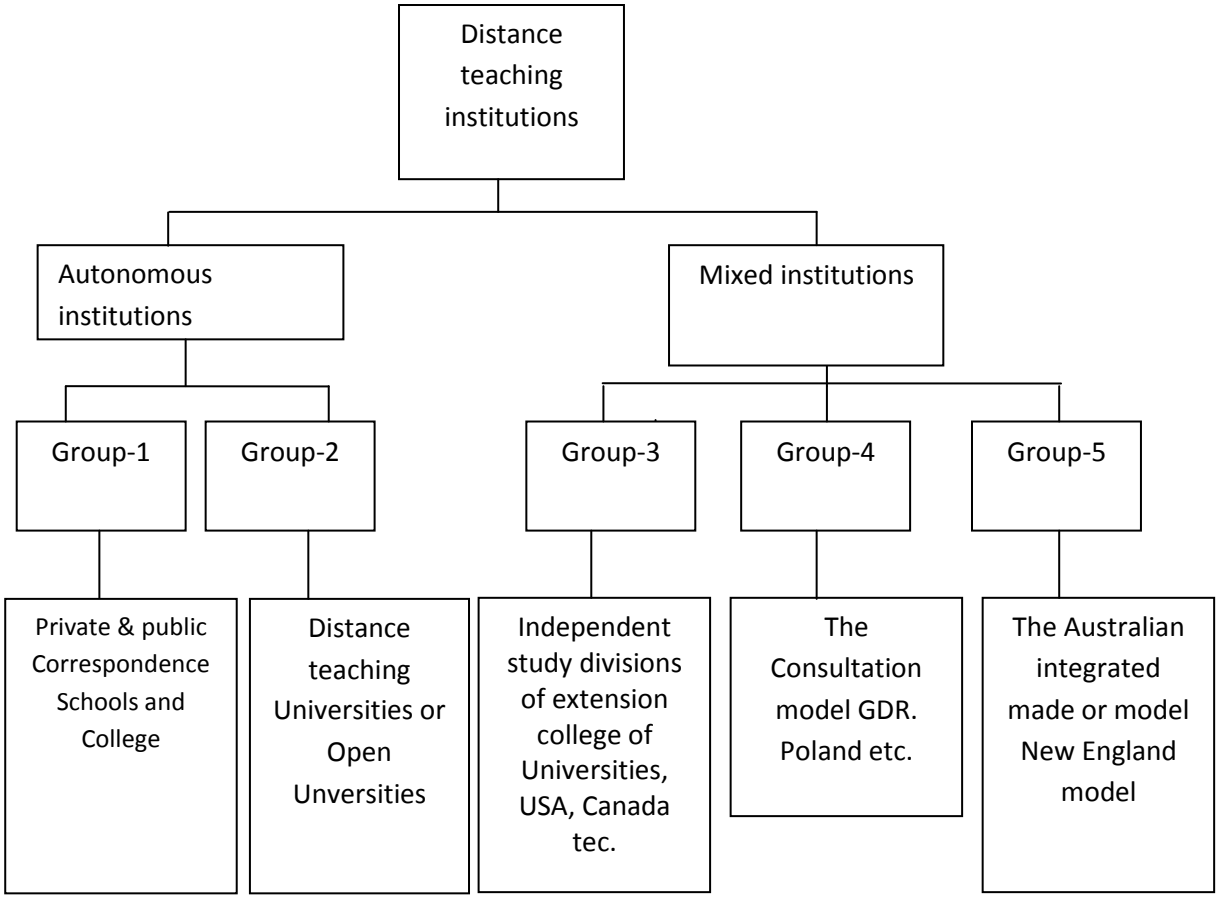

চিত্র : ২.১ দূরশিক্ষণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শ্রেণীবিভাগ

ক. স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান

স্বায়ত্তশাসিত দূরশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহ বিভিন্ন কোর্স পরিচালনা করে। তাবে মৌলিক বয়স্ক শিক্ষা ও ইউনিভারসিটি কোর্সসমূহের উপর এই প্রতিষ্ঠান বেশি গুরুত্ব আরোপ করে। বিভিন্ন স্তরের কোর্সের অধ্যয়নকাল বিবেচনা করে স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে যথা ঃ

গ্রুপ-১ ঃ প্রাইভেট এবং পাবলিক করসপনডেন্স স্কুল ও কলেজ।

গ্রুপ-২ ঃ দূরশিক্ষণ ইউনিভারসিটি বা উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়।

গ্রুপ-১ ঃ প্রাইভেট এবং পাবলিক করসপনডেন্স স্কুল ও কলেজ ঃ

এই স্কুল ও কলেজগুলোতে মূলত ইউনির্ভাসিটির নিম্ন স্তরে বয়স্কদের এবং শিশুদের শিক্ষাদানের জন্য বিভিন্ন কোর্স পরিচালনা করে। এসব করসপনডেন্স স্কুল অথবা কলেজের মডেল চিত্র ২.২ এ উপস্থাপন করা হল।

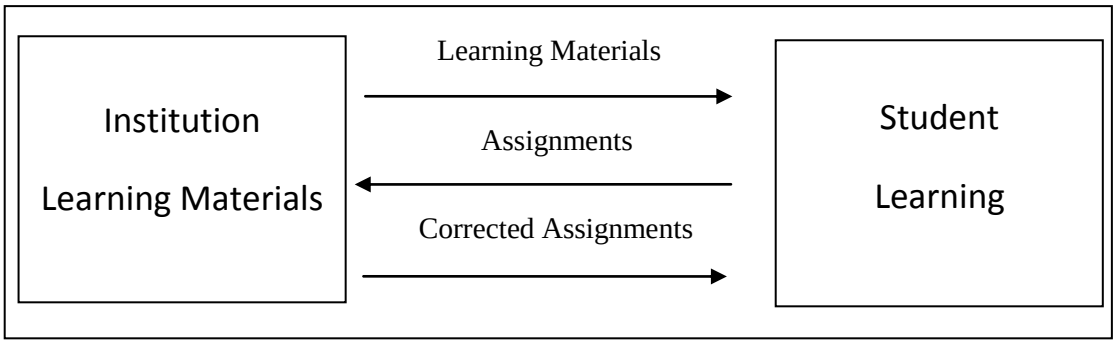

চিত্র : ২.২ ঃ করসপনডেন্স স্কুল/কলেজের মডেল

এসব স্কুল ও কলেজগুলোতে যোগাযোগ উপকরণের উপর বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকে। এসব প্রতিষ্ঠান উপকরণ সংগ্রহ ও উন্নয়ন করে ডাকযোগে শিক্ষার্থীদের নিকট প্রেরণ করে। শিক্ষার্থীরা এসব শিখন সামগ্রী অধ্যয়ন করে অ্যাসাইনমেন্ট তৈরী করে এবং সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ফেরত পাঠায়। শিক্ষার্থীরা মন্তব্য পাঠ করে এবং পরবর্তী অ্যাসাইনমেন্ট তৈরী করে এবং উক্ত প্রতিষ্ঠানে প্রেরণ করে। তবে শিক্ষার্থীরা পত্রপ্রেরিত পাঠের মাধ্যমে সকল আকাঙ্খা চরিতার্থ করতে পারে না। তারা একাকীত্ব দূর করতে চায় অর্থাৎ মুখোমুখি শিখন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে চায়। আর এ চাহিদা পূরণার্থে স্কুল ও কলেজগুলো মাঝে মাঝে সমকক্ষ সহায়ক দলের আয়োজন (Peer Group Support) হবার সুযোগ সৃষ্টি করে।

প্রাইভেট এবং পাবলিক করসপনডেন্স স্কুল ও কলেজগুলো অর্থ, অনুমোদন, ছাত্র সহযোগিতা ইত্যাদি কর্তৃত্বের অধিকারী । এসব স্কুল ও কলেজ সরকারী এবং মালিকানাধীন সহযোগিতায় পরিচালিত হয়। ১০০ বছরেরও বেশী সময় ধরে এসব প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। পশ্চিমা প্রত্যেকটি দেশে এ ধরনের স্কুল ও কলেজ পরিচালিত হচ্ছে। এসব দেশে প্রথিমিক এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলো সরকারী সাহায্যে এবং কারিগরী , বৃত্তিমূলক ও পরবর্তী শিক্ষা (Further Ecudcation) জনগন ও

ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় পরিচালিত হচ্ছে। অস্ট্রেলিয়া, কানাডা এবং নিউজিল্যান্ডে প্রায় সত্তর বছর ধরে সরকারী সাহায্যে এসব স্কুল পরিচালিত হচ্ছে।

প্রাইভেট এবং পাবলিক করসপনডেন্স স্কুলগুলোর মধ্যে "The Alberta Correspondence School" এর নাম উল্লেখযোগ্য। ১৯২৩ সালে এই স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৮৬ সালে এর ছাত্র ভর্তিসংখ্যা ছিল ৩০,৩৩০ জন। কলেজসমূহের মধ্যে কেমব্রিজের "The National Extension College" সিডনির The New South Wales College of External Studies, বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

গ্রুপ-২ ঃ দূরশিক্ষণ বা উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় ঃ

দূরশিক্ষণ বিশ্ববিদ্যালয় প্রথম লক্ষ্য করা যায় দক্ষিণ আফ্রিকায় এবং রাশিয়ায। ১৯৬৫ সালে Otto Peters লিখেন, সারা বিশ্বে কেবলমাত্র দক্ষিণ আফ্রিকা এবং সোভিয়েত রাশিয়া দূরশিক্ষণ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছে। ২০ বছর অবশ্য এ অবস্থার ব্যাপক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। দূরশিক্ষণ চালু হওয়ার একদশক দীর্ঘ অবহেলার পর এটি আলোকবর্তিকা হিসাবে দেখা দেয়। ১৯৮০ সালে মূলত দূরশিক্ষণ চালু হওয়ার উত্থান লক্ষ্য করা যায়। এরপর থেকে বিপুল সম্ভাবনা সৃষ্টি করে। উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উত্থান এবং ব্যবহৃত উপাদানসমূহ ছিল গল্প কথার মত।

সমগ্র বিশ্বের দূরশিক্ষণ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে ইংল্যান্ডের উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় সবার শীর্ষে অবস্থান করছে। ১৯৬৯ সালের এক রয়াল চার্টারের মাধ্যমে মিল্টন কিনসে ইংল্যান্ডের উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। উন্নত এবং উন্নয়নশীল বিশ্বে দূরশিক্ষণ ইউনিভার্সিটিগুলো বিভিন্ন নামে পরিচিত। যেমন- Fernuniversitaten, Open Universities, Universidades De Education a Diastance ইত্যাদি।

দূরশিক্ষণ ইউনির্ভাসিটিগুলো শিক্ষার্থীদের শিক্ষা দানের জন্য কোন স্থান নির্ধারণ করে না অর্থাৎ এসব ইউনির্ভাসিটি শিক্ষার্থীদের পূর্ণকালীন বা পার্ট টাইম শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করে না বরং ঘরে বসে পড়াশুনা করার জন্য শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় সুযোগ সৃষ্টি করে। আশ্চর্যের কথা হল মিল্টন কিনসের

উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে একজন শিক্ষার্থীকেও খুঁজে পাওয়া যাবে না। অন্যান্য ইউনির্ভাসিটি গুলোর কারখানা অনুরুপ ভবনে কিছু সংখ্যাক শিক্ষার্থীদের কাজ থাকে অথবা থাকে না বললেই চলে। এসব ইউনির্ভাসিটির লাইব্রেরীর সাথে স্নাতক ও স্নাত্ক নিম্নস্তরের জন্য গবেষণা কক্ষ, পাঠদান কক্ষ, টিউটোরিয়াল কক্ষ, সেমিনার কক্ষ, ল্যাবরেটরি ইত্যাদি থাকে এবং এখানে শিক্ষার্থীরা কাজ করতে পারে। এসব ইউনির্ভাসিটিতে পূর্ণকালীন শ্রমিক, বিকলাঙ্গ, কারারুদ্ধ ব্যক্তি এবং অসুস্থ ব্যক্তিবর্গও শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পায়। এসব ইউনির্ভাসিটি মূলত ইউনির্ভাসিটি ডিগ্রী প্রদান করে। তাছাড়া ফারদার এডুকেশন কোর্সও পরিচালনা করে।এসব ইউনির্ভাসিটি তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করে। এখানে করসপনডেন্স স্কুল এবং কলেজগুলোর মতই বিভিন্ন মাধ্যমে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হয়। চিত্র ২.৩-এ দূরশিক্ষণ ইউনির্ভাসিটি মডেল উপস্থাপন করা হল ঃ

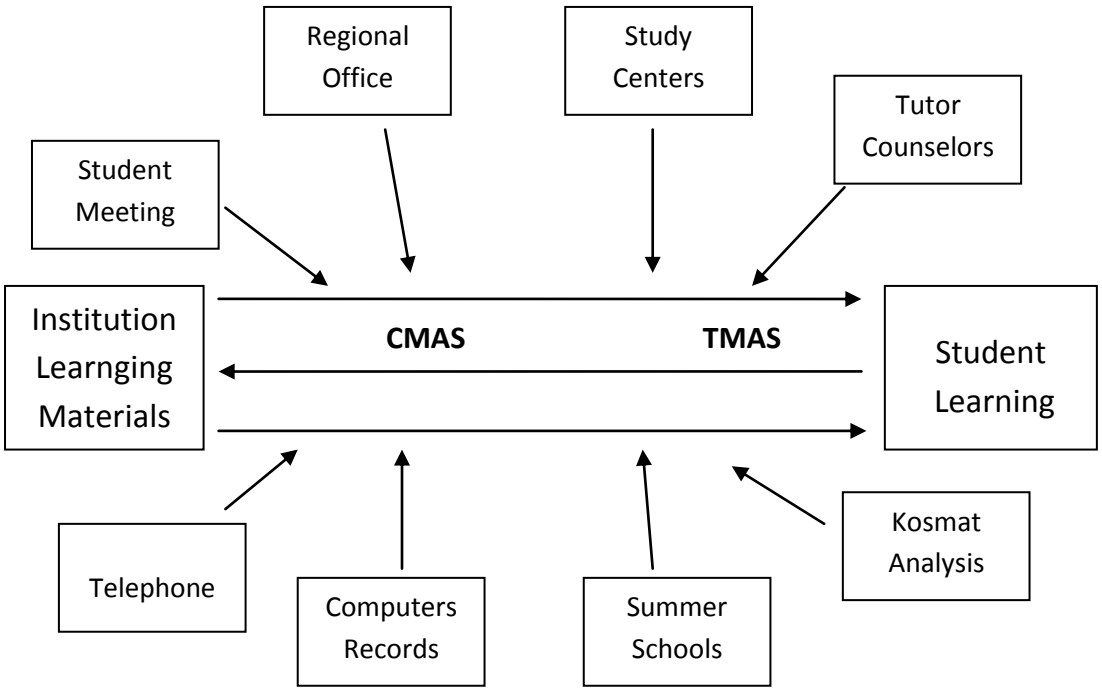

চিত্র ২.৩- এ দূরশিক্ষণ ইউনির্ভাসিটির মডেল

স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের উপরোক্ত দুটি বিভাগ ছাড়াও মাল্টি লেভেল দূরশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান রয়েছে। ফ্রান্সের The Center National d'Enseignement Distance (CNED) in Paris' মাল্টি লেভেল স্বায়ওশাসিত প্রতিষ্ঠানের একটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত। বর্তমানে CNED প্রতিবছর প্রাথমিক স্তরে এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের কোর্স হতে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় সমমানের স্নাতকোত্তর কোর্সে বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থী ভর্তি হয়। প্রাথমিক মাধ্যমিক উভয় স্তরেই প্রায় আড়াই লক্ষ শিক্ষার্থী

প্রতি বছর এই প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হয়। কলাম্বিয়া সরকারও ১৯৭৯ সালে ত্রিমুখী স্বায়ওশাসিত প্রতিষ্ঠান প্রবর্তন করেছে।

কলাম্বিয়ার মাল্টি লেভেল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মডেল ২.৪ চিত্রে দেখানো হল ঃ

Open learngin institute. British, Columbia to 1986

(A multi-level model)

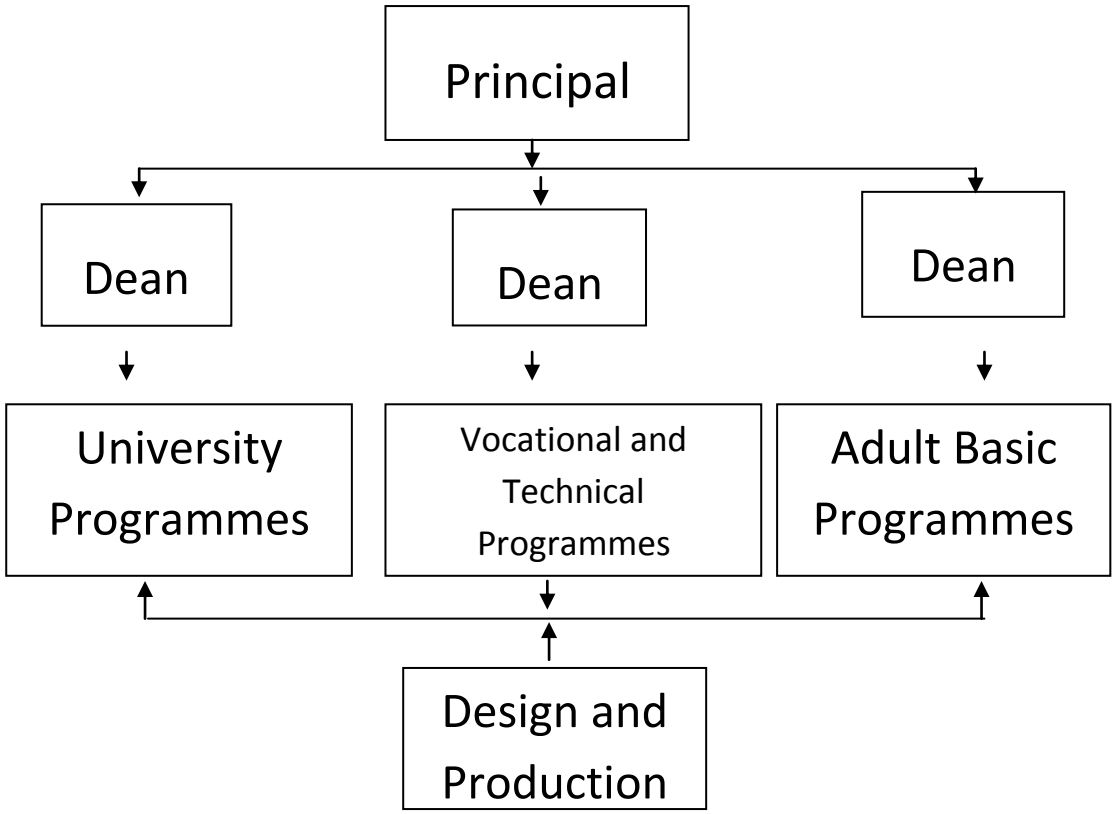

চিত্র ২.৪ ঃ কলাম্বিয়া মাল্টি লেভেল দূরশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের মডেল

কলাম্বিয়ার ত্রিমুখী স্বায়ওশাসিত দূরশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের প্রধান থাকেন একজন প্রিন্সিপ্যাল । তার অধীনে থাকেন তিনজন ডীন। তিনজনের একজন ইউনির্ভাসিটি প্রোগ্রাম, একজন কারিগরী ও বৃত্তিমূলক প্রোগ্রাম এবং একজন মৌলিক বয়স্ক শিক্ষা প্রোগ্রাম পরিচালনা করে। নক্সা তৈরী এবং উৎপাদন বিভাগ সকল শিখন উপাদান সরবরাহ করে। তিন স্তরের শিক্ষার্থীরা একই ধরনের সুযোগ সুবিধা ভোগ করে থাকে।

খ) মিশ্র দূরশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান

মিশ্র পদ্ধতির প্রতিষ্ঠানগুলোকে তিনভাগে ভাগ করা হয়েছে । যথা ঃ

গ্রুপ-৩ ঃ প্রথাগত কলেজ অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীন বিভাগ

গ্রুপ-৪ ঃ কনসালটেশন মডেল

গ্রুপ-৫ সঃ অস্ট্রেলিয়ান সমন্বিত মডেল

তিনটি গ্রুপই শিক্ষামূলক এবং প্রশাসনিক দিক থেকে পৃথকভাবে চিহ্নিত। তিনটি গ্রুপের মধ্যে অনেক সাধারণ বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। তিনটি গ্রুপের প্রতিষ্ঠানেই প্রচুর শিক্ষার্থী দূরশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণ করছে। এই তিনটি গ্রুপ সম্পর্কে পরের অনুচ্ছেদসমূহে আলোচনা করা হলো।

গ্রুপ-৩ প্রথাগত কলেজ অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীন বিভাগ

এসব বিভাগের অনেক উদাহরণ রয়েছে এবং এসব বিভাগ প্রায় একশত বছর ধরে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। এদের মধ্যে আমেরিকার এক্সটেনশন কলেজ সমূহের বিভাগসমূহ এবং কাম্পাডিয়াম বিশ্ববিদ্যালয় স্বতন্ত্র বিভাগসমূহ উল্লেখযোগ্য।

এসব বিভাগসমূহ দশটি গুরুত্বপূর্ণ সরবরাহ পদ্ধতির মাধ্যমে কোর্স পরিচালনা করে। পদ্ধতি বা পন্থাগুলি হল ঃ

১. ডাকযোগে প্রেরিত পাঠ
২. ক্রেডিট প্রদান
৩. বিকল্প যোগাযোগ
৪. সরাসরি ব্যক্তিগত অধ্যয়ন
৫. বিশেষ দলীয় কাজ
৬. টেলিভিশন কোর্স
৭. রেডিও কোর্স
৮. অডিও ক্যাসেট কোর্স
৯. ভিডিও ক্যাসেট কোর্স
১০. বেষ্টনহীন বিশ্ববিদ্যালয় (University Without Walls)

সাধারণ ইউনিভার্সিটি গ্রুপ কোর্স পরিকল্পনা ও উন্নয়ন করে থাকে । তবে কিছু সংখ্যাক সদস্য অন্য ইউনির্ভাসিটি থেকে আসে। ইউনির্ভাসিটি ফ্যাকালটি দ্বারা শিক্ষা দান করা হয়। শিক্ষার্থীরা ডিগ্রীর জন্য অধ্যয়ন করে। অধ্যয়ন শেষে ইউনির্ভাসিটি শিক্ষার্থীদের ডিগ্রী প্রদান করে।

গ্রুপ-৪ ঃ কনসালটেশন মডেল

১৯৭১ সালে পিটার্স মৌলিক কাঠামোর উপর ভিত্তি করে দূরশিক্ষণকে পাশ্চাত্যের মুদ্রণ নির্ভর ডাকযোগ প্রেরিত ফিডব্যাক এবং প্রাচ্যের মুদ্রণ নির্ভর পরামর্শ এই দুই ভাগে বিভক্ত করেন। ষাটের দশকে মূলত এই ব্যবস্থা জনপ্রিয় হয়ে উঠে এবং আজও এটা ব্যবহৃত হচ্ছে। এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের ক্যাম্পাসে এবং দূরে রেখে শিক্ষা দান করা হয়। জার্মান, বুলগেরিয়া, হাঙ্গেরী, যুগোশ্লাভিয়া প্রভৃতি দেশে এই ব্যবস্থার প্রচলন আছে।

কনসালটেশন মডেলটি ২.৫ চিত্রে উপস্থাপন করা হল ঃ

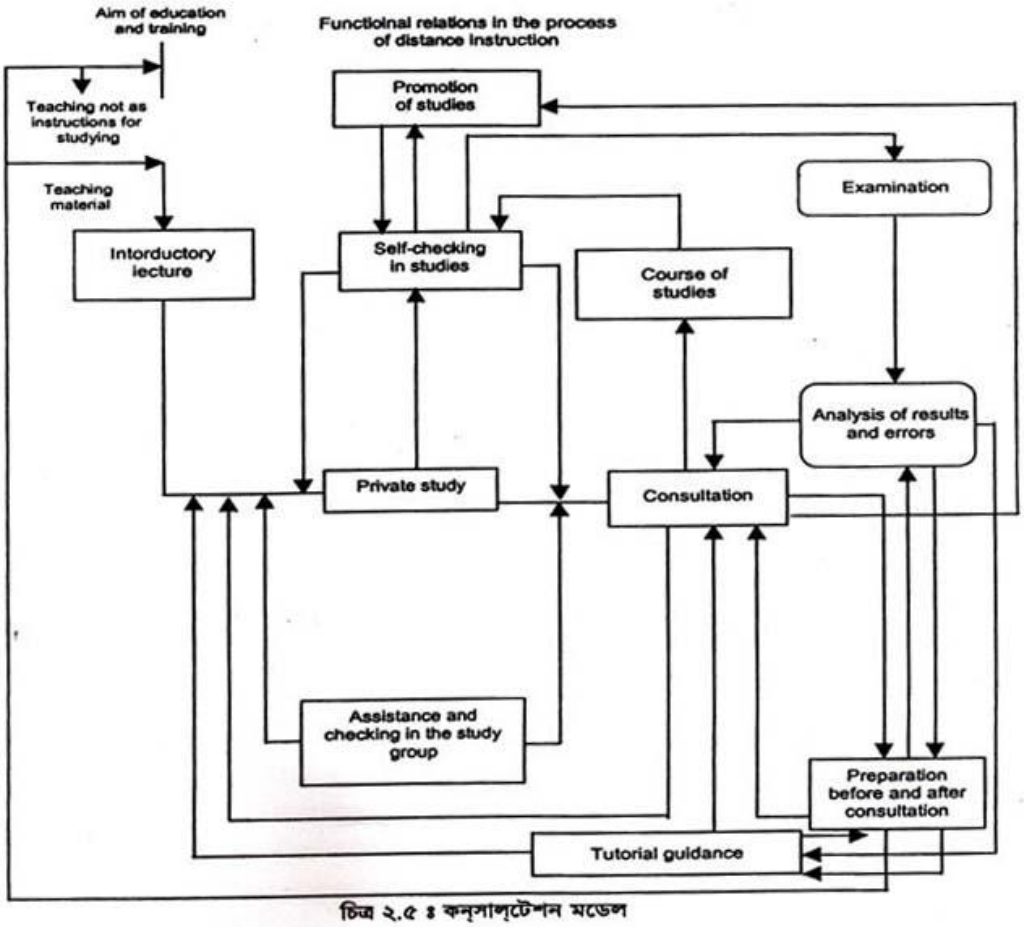

চিত্র ২.৫ ঃ কনসালটেশন মডেল

কনসালটেশন মডেল পশ্চিমা দেশগুলো থেকে পৃথক এবং ডাকযোগে প্রেরিত পাঠ এখানে খুব কম ভূমিকা রাখে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে ছাত্ররা যে প্রতিষ্ঠানে থেকে ডিগ্রী করে অর্থাৎ দূরবর্তী প্রতিষ্ঠান এবং নিকটস্থ কনসালটেশন সেন্টারে ছাত্র ভর্তির কাজ বন্টন করে দেওয়া হয়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে ছাত্র ভর্তি এবং পরামর্শ কেন্দ্র (কনসালটেশন কেন্দ্র) একই বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকে।

বাসস্থান সংক্রান্ত ক্যাম্পাসে সেমিনার শুরু হয়। তারপর শিক্ষার্থীরা সংগৃহীত শিখন সামগ্রী সহযোগে শিক্ষা লাভ করে। এসব বাড়ীর কাজ ১৪ দিন পর পর একদিন পরামর্শের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা হয়। এই ব্যবস্থা সবার জন্য বাধ্যতামূলক। এইভাবে ক্যাম্পাসে ১ দিনের পরামর্শ সভা গঠিত হয় যাতে শিক্ষার্থীরা মুখোমুখি শিক্ষা প্রক্রিয়ার অংশগ্রহণের মাধ্যমে প্রতিটি বিষয়ের নির্দেশনা পায়।

গ্রুপ-৫ ঃ অস্ট্রেলিয়ার সমন্বিত মডেল

অস্ট্রেলিয়ার প্রথাগত কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে দূরশিক্ষণের পৃথক রূপ প্রকাশ পেয়েছে। ইহা নিউ ইংল্যান্ডে মডেল নামে পরিচিত। নিউ ইংল্যান্ড নতুন সাউথ ওয়াল্‌স এর একটি জায়গা। অস্ট্রেলিয়ার অনেক কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যেখানে দূরশিক্ষণের মাধ্যমে অগ্রসর মানের শিক্ষা দেওয়া হয়। অস্ট্রেলিয়ার সমন্বিত মডেলটি ২.৬ চিত্রে উপস্থাপন করা হল ঃ

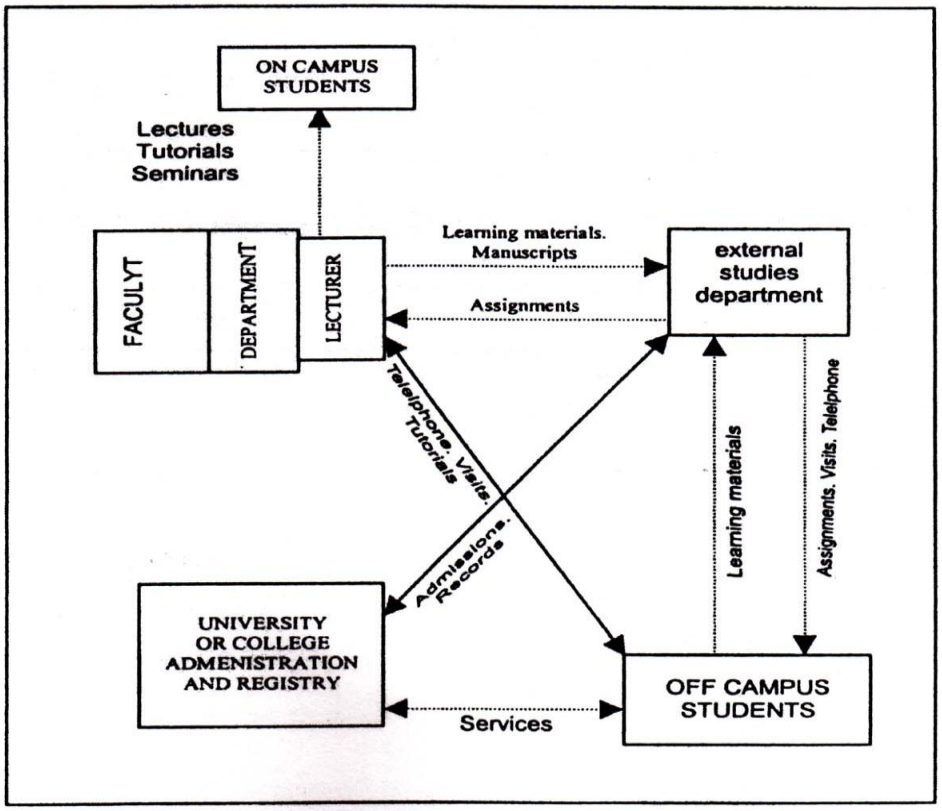

চিত্র ২.৬ ঃ অস্ট্রেলিয়ার সমন্বিত মডেল

অস্ট্রেলিয়ার দূর শিক্ষাণের দীর্ঘ ইতিহাসে রয়েছে। ১৯৫৫ সালে অস্ট্রেলিয়ার আর্মিডলে " The Univestity of New England" প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠার পর থেকে এই বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে এবং বাইরে এ ধরনের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা প্রবর্তন করে। ছাত্রদের শিক্ষাদানের জন্য এই বিশ্ববিদ্যালয় দূরশিক্ষণ ব্যবস্থার প্রবর্তন করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ আভ্যন্তরীণ এবং বহির্বিভাগ শিক্ষার্থী হিসাবে শিক্ষার্থীদের বিভক্ত করে দু'ধরনের শিক্ষা দান করেন। ক্যাম্পাসে যে সমস্ত ক্লাস পরিচালিত হয় সেগুলো অডিও ক্যাসেটে রেকর্ড করা হয় এবং তা পরবর্তী সময়ে বাইরের ছাত্রদের কাছে প্রেরন করা হয়।

এই পদ্ধতিতে বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজের সহকর্মী দল লিখিত কোর্সের শিখন-শিক্ষণ কার্যক্রমের দাযিত্ব পালন করে। তারা স্বশিক্ষণ সামগ্রী এবং মুখোমুখী শিখন-শিক্ষণ প্রক্রিয়ার মধ্যেমে শিক্ষাদান করেন এবং অ্যাসাইনমেন্ট ও আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মূল্যায়ন করেন।

বহির্বিভাগ ছাত্রদের পারস্পরিক ক্রিয়া সংক্রান্ত কার্যাবলীর ব্যবস্থা করে এমনকি শিক্ষার্থীদের জন্য কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দিষ্ট স্থানে স্বল্প সময় ধরে পূর্ণকালীন ছাত্র হিসাবে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করে।

এরকম বাইরের এবং ভিতরের শিক্ষণ সমন্বিত। একই শিক্ষকগণ এক গ্রুপ শিক্ষার্থীদের এরকম ভিন্ন পন্থায় শিক্ষা দেন এবং মূল্যায়ন করেন। শিক্ষার্থীদের উভয় কোর্স গ্রহন করতে হয়। পরীক্ষায় অংশগ্রগহণ করে উত্তীর্ণ হওয়ার পর ডিগ্রী বা ডিপ্লোমা প্রদান করা হয়।

প্রাতিষ্ঠানিক সহকর্মীগণ পূর্ণকালীন ছাত্রদের জন্য আভ্যন্তরীণ শিক্ষণের দায়িত্ব পালন করেন তাছাড়া দূরবর্তী শিক্ষার্থীদের অধ্যয়নের জন্য শিক্ষণ সামগ্রী তৈরী এবং টিউটরিং এর দায়িত্ব পালন করতে হয় । বহির্বিভাগ কোন শিক্ষা দান সংক্রান্ত কার্যাবলী পালন করে না । কিন্তু ইহা কোর্স সামগ্রী, ছাত্র রেকর্ড, পরিসংখ্যান, ছাত্র সহায়িকা ইত্যাদির উৎপাদন ও বন্টনের ক্ষেত্রে তদারকী করে।

বৃটেনের উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

পৃথিবীর উন্নত দেশগুলোর মধ্যে বৃটেন অন্যতম । জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে বৃটেন উন্নতির শীর্ষে অবস্থান করছে। শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রযুক্তির প্রয়োগ এনেছে বৈপ্লবিক পরিবর্তন। প্রযুক্তি

প্রয়োগে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হচ্ছে বৃটেনের দূরশিক্ষণ ব্যবস্থা। দূরশিক্ষণকে বাস্তবে রূপদানের জন্য রয়্যাল চার্টারের মাধ্যমে ১৯৬৯ সালে মিল্টন কিনসে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় । ১৯৭১ সাল থেকে এই বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা দান কার্যক্রম শুরু করে। বর্তমানে বৃটেনের উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্বের সকল উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় শীর্ষে অবস্থান করছে। বৃটেনের উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় কে ইউনিভার্সিটি অব দি এয়ার বলা হয় ।

এই বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য হল ঃ

১। জীবন ভর শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত করা।

২। উৎপাদনমূলক কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গকে নবতর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত জ্ঞান দানের মাধ্যমে ব্যক্তিক ও

পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি করা।

৩। অর্জিত জ্ঞান পুনরায় যাচাই করা।

৪। আর্থিক অস্বচ্ছলতাসহ বিবিধ কারণে ঝরে পড়া শিক্ষাথীদের পুনরায় শিক্ষা গ্রহণের সৃষ্টি করা।

বৃটনের উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাদান পদ্ধতি

বৃটেনের উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় প্রচলিত সাধারণ শিক্ষাদান পদ্ধতি নীতি অনুসরণ করে। এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীকে নির্দিষ্ট সময়ে শিক্ষা গ্রহণ করতে হয় না। বরং স্বেচ্ছায় প্রণোদিত হয়ে দূরশিক্ষনের মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণে সচেষ্ট হয়। বৃটেনে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় ডাকযোগে প্রেরিত পাঠ, রেডিও, টেলিভিশন, পাঠ কেন্দ্র, স্থানীয় টিউটর, বাড়ীর প্রাকটিক্যাল সরঞ্জাম, সামার স্কুলসহ আরও অনেক পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষাদান করে থাকে। পরের অনুচ্ছেদগুলোতে পদ্ধতিগুলোর সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা দেওয়া হল।

ডাকযোগে প্রেরিত পাঠ

প্রত্যেক সপ্তাহের পঠিতব্য বিষয় সমূহের টেক্সট, এ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় নির্দেশাবলী ও পাঠ্য তালিকা ডাকযোগে পৌঁছে দেয়া হয় । পরবর্তী পর্যায়ের আগে তাকে এই টেক্সট মোটামুটি ভাবে পড়ে ফেলতে হয়। বিজ্ঞানের শিক্ষার্থীদের নানা প্রাকটিক্যাল কাজের নির্দেশও এতে থাকে। এছাড়া বাড়ীর কাজ দেয়া হয় যা শিক্ষার্থীকে সম্পাদন করে ডাকযোগে পাঠিয়ে দিতে হয়।

টেলিভিশন ও রেডিও

প্রতি সপ্তাহে টেলিভিশন ও কোন কোন ক্ষেত্রে রেডিও নির্দিষ্ট সময় এক এক বিষয়ের উপর আধা ঘন্টা স্থায়ী ক্লাস পরিচালনা করে। প্রায়ই একাধিক ক্লাস পরিচালনা করে এবং এতে প্রয়োজনমত বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা, ডেমোনেস্ট্রেশন ও প্রামাণ্য চলচ্চিত্র, ছবি এবং সময় সময় প্রাসঙ্গিক ব্যক্তিদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার থাক । টেলিভিশন ক্লাস আকর্ষণীয় ও বাস্তবমুখী করার জন্য অনেক ধরনের উপকরণ ও যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হয়। টেলিভিশন ক্লাসের জন্য পুরো শিক্ষাক্রমকে কয়েকটি ইউনিটে ভাগ করা হয়। এক একটা টেলিভিশন বা রেডিও ক্লাসে একটি ইউনিটের উপর পাঠ দেয়া হয়।

পাঠকেন্দ্র

বৃটেনের ছোট-বড় জনপদে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠকেন্দ্র আছে। এখানে যাবতীয় পাঠ্যপুস্তক রাখা থাকে। তাছাড়া সম্প্রতি দেয়া নানা টেলিভিশন ক্লাসের ভিডিও টেপ ও ফিল্ম রাখা থাকে। শিক্ষাথীরা যে কোন সময় পাঠ কেন্দ্রে গিয়ে এসব টেপ চালিয়ে ক্লাসটি পুনরায় দরকার মত বারবার দেখে বিষয়টি আয়ত্ত করতে পারে।

স্থানীয় টিউটর

উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেক আবাসিক অফিসে কয়েকজন ফুল টাইম এবং কয়েকজন পার্ট টাইম শিক্ষক থাকেন। ছাত্ররা তাদের স্ব-স্ব অঞ্চলের টিউটরদের সাথে আলাপ করে প্রয়োজনীয় বিষয়বস্তু বুঝে নিতে পারে।

বাড়ীর প্র্যাকটিক্যাল সরঞ্জাম

বিজ্ঞান ও কারিগরী বিভাগের শিক্ষার্থীদের বছরের শুরুতে একসেট করে সরঞ্জাম দেয়া হয়। বৃটনের উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব শিল্প প্রতিষ্ঠানে এসব প্রয়োজনীয় নানা উপকরণ ও যন্ত্রপাতি তৈরী করা হয়। উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের বাড়ীতে শিক্ষার সরঞ্জাম থাকার শিক্ষার্থীরা হাতে কলমে দক্ষতা অর্জন করতে পারে। সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিয়মিত শিক্ষার্থীদের চেয়ে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরাই বেশী হাতে কলমে কাজ করার সুযোগ পায়।

সামার স্কুল

প্রতি বছর এক সপ্তাহ ব্যাপী কোন এক জায়গায় বৃটেনের উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সামার স্কুল বসে। এ সময় সকল শিক্ষার্থী সবকিছু রেখে সামার স্কুলে উপস্থিত হয়। এসময় মহা উৎসবের মাধ্যমে দিনে ও রাতে চলে নানান ক্লাস ও আলোচনা । সারা বছরের লেখা পড়া ও পরিশ্রম তখন যেন ক্লাইম্যাক্সে উঠে। এ সময় ছাত্রদের সাথে শিক্ষকের, কোর্স পরিচালকের এবং পরিকল্পনাকারীর সাক্ষাৎ হয়, বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা হয়। প্রত্যক্ষ সংযোগের অভাব যেন সবাই এক সপ্তাহের মধ্যে পুষিয়ে নিতে চায়।

উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় কোর্স ও মূল্যায়ন পদ্ধতি

বৃটেনের উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের কোর্স নিতে হয় তিন পর্যায়ে। প্রথমে ফাউন্ডেশন কোর্স । এই কোর্সে বিজ্ঞান, গনিত , সমাজ বিজ্ঞান, কারিগরী, কলা এর যে কোন একটি বেছে নিতে হয়। দ্বিতীয় তৃতীয় পর্যায়ে কোর্স নির্বাচনে কিছুটা স্পেশালাইজেশন লক্ষ্য করা যায়।

দশ ঘন্টা খেঁটে একটি ইউনিট শেষ করা যায়। এ রকম ৩২টি ইউনিটের পরীক্ষায় পাশ করলে একটা ক্রেডিট হয়। সব মিলে ৬টি ক্রেডিট পেয়ে সাধারণ স্নাতক ডিগ্রী ও ৯টি ক্রেডিট পেলে অনার্স স্নাতক ডিগ্রী প্রদান করা হয় । বৃটেনের উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা পদ্ধতি নতুন ও পুরাতন সমন্বয়ে তৈরী । পত্র প্রেরিত পাঠের সাথে থাকে প্রশ্নমালা যার উত্তর ডাকযোগে পাঠিয়ে দিতে হয়। এছাড়া বছর শেষে পরীক্ষা কেন্দ্রে গিয়ে পরীক্ষা দিতে হয়। এই দুইয়ের সমন্বয়ে ক্রেডিট ঠিক করা হয়।

২.৩ সংশ্লিষ্ট সাহিত্য পর্যালোচনার আলোকে গবেষকের মন্তব্য

শতাব্দী প্রাচীন হলেও মূলত দূরশিক্ষণ এর প্রসার ঘটেছে বিগত দশ বছর ধরে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এক বা একাধিক দূরশিক্ষণ পদ্ধতি, প্রকার, সংগঠন বিষয়ে প্রচুর গবেষণা ও পুস্তকাদি থাকলেও আমাদের দেশে অপ্রতুল। তথাপি গবেষক দূরশিক্ষণ সম্পর্কে যেসব তথ্য সংগ্রহ করেছেন তা থেকে দূরশিক্ষণের ধারণা, পদ্ধতি, শ্রেণী, সংগঠন, প্রশাসন, ইতিহাস, কৌশল ইত্যাদি সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা অর্জনে সক্ষম হয়েছেন। এসব ধারণা এবং পর্যালোচনা গবেষককে পদ্ধতিতে দিক চিহ্নিতকরণে সহায়তা করেছে।

শিক্ষক প্রশিক্ষণ বিষরক বিভিন্ন কমিশন রিপোর্টের আলোচনা, পর্যালোচনা, মতামত, সুপারিশ গবেষককে প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য ও কার্যকারিতা সম্পর্কে জ্ঞান দান করে। এতে করে উদ্দেশ্যের সাথে পরিচালিত প্রোগ্রাম কতটা সামঞ্জস্যপূর্ণ তা নির্ধারণে গবেষক যথেষ্ট সহায়তা পেয়েছে।

তাছাড়া নেপ পরিচালিত সি.ইন.এড এবং বাউবি পরিচালিত সি.এড প্রোগ্রামের পাঠ্যসূচী, ছাত্র নির্দেশিকা, পরীক্ষা পদ্ধতি, মূল্যায়ণ সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করা হয় যা গবেষককে গবেষণার পদ্ধতি নির্বাচন, তথ্য সংগ্রাহক উপকরণ তৈরী, নমুনায়ন, তথ্য সংগ্রহ তথা সামগ্রিক গবেষণা কর্মটি পরিচালনায় দিক নির্দেশনা প্রদান করে।

২.৪ সংশ্লিষ্ট গবেষণা পর্যালোচনা

গবেষক গবেষণা কর্মটি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য বিভিন্ন গ্রন্থাগার, একাডেমী ও প্রকাশনীতে অনুসন্ধান করেছেন। বাউবি পরিচালিত সি.এড কারিকুলাম এবং নেপ (NAPE) পরিচালিত সি.ইন.এড কারিকুলামের তুলনামূলক পর্যালোচনা শীর্ষক কোন গবেষণার সন্ধান পাওয়া যায়নি। তবে এর সাথে সম্পর্কেযুক্ত অর্থাৎ বাউবি পরিচালিত অন্যান্য প্রোগ্রাম এবং প্রশিক্ষণ সংক্রোন্ত কিছু গবেষণা পাওয়া যায় যা সংশ্লিষ্ট গবেষণার প্রাসঙ্গিক বলে গবেষক মনে করেন। প্রাপ্ত গবেষণাগুলি ধারাবাহিকভাবে পর্যালোচনা করা হলো।

শিরোনাম ঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকাদের পেশাগত দায়িত্ব পালনে অন্তরায়সমূহ চিহ্নিতকরণ ও তার প্রতিকার। -মো ঃ গাওয়াহীদ হোসেন, এম.এড. ১৯৯৫-৯৬, টি.টি.সি, ঢাকা।

উদ্দেশ্য ঃ

১. প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মহিলা শিক্ষক নিয়োগের উপযোগিতা নির্ধারণ।

২. পুরুষ ও মহিলা শিক্ষিকাদের কর্ম দক্ষতার তুলনামূলক পর্যালোচনা।

৩. প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য বাস্তাবায়নে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের অর্জনীয় বৈশিষ্ট্য পর্যালোচনা।

৪. মহিলা শিক্ষিকাদের কার্য সম্পাদনের পথে প্রতিবন্ধকতা চিহ্নিত করণ।

৫. প্রতিবন্ধকতা সমূহ নিরসরনের উপায় নির্ধারণ।

ফলাফল ঃ

এই গবেষণায় পেশাগত দায়িত্ব পালনে শিক্ষিকারা যে সমস্ত অন্তরায় সমূহের সম্মুখীন হন তা দলিল ভিত্তিক প্রাপ্ত হয়ে লিপিবদ্ধ করা হলো

১. আবাসন সমস্যা।

২. আইনের অপপ্রয়োগ।

৩. ফতোয়াবাজী।

৪. বৈষম্যমূলক আচরণ।

৫. যানবাহন সমস্যা।

৬. প্রশিক্ষণের অভাব।

৭. নিয়োগ ক্ষেত্রে বৈষম্য।

৮. সামাজিক অস্থিরতা।

৯. পেশার প্রতি আন্তরিকতার অভাব।

১০. পারিবারিক জীবনে ন্যায় বিচারের অভাব।

১১. দূরবর্তীস্থানে ঝুঁকিপূর্ণ পরিবেশে কাজ করা।

১২. ধর্মীয় প্রভাব।

১৩. অস্বচ্ছ সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী।

১৪. যোগাযোগ রক্ষায় অক্ষমতা।

১৫. নারী স্বাধীনতা প্রতিকূলতা।

শিরোনাম : "আইডিয়াল প্রজেক্টের অধীনে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বহুমুখী শিখন পদ্ধতিতে পাঠদানের উপযোগিতা নিরূপণ"-

মো ঃ হুমায়ুন কবীর (২০০০) টি.টি.সি. ঢাকা।

উদ্দেশ্য :

- বাংলাদেশে বহুমুখী শিক্ষণ শিখন পদ্ধতির বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে জানা।
- বহুমুখী শিক্ষণ শিখন পদ্ধতিতে পাঠদানের সুবিধা-অসুবিধা সনাক্ত করা।
- বহুমুখী শিক্ষণ শিখন পদ্ধতি সম্পর্কে শিক্ষক/শিক্ষিকাদের মনোভাব যাচাই করা।
- বহুমুখী শিক্ষণ শিখন পদ্ধতিতে পাঠদান সঠিকভাবে বাস্তবায়িত করার জন্য সুপারিশ করা।

ফলাফল

- বিদ্যালয়সমূহে শিক্ষার্থীদের আসন হিসেবে মাদুর ও বেঞ্চ উভয় ব্যবহার করতে দেখা যায়।
- আসন বিন্যাসের ক্ষেত্র ৫০% বিদ্যালয়ে সারি বেঁধে এবং বাকী ৫০% বিদ্যালয়ে ইউ আকৃতিতে বিন্যাস করা হয়েছে।
- বিদ্যালয়গুলোতে চক-বোর্ড হিসেবে কালো বোর্ড ব্যবহৃত হচ্ছে।
- ৭০% বিদ্যালয়ে দেখা যায় চিত্র হিসেবে গল্পের ছবি, বর্ণমালা, সংখ্যা ও পাঠচিত্র ব্যবহার করেছেন।
- ৪০% বিদ্যালয়ে বর্ণ, শব্দ, বাক্য ও সংখ্যা কার্ড শিক্ষোপকরণ হিসেবে ব্যবহার করছেন।
- শিক্ষোপকরণ মডেল হিসাবে পুতুল, ঘড়ি, দিক নির্দেশক যন্ত্র, পাঠ সংশ্লিষ্ট চিত্র ব্যবহার করেন বলে জানা যায়।
- শিক্ষণ শেখানো কৌশল হিসাবে ৭০% বিদ্যালয়ে নাচ, গান, আবৃত্তি, অভিনয়, গল্প বলা, একমুখী আলোচনা, দলীয় কাজ , চিন্তা করা, প্রশ্নোত্তর ও চিত্র দেখার আশ্রয় নিয়েছেন।
- ৮০% বিদ্যালয়ের শিশুদের আচরণ আনন্দপূর্ণ ও সক্রিয় বলে প্রমাণিত হয়েছে।
- ৮০% বিদ্যালয়ের শিশুদের প্রস্তুতি ও উপস্থাপন ক্ষমতা ভাল, আচরণ সক্রিয় ও বন্ধুত্বপূর্ণ বলে প্রতীয়মান হয়।
-

শিরোনাম ঃ বাউবি পরিচালিত এস.এস.সি প্রোগ্রামের উপযোগিতা যাচাই। -মোঃ জহুরুল ইসলাম (১৯৯৮-৯৯) টি.টি.সি, ঢাকা।

উদ্দেশ্য

১. বাউবি পরিচালিত এস.এস.সি প্রোগ্রামে পাঠ্যসূচী ও মূল্যায়ন পদ্ধতির সাথে মাউমাশি বোর্ড পরিচালিত এস.এস.সি কোর্সের পাঠ্যসূচী ও মূল্যায়ন পদ্ধতির তুলনা করা।

২. বাউবি'র এস.এস.সি প্রোগ্রামের শিক্ষার্থী ও মাউমাশি বোর্ডের এস.এস.সি কোর্সের শিক্ষার্থীদের ভৌত ও একাডেমীক সুযোগ-সুবিধার তুলনা করা।

৩. বাউবি'র এস.এস.সি উত্তীর্ণ শিক্ষার্থী ও মাউমাশি বোর্ডের এস.এস.সি উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের কৃতিত্বের তুলনা করে সমতুল্যতা যাচাই করা।

৪. আমাদের দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে দূরশিক্ষণের মাধ্যমে এস.এস.সি প্রোগ্রাম পরিচালনার উপযোগিতা আছে কিনা সে সম্পর্কে মতামত যাচাই করা।

ফলাফল ঃ

এই গবেষণায় গবেষক ফলাফলকে কয়েকটি ধাপে বিশ্লেষণ করেন। শিক্ষাক্রমে দুই ব্যবস্থার মধ্যে তেমন পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না। ভৌত ও একাডেমীক সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রে বাউবি শিক্ষার্থীরা কিছুটা কম সুবিধা ভোগ করে থাকেন। আবার বাউবি ও মাউমাশি বোর্ড থেকে এস.এস.সি. উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের কৃতিত্বের তুলনায় তাদের মধ্যে কোন পার্থক্য পাওয়া যায় না। অত:পর গবেষক বাংলাদেশের অর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে বাউবি এস.এস.সি প্রোগ্রামের উপযোগীতা যাচাই-এ এটি যথেষ্ট উপযোগী হিসাবে ফলাফল পান।

শিরোনাম ঃ প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নে উপজেলা রিসোর্স সেন্টার (URC) এর ভূমিকা নিরূপণ।-শফিকুল ইসলাম এম.এড, ২০০৪-০৫, টি.টি.সি, ঢাকা।

উদ্দেশ্য ঃ

১. প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ চাহিদা কতটুকু পূরণ করছে তা জানা।

২. লক্ষ্য- উদ্দেশ্যের সাথে এর বাস্তবায়িত কার্যক্রমের সমন্বয় আছে কিনা তা জানা।

৩. ইউ. আর.সি র সফলতা-বিফলতা নিরূপণ।

ফলাফল ঃ

এই গবেষণার গবেষক তার গবেষণার ফলাফলকে দুটি ভাগে ভাগ করে প্রকাশ করেন। ইউ.আর.সি হতে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষকদের মতামতের ভিত্তিতে ভবন, লাইব্রেরী, সময়ের স্বল্পতা ইত্যাদির প্রতিকুলতা থাকা সত্ত্বেও এর প্রশিক্ষণ শিক্ষকদের দক্ষতা বাড়ায় বলে মত প্রকাশ করেন। আবার শিক্ষা কর্মকর্তা এবং ইউ.আর.সির ইন্সট্রাক্টরদের মতামতের ভিত্তিতে প্রাপ্ত ফলাফলে দেখা যায় এই প্রশিক্ষণ শিক্ষা সম্পর্কে যুগোপযোগী ধারণা দেয় । এটি শিশুদের পেশাগত মানোন্নয়নের সহায়ক।

শিরোনাম ঃ বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত এস.এস.সি প্রোগ্রামের টিউটোরিয়াল সিস্টেম একটি অনুসন্ধান। - এ.এম.এম. রিজওয়ানুল হক, এম.এড ১৯৯৮-৯৯, শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

উদ্দেশ্য ঃ

১. এস.এস.সি প্রোগ্রামের টিউটোরিয়াল সিস্টেমের বর্তমান অবস্থা জানা।

২. টিউটোরিয়াল সিস্টেমের সবল ও দুর্বল দিকগুলো চিহ্নিত করা।

৩. টিউটোরিয়াল সিস্টেমে পড়তে গিয়ে শিক্ষার্থীরা কি কি সমস্যার সম্মূখীন হচ্ছেন তা নিরূপন।

৪. টিউটোরিয়াল সিস্টেমের শিক্ষকরা কি কি সমস্যার সম্মূখীন হচ্ছেন তা সনাক্ত করা।

৫. টিউটোরিয়াল সিস্টেমের মান উন্নয়নের জন্য কার্যকর সুপারিশমালা প্রণয়ন করা।

ফলাফল ঃ

এই গবেষণায় গবেষক তার গবেষণালব্ধ ফলাফলকে টিউটোরিয়াল ক্লাস, পাঠ্যপুস্তক, শ্রেণী শিক্ষণ পদ্ধতি, শিক্ষায় মাধ্যমের ব্যবহার, টিউটর নির্দেশিকা. মূল্যায়ন পদ্ধতি ইত্যাদি সংক্রান্ত ভাগে ভাগ করে ফলাফল প্রকাশ করেন। এতে শিক্ষায় এসব দিক সম্পর্কে বাউবির টিউটোরিয়াল সংক্রান্ত বেশ সমস্যা চিহ্নিত হয় এবং গবেষক এর উন্নয়নে গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে সুপারিশমালা প্রদান করেছন।

শিরোনাম ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় বি.এড (সম্মান) শিক্ষাক্রমের একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা।- মোহাম্মদ আলতাব হোসেন বিশ্বাস, এম.এড. ১৯৯৭-৯৮, শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

উদ্দেশ্য ঃ

১. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ে প্রচলিত বি.এড (সম্মান) শিক্ষাক্রমের সবল ও দুর্বল দিক চিহ্নিত করা।

২. শিক্ষাক্রম দুটি বর্তমান সময়ের চাহিদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা তা যাচাই করা।

৩. শিক্ষাক্রমদ্বয়ের মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য খুঁজে বের করা।

৪. শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নে শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও প্রতিষ্ঠান কি কি সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন তা জানা।

৫. উভয় শিক্ষাক্রমের গুণগত মানের তুলনা করা।

৬. শিক্ষাক্রম দুটির উদ্দেশ্যের সাথে বিষয়বস্তু কতটা সামঞ্জস্যপূর্ণ তা জানা।

৭. শিক্ষাক্রমটি শিক্ষায় (সম্মান) ডিগ্রীর উপযোগী কিনা তা জানা।

ফলাফল ঃ

এই গবেষণায় গবেষক দুই বিশ্ববিদ্যালয়ের বি.এড (সম্মান) শিক্ষাক্রমের এবং মূল্যায়ন এর সবল এবং দূর্বল দিক চিহ্নিত করণের মাধ্যেমে এর উন্নয়নে সুপারিশ প্রণয়ন করেন।

শিরোনাম ঃ প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নে সাব ক্লাস্টার ট্রেনিং-এর ভূমিকা নিরূপণ।

-মো ঃ জহুরুল ইসলাম, এম. ফিল গবেষক, ২০০০-০১, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

উদ্দেশ্য ঃ

১. সাব-ক্লাস্টার ট্রেনিংয়ের বর্তমান অবস্থা নিরূপণ।

২. সাব-ক্লাস্টার ট্রেনিংয়ের মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতা শিক্ষকগণ বাস্তবে প্রয়োগ করছেন কিনা তা নিরূপণ করা।

৩. সাব-ক্লাস্টার ট্রেনিং বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিরাজমান সমস্যাসমূহ চিহ্নিতকরণ।

৪. সাব-ক্লাস্টার ট্রেনিং কার্যক্রম পরিচালনাকারী শিক্ষা কর্মকর্তাদের পেশাগত দক্ষতা যাচাই।

ফলাফল ঃ

এই গবেষণার ফলাফলে গবেষক সাব-ক্লাস্টার ট্রেনিং এর বর্তমান অবস্থা সম্পর্কিত সুস্পষ্টরূপ তুলে ধরেন। ফলাফলে আরেক ধাপে সাব-ক্লাস্টার ট্রেনিং থেকে শিক্ষকদের অর্জিত জ্ঞান, দক্ষতা ও বাস্ত বে প্রয়োগের ব্যাপারে এর ইতিবাচক প্রভাব, শ্রেণীপাঠ মোটামুটি মানের, উপকরণ ব্যবহারের অপ্রতুলতা, প্রদর্শনীপাঠের সাথে শ্রেণী পাঠের পার্থক্য ইত্যাদি তুলে ধরার পাশাপাশি এর যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তার পক্ষে ফলাফল পান। এর উন্নয়নে তিনি প্রাপ্ত মতামতের ভিত্তিতে সুপারিশ লিপিবদ্ধ করেন।

শিরোনাম ঃ মাধ্যমিক পর্যায়ে বিজ্ঞান শিক্ষকদের কর্মকালিন প্রশিক্ষণে ফলপ্রসূতা যাচাই।

- শাহ তামান্না সিদ্দিকা ১৯৯৮।

উদ্দেশ্য ঃ

প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের সাফল্যের দিক, দুর্বল দিক এবং ত্রুটিসমূহ নির্ণয়; প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের সফলতা নিরূপণ, শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ পূর্ব ও প্রশিক্ষণোত্তর শিক্ষাদান পদ্ধতি ও বিষয়বস্তু সম্পর্কীয় জ্ঞানের পরিধি নিরূপণ এবং প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বিজ্ঞান শিক্ষকদের পেশাগত চাহিদা পূরণের কতটুকু সমর্থ্য তা নিরূপণ।

ফলাফল ঃ

তার গবেষণার ফলাফলে দেখা যোয়, প্রশিক্ষণের স্থানটি উত্তম, শ্রেণী কক্ষের পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার মান উত্তম, প্রশিক্ষণ কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত কার্যাবলি ও বিষয়বস্তু শিক্ষকদের চাহিদাভিত্তিক, প্রশিক্ষণে তাত্ত্বিক জ্ঞানের প্রাধান্য ও ব্যবহারিক কৌশল উত্তম, বিভিন্ন প্রকার বোর্ডের ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা, উপকারিতা ও পদ্ধতি শেখানো হয়। বিজ্ঞানের আধুনিক ভাবধারার সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পান এবং প্রশিক্ষণের ভাতা যথেষ্ট নয়। প্রশিক্ষণের সময় পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষক নির্দেশিকা সরবরাহ করা হয় না, প্রশিক্ষণের জন্য বরাদ্দ তিন সপ্তাহ সময় যথেষ্ট নয় । হোস্টেলের সুযোগ-সুবিধা পর্যাপ্ত নয়। প্রশিক্ষণে বিজ্ঞান পাঠদান পদ্ধতি ও কলাকৌশল অর্জনের দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

শিরোনাম ঃ

মাধ্যমিক স্তরে ইংরেজী শিক্ষকদের কর্মকালীন প্রশিক্ষণের বর্তমান অবস্থা নিরূপণ।

- কামরুজ্জামান ২০০১।

উদ্দেশ্য ঃ

১. মাধ্যমিক স্তরের ইংরেজি শিক্ষদের কর্মকালীন প্রশিক্ষণের বর্তমান অবস্থা নিরূপণ করা।

২. মাধ্যমিক স্তরের ইংরেজি শিক্ষদের শিক্ষাক্রমের কোন কোন বিষয়ের জন্য প্রশিক্ষণের প্রয়োজন তা নিরূপণ করা।

৩. মাধ্যমিক স্তরের ইংরেজি শিক্ষকদের জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি বৃদ্ধিতে প্রচলিত কর্মকালীন প্রশিক্ষণ সহায়ক ভূমিকা পালন করছে কিনা তা যাচাই করা।

ফলাফল ঃ

১. মাধ্যমিক শিক্ষা ও বিজ্ঞান উন্নয়ন কেন্দ্র ১৯৯৪ সাল থেকে ১৯৯৭ সাল পর্যন্ত ইংরেজি বিষয়ের ৭৪৮ জন শিক্ষককে কর্মকালীন প্রশিক্ষণ প্রদান করে। বর্তমানে সেই কেন্দ্র থেকে ইংরেজি বিষয়ের শিক্ষকদের কর্মকালীন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় না।

২. English Language Teaching Improvement Project ২০০০ সাল পর্যন্ত ইংরেজি বিষয়ের ৮০৯ জন শিক্ষককে কর্মকালীন প্রশিক্ষণ প্রদান করে। কেন্দ্রটি তার কার্যকাল অব্যাহত রেখেছে।

৩. কর্মকালীন প্রশিক্ষণ ইংরেজি বিষয়ের শিক্ষকদের শিক্ষাদানের নতুন কলাকৌশল প্রয়োগ, ক্লাস পরিচালনা, শিক্ষার্থীদের সামর্থ্য অনুযায়ী শিক্ষাদান, জটিল বিষয়গুলো সহজভাবে শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদান Listening, Speaking, Reading , Writing and Conversational Skill শেখানোর দক্ষতা বাড়িয়েছে।

শিরোনাম ঃ

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান শিক্ষাদানে শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়গুলো প্রশিক্ষণের কার্যকারীতা নিরূপণ।- কাজী শহীদুল ইসলাম ১৯৯৩।

উদ্দেশ্য ঃ

প্রশিক্ষণের পূর্বে শ্রেণী শিক্ষণে বিজ্ঞান শিক্ষকদের অসুবিধা এবং প্রশিক্ষণের পরের সুবিধা সনাক্ত করণ, অর্জিত পদ্ধতি, জ্ঞান ও দক্ষতা শ্রেণীকক্ষে প্রয়োগ এবং শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞানের প্রতি অধিকতর অনুপ্রাণিত করার জন্য তারা বাড়তি কর্মকান্ড করছেন কি না এবং পুস্তকের "এসো নিজে করি" শীর্ষক পরীক্ষাগুলো করছেন কিনা তা জানা।

ফলাফল ঃ

প্রশিক্ষণের পূর্বে বিজ্ঞান শিক্ষকদের মধ্যে উপস্থাপন দক্ষতা, পাঠদান পদ্ধতি, উপকরণ ব্যবহারের দক্ষতা, কৌশলগত দক্ষতা ইত্যাদির অভাব ছিল। প্রশিক্ষণের পর তারা পাঠদান পদ্ধতি, কৌশলগত জ্ঞান, উপকরণ ব্যবহারের দক্ষতা, বিষয় জ্ঞানের গভীরতা, শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের ধারণা, উপস্থাপন কৌশল ইত্যাদি গুণ অর্জন করেছেন। কিন্তু অধিকাংশ শিক্ষক নিম্ন মাধ্যমিক শ্রেণীর "এসো নিজে করি" পরীক্ষাগুলো করান না।

শিরোনামঃ বাউবি'র বিএ/বিএসএস প্রোগ্রাম এবং ইন্দিরাগান্ধী ন্যাশনাল ওপেন ইউনিভারসিটির বিএ/বিএসএস প্রোগ্রাম: একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা। - **ড. মোঃ আমির হোসেন সরকার, ড. মুহাম্মদ ছাইদুল হক ও ড. মোঃ জাহাঙ্গীর আলম (২০০৯)**।

উদ্দেশ্য ও ফলাফল ঃ

তারা মূলত মতামত জরিপ ও ডকুমেন্ট সার্ভের ভিত্তিতে গবেষণাটি পরিচালনা করেন। উপকরণ হিসেবে প্রশ্নমালা এবং তুলনামূলক বিশ্লেষণ ছক ব্যবহার করেন। উক্ত গবেষণায় প্রতীয়মান হয় উভয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিএ/বিএসএস প্রোগ্রামই আন্তর্জাতিক মানের। উভয় প্রোগ্রামের বিষয়বস্তু পর্যাপ্ত এবং যুগোপযোগী। উভয় প্রোগ্রামের মূল্যায়ন পদ্ধতিও একই ধরনের। গবেষকগণ তাদের গবেষণাকর্মে বাউবি'র বিএ/বিএসএস প্রোগ্রামের বিভিন্ন সমস্যা চিহ্নিত করেন এবং সমাধানের বিভিন্ন সুপারিশ করেন।

শিরোনাম ঃ *"বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় হতে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থায় প্রোগ্রামসমূহের ভূমিকা"*- **মঞ্জুর-ই-খোদা তরফদার**

উদ্দেশ্য ও ফলাফল ঃ তার গবেষণা কর্মের মাধ্যমে বাউবি পরিচালিত এসএসসি, এইচএসসি, ডিসিএসএ, বেল্ট, বিএজিএড, বিএড, এমএড, এমবিএ, সিমবা, সিম্পা এবং বিএ/বিএসএস প্রোগ্রামের পাশকৃত শিক্ষার্থীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সংক্রান্ত চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। উক্ত গবেষণা কর্মে গবেষকগণ বিএ/বিএসএস সংক্রান্ত নিম্নোক্ত বিষয়গুলো সম্পর্কে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করেছেন। যেমন– বিএ/বিএসএস প্রোগ্রামে ভর্তি সংক্রান্ত উৎস, বিএ/বিএসএস প্রোগ্রামে ভর্তির পূর্বের প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি, বাউবিতে অধ্যয়নকালে গ্রন্থাগার ব্যবহার, টেলিভিশনে বাউবির অনুষ্ঠান সম্প্রচারের সময় বর্ধিতকরণ, টিভি অনুষ্ঠান সম্প্রচারের প্রত্যাশিত সময়, বাউবি'র নিজস্ব টেলিভিশন সম্পর্কে মতামত, রেডিও তে বাউবি'র প্রোগ্রাম সম্প্রচারের জন্য সময় বর্ধিতকরণ, রেডিও সম্প্রচারের প্রত্যাশিত সময়, শিক্ষার্থী রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ বৃদ্ধির ব্যাপ্তি, বাউবিতে ভর্তির কারণ, বিভিন্ন মাধ্যম হতে বিএ/বিএসএস প্রোগ্রামের শিক্ষার্থীদের প্রাপ্ত সেবা, বিএ/বিএসএস প্রোগ্রামটি সম্পন্ন করার পর শিক্ষার্থীর প্রত্যাশা, মতামত দাতাদের মতে সনদপত্র গ্রহণের জন্য সুবিধাজনক অফিস প্রভৃতি।

গবেষণা কর্মটিতে এসএসসি, এইচএসসি, বিএ/বিএসএস, সেল্প, কাল্প, বেল্ট, বিএজিএড, বিএড, এমএড, এমবিএ, সিমবা, সিম্পা প্রভৃতি প্রোগ্রামে উত্তীর্ণ ২২৩ জন উত্তর দাতার মতামত বিশ্লেষণ করে গবেষণা কর্ম-সম্পন্ন করা হয়েছে। গবেষণা কর্মটিতে উপকরণ হিসেবে প্রশ্নোত্তরিকা কৌশলকেই প্রাধান্য দেয়া হয়েছে এবং বিভিন্ন প্রোগ্রামের শিক্ষার্থীদের মাঝে ডাকযোগে প্রশ্নোত্তরিকা বিতরণ ও সংগ্রহ করে তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

শিরোনাম ঃ *"Evaluation of the Quality of Tutorial Services Provided by Bou, for HSC Programme"*- **আবদুল্লাহ আল মাহমুদ**

উদ্দেশ্য ও ফলাফল ঃ

এই গবেষণা পরিচালনার মাধ্যমে বাউবি পরিচালিত এইচএসসি প্রোগ্রাম প্রদত্ত টিউটোরিয়াল সার্ভিস মূল্যায়ন করেন। উক্ত গবেষণায় তিনি পর্যবেক্ষণ ও প্রশ্নমালা এবং সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে শিক্ষার্থী, টিউটর এবং বাউবির কর্মকর্তাদের নিকট থেকে তথ্য সংগ্রহ করেন। গবেষক প্রাপ্ত তথ্যাবলি বিশ্লেষণের মাধ্যমে ফলাফল সংক্রান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হন এবং টিউটোরিয়াল সার্ভিস এর মানোন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ রাখেন। ।

শিরোনাম ঃ বাউবি পরিচালিত এইচএসসি প্রোগ্রাম: বর্তমান অবস্থা, সমস্যা ও সমাধান।

- রুপালী খাতুন (২০১৪)

উদ্দেশ্য ঃ বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় (বাউবি) পরিচালিত এইচএসসি প্রোগ্রামের বর্তমান অবস্থা নিরূপণ, সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করণ এবং সমাধানের উপায় নিরূপণ করা ।

ফলাফল ঃ

বর্তমান গবেষণা সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য বর্ণনামূলক পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। বর্ণনামূলক পদ্ধতিতে গবেষক মতামত জরিপ পদ্ধতি অনুসরণ করেন। গবেষক উদ্দেশ্যমূলক নমুনায়ন পদ্ধতি অনুসরণ করে ৫০ জন শিক্ষক এবং ৫০ জন শিক্ষার্থীকে নমুনা হিসেবে চয়ন করেন। উক্ত শিক্ষকদের মতামত জরিপের জন্য একটি পাঁচ মাত্রা বিশিষ্ট মতামতমালা (পরিশিষ্ট-ক) এবং ১টি হ্যাঁ/না বিকল্প উত্তর বিশিষ্ট মতামতমালা (পরিশিষ্ট-খ) ব্যবহৃত হয়। শিক্ষার্থীদের মতামত জরিপের জন্য ১টি হ্যাঁ/না বিকল্প উত্তর বিশিষ্ট মতামতমালা (পরিশিষ্ট-গ) ব্যবহার করা হয়। সংগৃহীত তথ্যাবলী গড় ও

শতকরা হারে প্রকাশ করা হয় এবং সারণী আকারে এবং লেখচিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়। তার গবেষণায় প্রতীয়মান হয় বাউবি'র এইচএসসি প্রোগ্রামের শিক্ষাক্রম সমৃদ্ধ এবং আন্তর্জাতিক মানের। শিক্ষাক্রম একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের চাহিদা ও সামর্থ্য অনুযায়ী রচিত হয়েছে। তবে সময়মত পরীক্ষা গ্রহণ এবং ফলাফল প্রকাশ না করা, ভুল ফলাফল প্রকাশ করা, জনবল সংকটের কারণে সময়মত ভর্তি, রেজিস্ট্রেশন, বই প্রিন্টিং এবং বিতরণ করতে না পারা সহ বেশ কিছু সমস্যা পরিলক্ষিত হয়েছে। এসব সমস্যা সমাধানের সঠিক প্রন্থাও এ গবেষণার মাধ্যমে উদঘাটিত হয়েছে।

শিরোনাম ঃ মাধ্যমিক স্তরে বাণিজ্য বিভাগ পৃথকীকরণে সৃষ্ট সমস্যা চিহ্নিতকরণ, চিহ্নিত সমস্যার সমাধান ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে বাণিজ্য বিভাগের গুরুত্ব নিরূপণ। - **শেখ মোহাম্মদ শাহিনুল আলম (১৯৯৬)**

উদ্দেশ্য ও ফলাফল ঃ

তিনি জরিপ পদ্ধতির মাধ্যমে গবেষণাটি সম্পন্ন করেন। তিনি নির্বিচার চয়নের মাধ্যমে ৪০টি বিদ্যালয় থেকে ৬০ জন শিক্ষক, ২০ জন শিক্ষাবিদ ও ব্যবসায় শিক্ষা বিষয়ের কারিকুলাম বিশেষজ্ঞকে নমুনা হিসেবে চয়ন করেন। নৈর্ব্যক্তিক ও রচনামূলক প্রশ্ন সম্বলিত প্রশ্ন পত্রের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করেন। সংগৃহীত তথ্য সারণী আকারে সাজিয়ে শতকরা হারে ও গড়মানে প্রকাশ করেন এবং লেখচিত্র ব্যবহারের মাধ্যমে ফলাফল প্রকাশ করেন। গবেষণার ফলাফলে দেখা যায়, শিক্ষাবিদ ও কারিকুলাম বিশেষজ্ঞদের দৃষ্টিতে বাণিজ্য শিক্ষা পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা এবং ইহা বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা নাই। অধিকাংশ শিক্ষক মনে করেন বাণিজ্য বিভাগের শিক্ষা আত্মকর্মসংস্থানে ভূমিকা রাখতে পারে। শিক্ষক, বিশেষজ্ঞ ও শিক্ষাবিদগণ অভিমত প্রকাশ করেন যে, কর্মমূখী শিক্ষা হিসেবে বাণিজ্য বিভাগ যুগের চাহিদা মেটাতে সক্ষম।

২.৫ সংশ্লিষ্ট গবেষণা সন্দর্ভসমূহের পর্যালোচনার প্রেক্ষিতে গবেষকের মন্তব্য

মো ঃ গাওয়াহীদ হোসেন 'প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকাদের পেশাগত দায়িত্ব পালনে অন্তরায়সমূহ চিহ্নিতকরণ ও তার প্রতিকার' শীর্ষক গবেষণাকর্মে শিক্ষিকাদের নিয়োগের উপযোগিতা, কর্মদক্ষাতা, শিক্ষার উদ্দেশ্যের সাথে অর্জনীয় বৈশিষ্ট্য, কার্য সম্পাদনের বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা চিহ্নিতকরণ সহ তা নিরসনের উপায় নির্ধারণের বিভিন্ন দিক নিয়ে গবেষণাটি সম্পন্ন করেন।

মো ঃ হুমায়ুন কবীর "আইডিয়াল প্রজেক্টের অধীনে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বহুমুখী শিখন পদ্ধতিতে পাঠদানের উপযোগিতা নিরূপণ" শীর্ষক গবেষণা কর্মে শিখন পদ্ধতির বর্তমান অবস্থা, শিক্ষকদের

মনোভাব নির্ণয় এবং সঠিকভাবে বাস্তবায়ন সম্পর্কিত সুপারিশ সম্পর্কে পরিসাংখ্যিক এবং বিশ্লেষণাত্মক রূপ পাওয়া যায়।

মো ঃ জহুরুল ইসলাম "বাউবি পরিচালিত এস.এস.সি প্রোগ্রামের উপযোগিতা যাচাই" শীর্ষক গবেষণা কর্মে বাউবি পরিচালিত এস.এস.সি প্রোগ্রামের সাথে মাউমাশি বোর্ড পরিচালিত এস.এস.সি কোর্সের পাঠ্যসূচী, মূল্যায়ন পদ্ধতি, ভৌত ও একাডেমিক সুযোগ-সুবিধা, কৃতিত্বের সমতুল্যতা নির্ধারণ এবং উপযোগিতা বিচারে ব্যাপক ভিত্তিতে গবেষণা পরিচালনা করেন। তার গবেষণাকর্মে বাউবি এবং এর কার্যক্রম সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা লাভ করা যায়।

শফিকুল ইসলাম "প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নে উপজেলা রিসোর্স সেন্টার (URC) এর ভূমিকা নিরূপণ" শীর্ষক গবেষণা কর্মে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকদের চাহিদাপূরণ, উদ্দেশ্যের সাথে কার্যক্রমের সমন্বয় এবং প্রশিক্ষণ কর্মকান্ডে ইউ.আর.সির সফলতা-বিফলতা বিষয়ক দিক নির্দেশনা পাওয়া যায়। এর মাধ্যমে শিক্ষক এবং প্রশিক্ষকদের মতামতের ভিত্তিতে প্রাপ্ত তথ্য থেকে ইউ.আর.সি পরিচালিত প্রশিক্ষণের ফলপ্রসূতা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়।

এ.এম.এম রিজওয়ানুল হক পরিচালিত- "বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত এস.এস.সি প্রোগ্রামের টিউটোরিয়াল সিস্টেম একটি অনুসন্ধান"-শীর্ষক গবেষণা কর্মে বাউবির টিউটোরিয়াল সিস্টেমের বর্তমান অবস্থা, সবল ও দূর্বল দিক, সমস্যা. মানোন্নয়ন বিষয়ক ধারণা পাওয়া যায়।

মোহাম্মদ আলতাব হোসেন বিশ্বাস- "ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বি.এড (সম্মান) শিক্ষাক্রমের একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা" শীর্ষক গবেষণায় দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাক্রমের সাদৃশ্য, বৈসাদৃশ্য, সবল ও দূর্বল দিক, গুণগতমানের তুলনা, ডিগ্রীর উপযোগীতা বিষয়ে আলোকপাত করেন।

মো ঃ জহুরুল ইসলাম "প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নে সাব-ক্লাষ্টার ট্রেনিং এর ভূমিকা নিরূপণ" - শীর্ষক গবেষণায় সাব-ক্লাষ্টার এর প্রকৃত রূপ উদঘাটনের পাশাপাশি এর প্রভাব এবং উন্নয়নে সুপারিশ প্রদান করেন।

শাহ্ তামান্না সিদ্দিকা, মাধ্যমিক পর্যায়ে বিজ্ঞান শিক্ষকদের কর্মকালীন প্রশিক্ষণের ফলপ্রসূতা যাচাই করেন। তিনি ঢাকার মাধ্যমিক শিক্ষা ও বিজ্ঞান উন্নয়ন কেন্দ্র ১৯৯৮ সালে আগত রসায়ন বিজ্ঞানের ৩০ জন, জীব বিজ্ঞানের ৩০ জন ও পদার্থ বিজ্ঞানের ২৮ জন শিক্ষকদের নিকট থেকে তথ্য সংগ্রহ করেন। প্রাপ্ত তথ্যকে গড়, শতকরা হার ও আদর্শ বিচ্যুতি নির্ণয়সহ আলাদা আলাদাভাবে বিষয় ভিত্তিক **t** পরীক্ষণের মাধ্যমে অর্থবহতার মাত্রা নির্ণয় করেন।

কামরুজ্জামান মাধ্যমিক স্তরের ইংরেজি শিক্ষকদের কর্মকালীন প্রশিক্ষণের বর্তমান অবস্থা নিরূপণে বর্ণনামূলক পদ্ধতি প্রয়োগ করেন। একটি সরকারি ও ৫টি বেসরকারি কলেজে বি এড ও এম এড অধ্যয়নরত ৭০ জন শিক্ষককের মতামত গ্রহণ করেন। প্রাপ্ত তথ্যকে আরোপিত গড় মান, শতকরা হার ও লেখচিত্রের সাহায্যে উপস্থাপন করেন এবং কাইবর্গ অভীক্ষার মাধ্যমে বর্তমান অবস্থা নিরূপণ করেন।

কাজী শহীদুল ইসলাম মাধ্যমিক বিজ্ঞান শিক্ষকদের শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের প্রশিক্ষণের কার্যকারিতা নিরূপণের জন্য ৪টি জেলার ২২টি সরকারি ও বেসরকারি বিদ্যালয়ের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ৪৩ জন বিজ্ঞান শিক্ষকদের নিকট থেকে ৩৮ টি উন্মুক্ত প্রশ্নমালার সাহায্যে তথ্য সংগ্রহ করেন।

ড. মোঃ আমির হোসেন সরকার, ড. মুহাম্মদ ছাইদুল হক ও ড. মোঃ জাহাঙ্গীর আলম (২০০৯) বাউবি'র বিএ/বিএসএস প্রোগ্রাম এবং ইন্দিরাগান্ধী ন্যাশনাল ওপেন ইউনিভারসিটির বিএ/বিএসএস প্রোগ্রাম: একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা শীর্ষক গবেষণা পরিচালনা করেন। তারা মূলত মতামত জরিপ ও ডকুমেন্ট সার্ভের ভিত্তিতে গবেষণাটি পরিচালনা করেন। উপকরণ হিসেবে প্রশ্নমালা এবং তুলনামূলক বিশ্লেষণ ছক ব্যবহার করেন। উক্ত গবেষণায় প্রতীয়মান হয় উভয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিএ/বিএসএস প্রোগ্রামই আন্তর্জাতিক মানের। উভয় প্রোগ্রামের বিষয়বস্তু পর্যাপ্ত এবং যুগোপযোগী। উভয় প্রোগ্রামের মূল্যায়ন পদ্ধতিও একই ধরনের। গবেষকগণ তাদের গবেষণাকর্মে বাউবি'র বিএ/বিএসএস প্রোগ্রামের বিভিন্ন সমস্যা চিহ্নিত করেন এবং সমাধানের বিভিন্ন সুপারিশ করেন।

মঞ্জুর-ই-খোদা তরফদার ,*"বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় হতে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থায় প্রোগ্রামসমূহের ভূমিকা"* শীর্ষক গবেষণা পরিচালনা করেন। তার গবেষণা কর্মের মাধ্যমে বাউবি পরিচালিত এসএসসি, এইচএসসি, ডিসিএসএ, বেল্ট, বিএজিএড, বিএড, এমএড, এমবিএ,

সিমবা, সিম্পা এবং বিএ/বিএসএস প্রোগ্রামের পাশকৃত শিক্ষার্থীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সংক্রান্ত চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। উক্ত গবেষণা কর্মে গবেষকগণ বিএ/বিএসএস সংক্রান্ত নিম্নোক্ত বিষয়গুলো সম্পর্কে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করেছেন। যেমন– বিএ/বিএসএস প্রোগ্রামে ভর্তি সংক্রান্ত উৎস, বিএ/বিএসএস প্রোগ্রামে ভর্তির পূর্বের প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি, বাউবিতে অধ্যয়নকালে গ্রন্থাগার ব্যবহার, টেলিভিশনে বাউবির অনুষ্ঠান সম্প্রচারের সময় বর্ধিতকরণ, টিভি অনুষ্ঠান সম্প্রচারের প্রত্যাশিত সময়, বাউবি'র নিজস্ব টেলিভিশন সম্পর্কে মতামত, রেডিও তে বাউবি'র প্রোগ্রাম সম্প্রচারের জন্য সময় বর্ধিতকরণ, রেডিও সম্প্রচারের প্রত্যাশিত সময়, শিক্ষার্থী রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ বৃদ্ধির ব্যাপ্তি, বাউবিতে ভর্তির কারণ, বিভিন্ন মাধ্যম হতে বিএ/বিএসএস প্রোগ্রামের শিক্ষার্থীদের প্রাপ্ত সেবা, বিএ/বিএসএস প্রোগ্রামটি সম্পন্ন করার পর শিক্ষার্থীর প্রত্যাশা, মতামত দাতাদের মতে সনদপত্র গ্রহণের জন্য সুবিধাজনক অফিস প্রভৃতি।

গবেষণা কর্মটিতে এসএসসি, এইচএসসি, বিএ/বিএসএস, সেল্প, কাল্প, বেল্ট, বিএজিএড, বিএড, এমএড, এমবিএ, সিমবা, সিম্পা প্রভৃতি প্রোগ্রামে উত্তীর্ণ ২২৩ জন উত্তর দাতার মতামত বিশ্লেষণ করে গবেষণা কর্ম-সম্পন্ন করা হয়েছে। গবেষণা কর্মটিতে উপকরণ হিসেবে প্রশ্নোত্তরিকা কৌশলকেই প্রাধান্য দেয়া হয়েছে এবং বিভিন্ন প্রোগ্রামের শিক্ষার্থীদের মাঝে ডাকযোগে প্রশ্নোত্তরিকা বিতরণ ও সংগ্রহ করে তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

আবদুল্লাহ আল মাহমুদ *"Evaluation of the Quality of Tutorial Services Provided by Bou, for HSC Programme"* শীর্ষক গবেষণা পরিচালনার মাধ্যমে বাউবি পরিচালিত এইচএসসি প্রোগ্রাম প্রদত্ত টিউটোরিয়াল সার্ভিস মূল্যায়ন করেন। উক্ত গবেষণায় তিনি পর্যবেক্ষণ ও প্রশ্নমালা এবং সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে শিক্ষার্থী, টিউটর এবং বাউবির কর্মকর্তাদের নিকট থেকে তথ্য সংগ্রহ করেন। গবেষক প্রাপ্ত তথ্যাবলি বিশ্লেষণের মাধ্যমে ফলাফল সংক্রান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হন এবং টিউটোরিয়াল সার্ভিস এর মানোন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ রাখেন। ।

রুপালী খাতুন (২০১৪) বাউবি পরিচালিত এইচএসসি প্রোগ্রাম: বর্তমান অবস্থা, সমস্যা ও সমাধান শীর্ষক গবেষণা পরিচালনা করেন। তার গবেষণার উদ্দেশ্য ছিল, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় (বাউবি) পরিচালিত এইচএসসি প্রোগ্রামের বর্তমান অবস্থা নিরূপণ, সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করণ এবং সমাধানের উপায় নিরূপণ করা ।

বর্তমান গবেষণা সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য বর্ণনামূলক পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। বর্ণনামূলক পদ্ধতিতে গবেষক মতামত জরিপ পদ্ধতি অনুসরণ করেন। গবেষক উদ্দেশ্যমূলক নমুনায়ন পদ্ধতি অনুসরণ করে ৫০ জন শিক্ষক এবং ৫০ জন শিক্ষার্থীকে নমুনা হিসেবে চয়ন করেন। উক্ত শিক্ষকদের মতামত জরিপের জন্য একটি পাঁচ মাত্রা বিশিষ্ট মতামতমালা (পরিশিষ্ট-ক) এবং ১টি হ্যাঁ/না বিকল্প উত্তর বিশিষ্ট মতামতমালা (পরিশিষ্ট-খ) ব্যবহৃত হয়। শিক্ষার্থীদের মতামত জরিপের জন্য ১টি হ্যাঁ/না বিকল্প উত্তর বিশিষ্ট মতামতমালা (পরিশিষ্ট-গ) ব্যবহার করা হয়। সংগৃহীত তথ্যাবলী গড় ও শতকরা হারে প্রকাশ করা হয় এবং সারণী আকারে এবং লেখচিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়। তার গবেষণায় প্রতীয়মান হয় বাউবি'র এইচএসসি প্রোগ্রামের শিক্ষাক্রম সমৃদ্ধ এবং আন্তর্জাতিক মানের। শিক্ষাক্রম একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের চাহিদা ও সামর্থ্য অনুযায়ী রচিত হয়েছে। তবে সময়মত পরীক্ষা গ্রহণ এবং ফলাফল প্রকাশ না করা, ভুল ফলাফল প্রকাশ করা, জনবল সংকটের কারণে সময়মত ভর্তি, রেজিস্ট্রেশন, বই প্রিন্টিং এবং বিতরণ করতে না পারা সহ বেশ কিছু সমস্যা পরিলক্ষিত হয়েছে। এসব সমস্যা সমাধানের সঠিক পন্থাও এ গবেষণার মাধ্যমে উদঘাটিত হয়েছে।

শেখ মোহাম্মদ শাহিনুল আলম (১৯৯৬) মাধ্যমিক স্তরে বাণিজ্য বিভাগ পৃথকীকরণে সৃষ্ট সমস্যা চিহ্নিতকরণ, চিহ্নিত সমস্যার সমাধান ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে বাণিজ্য বিভাগের গুরুত্ব নিরূপণের উদ্দেশ্যে গবেষণা করেন। তিনি জরিপ পদ্ধতির মাধ্যমে গবেষণাটি সম্পন্ন করেন। তিনি নির্বিচার চয়নের মাধ্যমে ৪০টি বিদ্যালয় থেকে ৬০ জন শিক্ষক, ২০ জন শিক্ষাবিদ ও ব্যবসায় শিক্ষা বিষয়ের কারিকুলাম বিশেষজ্ঞকে নমুনা হিসেবে চয়ন করেন। নৈর্ব্যক্তিক ও রচনামূলক প্রশ্ন সম্বলিত প্রশ্ন পত্রের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করেন। সংগৃহীত তথ্য সারণী আকারে সাজিয়ে শতকরা হারে ও গড়মানে প্রকাশ করেন এবং লেখচিত্র ব্যবহারের মাধ্যমে ফলাফল প্রকাশ করেন। গবেষণার ফলাফলে দেখা যায়, শিক্ষাবিদ ও কারিকুলাম বিশেষজ্ঞদের দৃষ্টিতে বাণিজ্য শিক্ষা পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা এবং ইহা বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা নাই। অধিকাংশ শিক্ষক মনে করেন বাণিজ্য বিভাগের শিক্ষা আত্মকর্মসংস্থানে ভূমিকা রাখতে পারে। শিক্ষক, বিশেষজ্ঞ ও শিক্ষাবিদগণ অভিমত প্রকাশ করেন যে, কর্মমূখী শিক্ষা হিসেবে বাণিজ্য বিভাগ যুগের চাহিদা মেটাতে সক্ষম।

উপরোক্ত গবেষণাগুলিতে মতামত, জরিপ, পরীক্ষণ পদ্ধতির প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। নমুনা নির্বাচনের ক্ষেত্রে দেখা যায় পরিমাণ নির্ধারণে কোন নীতিমালা নেই। প্রশ্নমালা, মতামতমালা

ব্যবহারে নৈর্ব্যক্তিক, রচনামূলক, ৩ মাত্রার স্কেল, ৫ মাত্রার স্কেল ব্যবহৃত হয়েছে। ফলাফল বিশ্লেষণের জন্য সকলেই প্রাপ্ত তথ্যকে শতকরা হার ও গড়মানে প্রকাশ করেন।

গবেষক বিশ্লেষণের মাধ্যমে বর্তমান গবেষণাটি পরিচালনার ক্ষেত্রে পরীক্ষণ ও জরিপ পদ্ধতি প্রয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। ৫০ জন প্রশিক্ষক, ৫০ জন প্রশিক্ষণার্থীকে নমুনা হিসেবে চয়নের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। প্রাপ্ত ফলাফল বিশ্লেষণের জন্য গড়মান, গ্রাফ চিত্রের সাহায্যে ফলাফল উপস্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।

তৃতীয় অধ্যায়

গবেষণার অনুসৃত পদ্ধতি ও কৌশল

৩.১ ভূমিকা

মানব জীবন সমস্যা সংকুল। সৃষ্টির আদিকাল থেকে অদ্যাবধি মানুষ বিভিন্ন ধরণের সমস্যায় জর্জরিত। এক সমস্যার সমাধান ঘটে, আরেকটি নতুন সমস্যার জন্ম হয়। আর এসব নতুন সমস্যা সমাধানের জন্য মানুষ নতুন নতুন পদ্ধতি ও কৌশল আবিষ্কার করে। গবেষণার ক্ষেত্রে এসব পদ্ধতি ও কৌশল অত্যন্ত গুরত্বপূর্ণ। তাই বলা হয়, "গবেষণা হল বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির রীতিসিদ্ধ নিয়মতান্ত্রিক এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষণ"। কোন সমস্যার পর্যাপ্ত সমাধানের লক্ষ্যে পদ্ধতিগত ও পরিশীলিত বা পরিমার্জিত কৌশলকে গবেষণা বলা যেতে পারে। Crawford বলেন যে, "চিরাচরিত উপায়ে কোন সমস্যার যে সমাধান পাওয়া যায় তার চেয়েও অধিক পর্যাপ্ত সমাধান লাভের জন্য বিশেষ ধরনের উপকরণ, যন্ত্রপাতি ও কর্মধারা প্রয়োগের মাধ্যমে চিন্তনের পদ্ধতিগত ও পরিমার্জিত কৌশলই গবেষণা"। বর্তমান সমস্যা সমাধানের জন্য যেসব পদ্ধতি ও কৌশল অবলম্বন করা হয়েছে তা বর্তমান অধ্যায়ে পর্যায়ক্রমে বর্ণনা করা হল।

৩.২ গবেষণার পদ্ধতি

গবেষণার প্রকৃতি অনুযায়ী তথ্য সংগ্রহের জন্য নানা ধরণের পদ্ধতি ও কৌশল ব্যবহৃত হয়। এসব পদ্ধতি ও কৌশলের ভিত্তিতেই গবেষণার উপকরণ, নমুনায়ন, তথ্য বিশ্লেষণ প্রক্রিয়া নির্বাচন ও বিচার করা হয়। আবার অনেক সময় গবেষণায় ব্যবহৃত উপকরণের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ীও পদ্ধতি নির্ধারিত হয়। তবে সকল ক্ষেত্রেই পদ্ধতি নির্বাচনের মূল প্রতিপাদ্য হওয়া প্রয়োজন গবেষণার উদ্দেশ্য। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ পদ্ধতি প্রয়োগ করে গবেষণার সহায়ক তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহের নিয়ম সর্বজন স্বীকৃত। উপকরণ সংগ্রহের প্রত্যেক পদ্ধতির জন্য সুনির্দিষ্ট উপকরণ ব্যবহারও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ও অর্থবহ।

বর্তমান গবেষণা সুষ্ঠভাবে সম্পাদনের নিমিত্তে বর্ণনামূলক ও পরীক্ষামূলক পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। বর্ণনামূলক পদ্ধতিতে গবেষক ডকুমেন্ট সার্ভে ও মতামত জরিপ পদ্ধতি অনুসরণ করেন। ডকুমেন্ট সার্ভের ভিত্তিতে বাউবি'র সি.এড ও নেপের সি.ইন.এড কোর্সের পাঠ্যসূচী ও মূল্যায়ন পদ্ধতির তুলনা করা হয়। মতামত জরিপের মাধ্যমে বাউবি'র সি.এড ও নেপের সি.ইন.এড কোর্সের সামগ্রিক তথ্য সংগ্রহ করা হয়। প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বাউবি'র সি.এড প্রোগ্রামকে সি.ইন.এড কোর্সের সাথে তুলনা করে এর উপযোগিতা যাচাই করা হয়।

পর্যবেক্ষণ করে বাউবি ও নেপের সমান সংখ্যক প্রশিক্ষণার্থীর পাঠদান প্রক্রিয়া মূল্যায়ন করা হয় এবং ফলাফলের ভিত্তিতে উভয় প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের কৃতিত্বের তুলনা করা হয়।

৩.৩ তথ্যের উৎসসমূহ

গবেষণা সম্পাদনের জন্য তথ্যের উৎস নির্বাচন একটি কুশলী কাজ। তথ্য সংগ্রহের উৎস বিষয়ের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ না হলে গবেষকের সমস্ত শ্রমই পন্ড হতে পারে। ডকুমেন্টারী সার্ভের জন্য বাউবি'র সি.এড প্রোগ্রাম এবং নেপের সি.ইন.এড কোর্সের পাঠ্যসূচী, শিক্ষক নির্দেশিকা ও শিক্ষক সহায়িকাকে প্রাথমিক উৎস হিসাবে নির্বাচন করা হয়েছে।

মতামত জরিপের জন্য বাউবি এবং বিভিন্ন পি.টি.আই-তে পাঠদানরত ৫০ জন প্রশিক্ষককে তথ্যের উৎস হিসাবে নির্বাচন করা হয়েছে।

পর্যবেক্ষণ গবেষণার জন্য বাউবি এবং নেপের ২০০৯ সালে উত্তীর্ণ ৫০ জন প্রশিক্ষণার্থীকে তথ্যের উৎস হিসাবে নির্বাচন করা হয়।

এক কথায় বলা যায়, বর্তমান গবেষণার উদ্দেশ্যের উপর ভিত্তি করে নির্বাচিত ডকুমেন্ট থেকে প্রাপ্ত তথ্য এবং মতামত ও প্রশ্নমালা থেকে প্রাপ্ত উত্তর সমূহকে গবেষণার তথ্য হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছে।

৩.৪ গবেষণার নমুনা নির্বাচন

গবেষণার তথ্য সংগ্রহের জন্য নমুনায়ন একটি বহুল প্রচলিত ও রীতিসিদ্ধ পদ্ধতি। আর্থিক ও সময়ের স্বল্পতার জন্য বৃহত্তর তথ্য বিশ্ব থেকে তথ্য বিশ্বের বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন নমুনা নির্বাচন করা হয়। নমুনা তথ্য বিশ্বের প্রতিনিধিত্ব করে।

বর্তমান গবেষণায় তথ্যের উৎস ২০০৯ সালে উর্ত্তীণ বাউবি এবং নেপের আওতাধীন পি.টি.আই-এর সকল প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ সকল শিক্ষক এবং সকল শিক্ষাবিদ ও কারিকুলাম বিশেষজ্ঞগন। কিন্তু সকলের নিকট থেকে তথ্য সংগ্রহ বাস্তবে কোন গবেষকের পক্ষেই সম্ভবপর নয়। বর্তমান গবেষনার জন্য গবেষক **উদ্দেশ্যমূলক নমুনায়ন** পদ্ধতি ব্যবহার করেছেন।

সারণী ঃ ৩.১ নির্বাচিত নমুনা দলের পরিসংখ্যান

প্রশিক্ষক সংখ্যা	প্রশিক্ষণার্থী সংখ্যা
৫০	৫০

৩.৫ তথ্য সংগ্রাহক উপকরণ

বর্তমান গবেষণার ৩টি অংশ রয়েছে। ডকুমেন্ট সার্ভে অংশের উপকরন হিসাবে তুলনামূলক বিশ্লেষন ছক (Comparative Analysis Sheet) ব্যবহার করা হয় (পরিশিষ্ট-খ)।

গবেষণার দ্বিতীয় অংশ মতামত জরিপ। মতামত জরিপের জন্য ১টি মতামতমালা উপকরন হিসাবে ব্যবহার করা হয়। মতামতমালা প্রণয়নের পর গবেষণা নির্দেশকসহ অভিজ্ঞ শিক্ষকমন্ডলী দ্বারা পরিশীলিত ও পরিমার্জিত হয়। মতামত জরিপের উপকরণটি হল "বাউবি পরিচালিত সি. এড ও নেপ পরিচালিত সি.ইন এড কোর্সের তুলনা সম্পর্কিত মতামতমালা। পাঁচ মাত্রা বিশিষ্ট ৩০ টি উক্তি সম্বলিত এই মতামতমালার সাহায্যে পি.টি আই ও বাউবি,র সি,এড প্রোগ্রামে পাঠদানরত প্রশিক্ষকদের মতামত গ্রহন করা। মতামতমালার বাম পাশের ১ম ও ২য় কলামে যাথাক্রমে উক্তির ক্রমিক নং এবং প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স সম্পর্কে আলাদা আলাদা উক্তি করা হয়। ৩য় কলামে সি.ইন.এড এবং বি.এড নামক দুটি ভাগ রাখা হয়। চতুর্থ অংশে সম্পূর্ণ একমত, একমত, নিরপেক্ষ, একমত নই, মোটেই একমত নই শীর্ষক ৫টি কলাম রাখা হয়। মতামতপ্রদানকারীকে সি.ইন.এড এবং সি.এড এর পছন্দনীয় ঘরে টিক চিহ্ন দেওয়ার অনুরোধ করা হয়।

গবেষণার তৃতীয় অংশে সি.ইন .এড এবং সি.এড কোর্সে অংশগ্রহনকারী শিক্ষকদের পাঠদান প্রক্রিয়ামান পর্যবেক্ষন ছকের মাধ্যমে যাচাই করা হয়। এক্ষেত্রে উপকরণ হিসাবে একটি পাঠদান পর্যবেক্ষন ছক ব্যবহার করা হয়। যার মাধ্যমে ভৌত অবস্থা ও উপকরন সংক্রান্ত তথ্য শিক্ষকের শিক্ষণ দক্ষতা ও শ্রেনী ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত তথ্য এবং পাঠের প্রতি শির্ক্ষাথীদের সাড়া ও আগ্রহ সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করে যাচাই করা হয়।

৩.৬ তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি

গবেষক ডকুমেন্টারি সার্ভের জন্য সরাসরি বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে যান এবং এই প্রোগ্রাম সম্পর্কিত যাবতীয় পুস্তক এবং তথ্য সংগ্রহ করেন। মতামতমালা গবেষক নিজে এবং বন্ধুবান্ধবের

সহযোগীতায় উওর দাতাদের নিকট পৌছান এবং মতামত সংগ্রহ করেন। পর্যবেক্ষন ছক পি.টি.আই ও বাউবি-তে পাঠদানরত প্রশিক্ষকদের সহযোগীতায় গবেষক নিজে সংগ্রহ করেন। গবেষক সকল তথ্যের যৌক্তিক বিশ্লেষন করেন।

৩.৭ তথ্য বিশ্লেষণ কৌশল

গবেষণার প্রথম অংশে অর্থাৎ পাঠসূচী ও মূল্যায়ণগত দিক সম্পর্কে তুলনামুলক ছক ব্যবহার করা হয়েছে। দ্বিতীয় অংশে মতামত জরিপের জন্য পরিসংখ্যানিক কৌশল ব্যবহার করা হয়েছে। গবেষণার পাঁচমাত্রা বিশিষ্ট ৩০টি উক্তি সম্বলিত বিষয়ের উপর মতামত মালার সাহায্যে সংগৃহীত তথ্যকে কলাম চার্ট এবং প্রতিটি উক্তির যৌক্তিক তাৎপর্য ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

তৃতীয় অংশে শিক্ষার্থীদের কৃতিত্ব সংক্রান্ত তথ্য অর্থাৎ নম্বর সংগ্রহ হয়েছে এবং কৃতিত্বের কোন পার্থক্য আছে কিনা তা জানা হয়েছে।

৩.৮ গবেষেণায় ব্যবহৃত দলিলাদির তালিকা

- বাউবি পরিচালিত সি.এড প্রোগ্রামের শিক্ষাক্রম, পাঠ্যসূচী।
- বাউবি পরিচালিত সি.এড প্রোগ্রামের শিক্ষক সহায়িকা, শিক্ষক নির্দেশিকা ।
- বাউবি পরিচালিত সি.এড প্রোগ্রামের ছাত্র নির্দেশিকা, ভর্তি আবেদন পত্র।
- বাংলাদেশ সার্টিফিকেট ইন এডুকেশন (সি.ইন.এড) পরীক্ষা পরিচালনা উপ-বিধি।
- নেপ পরিচালিত সি.ইন.এড প্রোগ্রামের শিক্ষাক্রম, পাঠ্যসূচী।
- নেপ পরিচালিত সি.ইন.এড প্রোগ্রামের শিক্ষক সহায়িকা, শিক্ষক নির্দেশিকা।
- জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী (নেপ) পি.টি.আই ম্যানেজমেন্ট হ্যান্ডবুক।
- জাতীয় শিক্ষানীতি - ২০১০।
- ডিপিএড শিক্ষাক্রম।

চতুর্থ অধ্যায়

তথ্য উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ

৪.১ ভূমিকা

তথ্য উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ গবেষণার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। সমস্যার প্রেক্ষাপটে নির্বাচিত ক্ষেত্র থেকে সংগৃহীত তথ্য বিভিন্ন পদ্ধতিতে বিশ্লেষণের মাধ্যমে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। তথ্য বিশ্লেষণে পরিসংখ্যানের ব্যবহার একটি নির্ভরযোগ্য পদ্ধতি। তাই বর্তমান গবেষণার জন্য সংগৃহীত তথ্যাবলী পরিসংখ্যান পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

তথ্য সংগ্রহের জন্য বর্তমান গবেষণাতে তিনটি পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। তাহল, ডকুমেন্ট সার্ভে/দলিল-দস্তাবেজ জরিপ, মতামত জরিপ এবং পরীক্ষণ পদ্ধতি।

দলিল-দস্তাবেজ জরিপ পদ্ধতির মাধ্যমে বাউবি এবং পি.টি.আই থেকে সি.এড ও সি.ইন.এড কার্যক্রমের পাঠ্যসূচী, পাঠ্যপুস্তক, শিক্ষক নির্দেশিকা, শিক্ষক সহায়িকা থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

মতামত জরিপের জন্য পাঁচমাত্রা বিশিষ্ট ১টি মতামতমালা (লিকার্ট পদ্ধতি) ব্যবহার করা হয়েছে। এই মতামতমালার সাহায্যে বাউবি এবং পি.টি.আইতে পাঠদানকারী ইন্সট্রাকটরদের মতামত গ্রহণ করা হয়।

পরীক্ষণপদ্ধতির উপকরণ হিসাবে একটি পাঠদান পর্যবেক্ষণ ছক ব্যবহার করা হয়। যার সাহায্যে বাউবি এবং পি.টি.আই থেকে সি.এড ও সি.ইন.এড উত্তীর্ণদের পাঠদান প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করা হয়। পরবর্তী অনুচ্ছেদসমূহে পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন পদ্ধতিতে সংগৃহীত তথ্যসমূহ বর্ণনামূলক এবং পরিসংখ্যানিকভাবে উপস্থাপন করা হল।

৪.২ বর্ণনামূলক পদ্ধতির মাধ্যমে জরিপকৃত তথ্য উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ

বাউবি'র সি.এড এবং NAPE পরিচালিত সি.ইন.এড প্রোগ্রামের পাঠ্যসূচী ও মূল্যায়ন পদ্ধতির তুলনা করার জন্য বর্ণনামূলক পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়েছে। তুলনামূলক ছকের মাধ্যমে পাঠ্যসূচী, পাঠ্যপুস্তক, শিক্ষক সহায়িকা, শিক্ষক নির্দেশিকা অধ্যয়ন করে প্রাপ্ত তথ্যসমূহ উপস্থাপন করা হয়েছে।

৪.২.১ শিক্ষাক্রমের কাঠামোগত তুলনা

সারণী ৪.১ ঃ বাউবি'র সিএড প্রোগ্রামের শিক্ষাক্রমের কাঠামো

১ম সিমেস্টার	তত্ত্বীয় (রচনামূলক + নৈর্ব্যক্তিক)	নির্ধারিত কাজ	ব্যবহারিক	মোট
শিশু ও শিক্ষা মনোবিজ্ঞান	১০০ (৭৫+২৫)			১০০
শিক্ষানীতি ও শিখন পদ্ধতি	১০০ (৭৫+২৫)			১০০
বাংলা	৬০ (৪৫+১৫)	১৫		৭৫
গণিত	৬০ (৪৫+১৫)	১৫		৭৫
ওরিয়েন্টেশন			১০	১০
২য় সিমেস্টার				
শিক্ষা মূল্যায়ন	৭৫ (৫৫+২০)			৭৫
পরিবেশ শিক্ষা (সমাজ)	৮০ (৬০+২০)		২০	১০০
ইংরেজি	৬০ (৪৫+১৫)	১৫		৭৫
শারীরিক শিক্ষা			২৫	২৫
পাঠটীকা ও অনুশীলনী পাঠদান			৪০	৪০
৩য় সিমেস্টার				
পরিবেশ শিক্ষা (বিজ্ঞান)	৮০ (৬০+২০)		২০	১০০
প্রাথমিক শিক্ষা	৫০ (৩৫+১৫)			৫০
ধর্ম	৫০ (৩৫+১৫)			৫০
চারু ও কারুকলা			২৫	২৫
চূড়ান্ত অনুশীলনী পাঠদান			৫০	৫০
মৌখিক				৫০
			মোট	১০০০

সারণী ৪.২ NAPE পরিচালিত সি.ইন.এড কোর্সের শিক্ষাক্রমের কাঠামো

মড্যুল	বিষয়	তাত্ত্বিক	ব্যবহারিক	মোট
১। মড্যুল-১ প্রাথমিক শিক্ষার নীতি ও ধারণা	১। প্রাথমিক শিক্ষা পরিচিতি	৫০	-	৫০
	২। প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব এবং বিভিন্ন দেশের প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা	৫০	-	৫০
	৩। বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা ঃ নীতি, কৌশল ও সংগঠন	৫০	-	৫০
	৪। শিশু মনোবিজ্ঞান	৪০	১০	৫০
	৫। শিখন শেখানো পদ্ধতি	৫০	-	৫০
	৬। শিখন ও ব্যক্তিত্ব বিকাশের মূল্যায়ন	৫০	-	৫০
	মোট	২৯০	১০	৩০০
২। মড্যুল-২ প্রাথমিক পর্যায়ে শিখন-শেখানো কৌশল	১। বাংলা	৮০	২০	১০০
	২। ইংরেজি	৮০	২০	১০০
	৩। গণিত	৮০	২০	১০০
	৪। পরিবেশ পরিচিতি সমাজ ক) সমাজ বিজ্ঞান খ) জনসংখ্যা শিক্ষা	৮০	২০	১০০
	৫। পরিবেশ পরিচিতি-বিজ্ঞান ক) সাধারণ বিজ্ঞান খ) কৃষি বিজ্ঞান গ) স্বাস্থ্য-পুষ্টি			
	৬। ধর্ম (ইসলাম/হিন্দু/খ্রিষ্ট/বৌদ্ধ)	৫০	-	৫০
	৭। শারীরিক শিক্ষা	২০	-	২০
	৮। চারুও কারুকলা	-	১৫	১৫
	৯। সঙ্গীত	-	১৫	১৫
	মোট	৪৭০	১৩০	৬০০
৩। মড্যুল-৩	১। অনুশীলনী পাঠদান		২০০	২০০

অনুশীলন	ক) পাঠদান ১০০ খ) পাঠ পরিকল্পনা ২৫ গ) উপকরণ ২৫ ঘ) যোগাযোগ দক্ষতা ২৫ ঙ) বহিঃ মূল্যায়ন (মৌখিক) ২৫			
	মোট		২০০	২০০
৪। মড্যুল-৪ সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলী	১। আনুষঙ্গিক কার্যাবলী ও আচরণ রীতি ক) সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কার্যাবলীঃ ক-১ বক্তৃতা/আবৃত্তি/বিতর্ক/গল্প বলা/ গান/ কমিক/ ছন্দময় অঙ্গ সঞ্চালন ইত্যাদি। ১৫ ক-২ সামাজিক ও জনকল্যাণমূলক কাজ ১০ খ) সাহিত্য বিষয়ক কার্যাবলী ঃ ১০ গল্প/প্রবন্ধ/ছড়া/কবিতা/নাটিকা রচনা/ প্রবাদ/ ধাঁধাঁ/ লোক কাহিনী সংগ্রহ গ) লাইব্রেরী ব্যবহার ঃ ২০ সি-ইন-এড রেফারেন্স বই পড়া/শিক্ষক নির্দেশিকা/সংস্করণ পর্যালোচনা ঘ) শরীর চর্চা ঃ ২৫ ঙ) আচরণরীতি ২০		১০০	১০০
	মোট		১০০	১০০
	সর্বমোট		৪৪০	১২০০

৪.২.২ ভর্তির যোগ্যতার তুলনা

বাউবির সি.এড প্রোগ্রামে ভর্তির যোগ্যতা হচ্ছে-

ক) এস.এস.সি পাশ (কর্মরত শিক্ষক/শিক্ষিকাগণ)

খ) জিপিএ-২ অথবা দ্বিতীয় বিভাগসহ এসএসসি পাশ।

(শিক্ষিকা নন এমন মহিলা প্রার্থীগণ)।

গ)জি.পিএ-২ অথবা একটি দ্বিতীয় বিভাগসহ এইচএসসি পাশ (শিক্ষক নন এমন পুরুষ প্রার্থীগণ)।

সি.ইন.এড কোর্সের ভর্তির যোগ্যতা হিসেবে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগের যোগ্যতাই বিবেচ্য। কারণ, এক্ষেত্রে শুধুমাত্র প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কর্মরত শিক্ষকগণই প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে পারেন এবং তা সি.এড এর মতই।

৪.২.৩ শিক্ষাবর্ষ ও চূড়ান্ত পরীক্ষার তুলনা

সি.এড প্রোগ্রাম তিনটি সিমেস্টারে বিভক্ত এবং প্রতিটি সেমিস্টার ছয়মাস ব্যাপী। প্রতি সেমিস্টার পরীক্ষা শেষে ফলাফল প্রকাশ করা হয়। কোন কোর্সের পরীক্ষায় অনুপস্থিত, অকৃতকার্য পরীক্ষার্থী পরবর্তীকালে সংশ্লিষ্ট সেমিস্টারের অনুষ্ঠিতব্য ঐ কোর্সের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারেন। তবে এক সেমিস্টার সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে পরবর্তী সেমিস্টারে পরীক্ষা দিতে পারেন না। তিনটি সেমিস্টারের সম্মিলিত ফলাফলের ভিত্তিতে বিভাগ নির্ধারিত হয়।

সি.ইন.এড কোর্স একটি পূর্ণাঙ্গ শিক্ষাবর্ষে (জানুয়ারী-ডিসেম্বর/ জুলাই-জুন) পরিচালিত হয়। কোন প্রশিক্ষণার্থী নিরবিচ্ছিন্নভাবে ১৫ দিন অনুপস্থিত থাকলে এবং প্রশিক্ষণকালে নৈমিত্তিক ছুটিসহ ৪০ দিনের অধিক অনুপস্থিত থাকলে তার ভর্তি বাতিল হয়। অভ্যন্তরীন পরীক্ষায় অকৃতকার্যদের চূড়ান্ত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে দেয়া হয় না। কার্য দিবসের ৮৫% উপস্থিতি না থাকলে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে দেয়া হয় না। বহিঃ পরীক্ষায় অনধিক দুই বিষয়ে অকৃতকার্য পরীক্ষার্থীগণ পরবর্তী বছর শুধুমাত্র অকৃতকার্য বিষয়/ বিষয়সমূহে মাত্র একবার সাপ্লিমেন্টারী পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ পাবে। দুই এর অধিক বিষয়ে অকৃতকার্য হলে তাকে পরবর্তী বছর সকল বিষয়ে বহিঃ চুড়ান্ত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে। দুইবারের বেশীবার পরীক্ষা দেওয়া যায় না। এর পরে অকৃতকার্য হলে পুনরায় যথাযথ নিয়ম ও পদ্ধতি অনুসরণ করে নতুন করে কোর্সে ভর্তি হতে হয় এবং যথানিয়মে কোর্স সম্পন্ন করতে হয়।

৪.২.৪ পরীক্ষা গ্রহণের পদ্ধতিগত তুলনা

সি.এড কোর্সের পরীক্ষা সিমেস্টার ভিত্তিক হয়। প্রতিটি সিমেস্টার শেষে ফলাফল প্রকাশ করা হয়। তিনটি সিমেস্টারের সম্মিলিত ফলাফলের ভিত্তিতে বিভাগ নির্ধারিত হয়।

সি.ইন.এড কোর্সের পরীক্ষা অভ্যন্তরীন ও বহিঃমূল্যায়ন এর মাধ্যমে হয়। প্রত্যেক পরীক্ষার্থীকে অভ্যন্তরীণ ও বহিঃ মূল্যায়নে পৃথক পৃথকভাবে পাশ করতে হয়।

৪.২.৫ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ মানের তুলনা

সি.এড কোর্সের পরীক্ষায় কৃতকার্য হতে হলে বিভিন্ন কোর্সে কমপক্ষে ৪০% সহ গড়ে ৪৫% নম্বর পেতে হয়। ৬০% থেকে তদুর্ধ্ব মানের ভিত্তিতে প্রথম বিভাগ এবং ৪৫% থেকে তদুর্ধ্ব মানের ভিত্তিতে দ্বিতীয় বিভাগ নির্ধারিত হয়।

সি.ইন.এড পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য পরীক্ষার্থীদেরকে অভ্যন্তরীন ও বহিঃমূল্যায়নে প্রত্যেক বিষয়ের তাত্ত্বিক, ব্যবহারিক ও অনুশীলনী পাঠদানে কমপক্ষে পূর্ণমানের ৪০% নম্বর পেতে হয়। ৬০% এবং ৪০% নম্বর প্রাপ্ত পরীক্ষার্থীগণ যথাক্রমে প্রথম বিভাগ ও দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হিসেবে গণ্য হয়।

৪.২.৬ বিষয়ের পাঠ্যসূচীর তুলনা

সি.এড	সি.ইন.এড
১। সি.এড প্রোগ্রামে মোট ১২টি কোর্স রয়েছে। এগুলোকে তিনটি সিমেস্টারে ভাগ করা হয়েছে। ছয়মাসব্যাপী প্রতিটি সিমেস্টারে চারটি করে কোর্স রয়েছে। প্রথম সিমেস্টার পরীক্ষা শেষে তিনদিনের একটি ওরিয়েন্টেশন কোর্স, দ্বিতীয় সিমেস্টার শেষে চারদিনের সামার স্কুল এবং তৃতীয় সেমিস্টারে পরীক্ষা শেষ ফলাফলের ভিত্তিতে বিভাগ নির্ধারিত হয়। মোট নম্বর ১০০০।	১। সি.ইন কোর্সে ১৫টি বিষয় রয়েছে। এছাড়া অনুশীলনী পাঠদান এবং সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলী অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। ১ম সাময়িক ও দ্বিতীয় সাময়িক এবং অর্ধেক চূড়ান্ত বহিঃ পরীক্ষার মাধ্যমে মূল্যায়ন করা হয়। মোট নম্বর-১২০০।
২। বাউবি'র সিএড কোর্সে বাংলা বিষয়ের পাঠ্যসূচীতে ৮টি ইউনিট রয়েছে এবং প্রতিটি ইউনিটকে কয়েকটি পাঠে ভাগ করা হয়েছে। ইউনিটগুলোর পর্যায়ক্রমিক বিষয়গুলি হচ্ছে ভাষা ও মাতৃভাষা, শিশুর বিকাশমান জীবনে মাতৃভাষা, শিক্ষাক্রম, পাঠ্যসূচী ও আবশ্যকীয় শিক্ষনক্রম, মাতৃভাষা বাংলা, ভাষা দক্ষতা, প্রাথমিক শিক্ষায় পাঠতব্যবিষয় ও ব্যাকরণ, রচনা ও অনুচরন, ভাষার পরীক্ষা ও মূল্যায়ন এবং মাতৃভাষার পাঠ-পরিকল্পনা ও পাঠটীকা ।	২। পি.টি.আই-এর সি.ইন.এড কোর্সের বাংলা বিষয়ের পাঠ্যসূচীতে ১৩টি অধ্যায় রয়েছে এবং প্রতিটি অধ্যায়ের কতগুলো উপভাগ রয়েছে। অধ্যায়গুলির পর্যায়ক্রমিক বিষয়গুলি হচ্ছে মাতৃভাষা শিক্ষাদান, বাংলা ভাষার বৈশিষ্ট্য, আবশ্যকীয় শিক্ষাক্রম, প্রাথমিক স্তরে বাংলা পাঠ্যপুস্তক, ভাষা দক্ষতা, পাঠদান পদ্ধতি, শিখন-শেখানোর কৌশল, বাংলা পাঠ্য পুস্তকের শিক্ষক সংস্করণ ও প্রশ্নপুস্তিকা; বাংলা শিক্ষাদান পদ্ধতি: নবতর উদ্ভাবন; বাংলা ভাষা শিক্ষাদানে সৃজনশীলতা; প্রাথমিক স্তরে ব্যাকরণ শিক্ষাদান; বাংলা ভাষা বিষয়ক পাঠ- পরিকল্পনা প্রণয়ন; বাংলা শিক্ষাদানে সহায়ক উপকরণ এবং শিক্ষাদানে মূল্যায়ন কৌশল।

সি.এড	সি.ইন.এড
৩। বাউবি'র সি.এড কোর্সে ইংরেজি বিষয়ের পাঠ্যসূচীতে ১০টি ইউনিট রয়েছে এবং প্রতি ইউনিটে কয়েকটি করে পাঠ রয়েছে। ইউনিটগুলির পর্যায়ক্রমিক বিষয়বস্তুগুলি হচ্ছে Principles and Techniques of Language Learning- L1 and L2, Teaching English at the primary Level, Language Items and Teaching Methodology; Language Skills; Sound System and Dictionary Skills; Classroom Techniques; Evaluation; Teaching Slow Learners.	৩। পি.টি.আই এর সি.ইন.এড কোর্সের ইংরেজি বিষয়ের পাঠ্যসূচিতে সাতটি অধ্যায় রয়েছে এবং প্রতিটি অধ্যায় কয়েকটি পাঠে বিভক্ত।
৪। সিএড কোর্সের গণিত বিষয়ের পাঠ্যসূচীতে ১০টি ইউনিট রয়েছে এবং প্রতি ইউনিটে কয়েকটি পাঠ অন্তর্ভূক্ত আছে। ইউনিটভিত্তিক বিষয়গুলি হচ্ছে- প্রাথমিক স্তরে গণিত শিক্ষার উদ্দেশ্য ও শিক্ষাক্রম; প্রাথমিক স্তরে গণিত শিক্ষাদান পদ্ধতি; গণিত শেখার বিভিন্ন স্তর; সংখ্যা ও পার্টিগণিতের চার নিয়ম এবং সহজ প্রয়োগ; ভগ্নাংশ, ঐকিক নিয়ম ও শতকরা হিসাব, গ.সা.গু ও ল.সা.গু, পরিমাপ এবং জমা খরচ ও ক্যাশমেমো, গাণিতিক প্রতীক ও বাক্য, গণিতের প্রতীকরূপে লেখচিত্র, জ্যামিতি এবং গণিতের শিখন সামগ্রী এবং শিক্ষকের পেশাগত মান উন্নয়ন।	৪। সি.ইন এড কোর্সের গণিত বিষয়ের পাঠ্যসূচীতে ১৭টি অধ্যায় রয়েছে। অধ্যায়ের বিষয় গুলি হচ্ছে- গণিত শিক্ষার উদ্দেশ্যসমূহ; বর্তমান গণিত শিক্ষাক্রম, সংখ্যার ধারণা ও শিখন শেখানো কার্যাবলি, প্রাথমিক চার নিয়ম, গাণিতিক সমস্যা সমাধান, গ.সা.গু ও ল.সা.গু, সাধারণ ভগ্নাংশ, দশমিক ভগ্নাংশ, সরল ঐকিক ও শতকরা নিয়ম, পরিমাপ, জমাখরচ ও ক্যাশ মেমো, লেখচিত্র, জ্যামিতি, শিক্ষোপকরণ, মূল্যায়ন ও রেকর্ড সংরক্ষণ এবং পাঠটীকা প্রণয়ন ও ব্যবহার।

সি.এড	সি.ইন.এড
৫। সি.এড কোর্সের পরিবেশ শিক্ষা-সমাজ, বিষয়ের পাঠ্যসূচীতে ৮টি ইউনিট রয়েছে এবং প্রতি ইউনিটে কয়েকটি পাঠ রয়েছে। ইউনিটগুলোর বিষয়বস্তু হলো সমাজ ও পরিবেশ, প্রাথমিক স্তরে পরিবেশ শিক্ষা সমাজ শিক্ষাক্রমের রূপরেখা, পরিবেশ ও নৈতিকতা, সামাজিক বিবর্তনের ধারা, বাংলাদেশের ভৌগোলিক বিবরণ, জনসংখ্যা, পরিবেশ শিক্ষাদান এবং ব্যবহারিক কাজ।	৫। সি.ইন.এড কোর্সের সমাজ বিষয়ের পাঠ্যসূচীতে ১১টি অধ্যায় রয়েছে এবং অধ্যায়গুলির বিষয়বস্তু হচ্ছে- পরিবেশ ও পরিবেশ পরিচিতি-সমাজ, পরিবেশ পরিচিতিঃ একটি সমন্বিত বিষয়, পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ)ঃ প্রান্তিকযোগ্যতা ও শিখনক্রম; পরিবেশ পরিচিতি ও পরিবেশ (সমাজ) এর শ্রেণীভিত্তিক বিষয়বস্তু, পরিবেশ পরিচিতি শিখন সামগ্রী, পরিবেশ পরিচিতি শিখনে মূল্যায়ন কৌশল, মানবিক, সামাজিক ও নৈতিক গুণাবলি; সমাজ উন্নয়ন ও সেবামূলক কাজ, জনসংখ্যা ও মৌলিক চাহিদা এবং বাংলাদেশের জনসংখ্যা শিক্ষা কার্যক্রম।
৬। সি.এড কোর্সের পরিবেশ শিক্ষা- বিজ্ঞান বিষয়ের পাঠ্যসূচীতে ১৭টি ইউনিট রয়েছে এবং প্রতি ইউনিটে কয়েকটি পাঠ রয়েছে।	৬। সি.ইন.এড কোর্সের বিজ্ঞান বিষয়ের পাঠ্যসূচীতে ২০টি অধ্যায় রয়েছে।
৭। সি.এড কোর্সের শারীরিক শিক্ষা বিষয়ে ৬টি ইউনিটের আওতাধীন বিষয়বস্তু হলো- শারীরিক শিক্ষা; শারীরিক শিক্ষা, শিক্ষাদান পদ্ধতি, প্রাথমিক স্তরের শারীরিক শিক্ষা শিক্ষাক্রম, ধারাবাহিক মূল্যায়ন পদ্ধতি, বাৎসরিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠান এবং প্রাথমিক চিকিৎসা।	৭। সি.ইন.এড কোর্সের শারীরিক শিক্ষা বিষয়ে ৭টি অধ্যায়ের বিষয়বস্তু হচ্ছে- শারীরিক শিক্ষার সংজ্ঞা, গুরুত্ব ও শ্রেণীবিভাগ, খেলাধুলার আইন-কানুন ও কলাকৌশল, প্রাথমিক স্তরের শারীরিক শিক্ষার শিখনক্রম, শিখন শেখানো, কার্যাবলী ও মূল্যায়ন, খেলাধুলার সংগঠন, খাদ্যও পুষ্টি, প্রাথমিক প্রতিবিধান এবং কাব-স্কাউটিং।

সি.এড	সি.ইন.এড
৮। সি.এড. কোর্সের প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ে ৭টি ইউনিট রয়েছে। প্রতিটি ইউনিটকে কয়েকটি পাঠে বিভক্ত করা হয়েছে। ইউনিট ভিত্তিক বিষয়গুলো হলো- বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, বাংলাদেশের সর্বজনীন ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা, যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম, সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার পটভূমিতে অবিভক্ত প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণী এবং নমনীয় প্রমোশন নীতি, যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রমের আলোকে প্রণীত শিখন সামগ্রী পরিচিতি এবং ব্যবহার, বিভিন্ন ধরনের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠদান ব্যবস্থাপনা, শিক্ষাক্রম বিস্তরণ।	৮। সি.ইন.এড কোর্সে প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ক তিনটি স্তর রয়েছে- (i) প্রাথমিক শিক্ষা পরিচিতি বিষয়ে ৫টি অধ্যয়ন রয়েছে- প্রাথমিক শিক্ষার ধারণা, বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষার ক্রম-বিকাশের ধারা, বিভিন্ন শিক্ষা কার্যক্রম ও কমিটি রিপোর্টে প্রাথমিক শিক্ষা, সর্বজনীন ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন কৌশল, প্রাথমিক শিক্ষা ও সমকালীন বাস্তবতা। (ii) বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষাঃ নীতি, কৌশল ও সংগঠন বিষয়ে ৩টি অধ্যায় রয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে শিক্ষানীতি, শিক্ষাদানের নীতি, শিক্ষানীতি পাঠের প্রয়োজনীয়তা, শিক্ষানীতির উৎস, শিক্ষানীতি নির্ধারনের সাথে সম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠান ও তার প্রতিপাদ্য, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা, প্রাথমিক শিক্ষা, পরীক্ষা ও মূল্যায়ন, ছাত্র কল্যাণ ও নির্দেশনা, শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী, প্রস্তাবিত শিক্ষাক্রম কাঠামো অনুশীলনী এই বিষয়ই রয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন কৌশল, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৮০-৮৫) তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৮৫-৯০), চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৯০-৯৫), চতুর্থ ও পঞ্চম পরিকল্পনার মধ্যবর্তী ২ বছর (১৯৯৫-

	৯৭), পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৯৭-২০০২), বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আইন (১৯৯০), বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আইনের প্রয়োগ, পাঁচ বছর মেয়াদী গুণগত শিক্ষা সমাপ্তিকরন এর অনুশীলনী বিষয়বস্তু রয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে প্রাথমিক শিক্ষা সংগঠন সম্পর্কিত বিষয়বস্তু সন্নিবেশিত রয়েছে। (iii) প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব এবং বিভিন্ন দেশের প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা- বিষয়ে ৫টি অধ্যায় রয়েছে এবং প্রতিটি অধ্যায় কয়েকটি ভাগে বিভক্ত। অধ্যায় ভিত্তিক বিষয় গুলো হচ্ছে- জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষিতে প্রাথমিক শিক্ষা, শিশু বিকাশে প্রাথমিক শিক্ষা; জাতীয় উন্নয়নে প্রাথমিক শিক্ষা, উন্নত দেশের প্রাথমিক শিক্ষা; উন্নয়নশীল দেশের প্রাথমিক শিক্ষা।

সি.এড	সি.ইন.এড
৯। সি.এড কোর্সের "শিশু ও শিক্ষা মনোবিজ্ঞান নামক বিষয়ে ৬টি ইউনিট রয়েছে এবং প্রতিটি ইউনিট কতগুলি পাঠে বিভক্ত। ইউনিট ভিত্তিক বিষয়বস্তুগুলো হচ্ছে- শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের ভূমিকা; শিশুর বর্ধন ও বিকাশ; বুদ্ধি, পরিবেশ ও বংশগতি; শিখন ও প্রেরণা; মনোযোগ, আগ্রহ এবং স্মৃতি ও বিস্মৃতি, সুবিধাবঞ্চিত শিশু ও বিশেষ শিশু।	৯। সি.ইন.এড কোর্সের "শিশু মনোবিজ্ঞান"- নামক বিষয়ে ৭টি অধ্যায় আছে। অধ্যায়গুলির বিষয় হলো- শিশু মনোবিজ্ঞান; শিশু ও শিশুর চাহিদা; বর্ধন ও বিকাশ; কল্পনা, চিন্তন ও ভাষার বিকাশ; বুদ্ধি; সমাজ গ্রস্থ শিশু; শিশু পর্যবেক্ষণ।
১০। সি.এড কোর্সের "শিক্ষানীতি ও শিক্ষণ পদ্ধতি"- নামক বিষয়ের পাঠ্যসূচীতে ৮টি ইউনিট রয়েছে এবং প্রতিটি ইউনিট কয়েকটি পাঠে বিভক্ত। ইউনিট ভিত্তিক বিষয়গুলো হলো- শিক্ষার স্বরূপ, গুরুত্বও তাৎপর্য; শিক্ষার পথিকৃৎ; শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি; প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা; শ্রেণী সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা; শিক্ষাদান পদ্ধতি; শিক্ষা সমস্যা ও তার প্রতিকার; শিক্ষণ-শিখানো সমস্যা।	১০। সি.ইন.এড কোর্সের "শিখন শেখানো পদ্ধতি"- নামক বিষয়ের পাঠ্যসূচিতে ৫টি অধ্যায় রয়েছে এবং প্রতিটি অধ্যায় কয়েকটি ভাগে বিভক্ত। অধ্যায় ভিত্তিক বিষয়গুলো হচ্ছে- শিখনের মনোবৈজ্ঞানিক ভিত্তি; শিখন শেখানো পদ্ধতির বিকাশ; শিখন শেখানো প্রক্রিয়া ও কলাকৌশল; শিখন শেখানো পরিবেশ এবং পাঠ পরিকল্পনা।
১১। সি.এড কোর্সে "শিক্ষা মূল্যায়ন"- নামক বিষয়ের পাঠ্যসূচিতে ৮টি ইউনিট রয়েছে এবং প্রতিটি ইউনিট কযেকটি পাঠে বিভক্ত। ইউনিট ভিত্তিক বিষয়বস্তুগুলো হচ্ছে- মূল্যায়নের ধারণা; উদ্দেশ্য সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ; সুঅভীক্ষার বৈশিষ্ট্য; রচনামূলক অভীক্ষা; নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষা; প্রাথমিক শিক্ষার প্রমোশন নীতি ও ধারাবাহিক মুল্যায়ন; অভীক্ষার ফলাফলের বর্ণনা ও ব্যাখ্যা এবং শিক্ষামূলক নির্দেশনা।	১১। সি.ইন.এড কোর্সে "শিখন ও ব্যক্তিত্ব বিকাশের মূল্যায়ন" নামক বিষয়ের পাঠ্যসূচীতে পাঁচটি অধ্যায় রয়েছে এবং প্রতিটি অধ্যায় কয়েকটি ভাগে বিভক্ত। অধ্যায় ভিত্তিক বিষয় হচ্ছে- শিক্ষণের মূল্যায়ন; শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশ ও পরিমাপ; শিখনের ক্ষেত্র, শিখন উদ্দেশ্যের শ্রেণী বিন্যাস, যোগ্যতা; অভীক্ষাঃ নির্ভরযোগ্যতা, যথার্থতা ও ব্যবহারযোগ্যতা; অভীক্ষার প্রয়োগ ও ফলাফলের পরিসংখ্যানিক বিশ্লেষণ।

সি.এড	সি.ইন.এড
১২। সি.এড কোর্সের "চারু ও কারুকলা"-বিষয়ে ৪টি ইউনিট রয়েছে এবং প্রতিটি ইউনিটে কতগুলো পাঠ রয়েছে। ইউনিট ভিত্তিক বিষয়গুলো হচ্ছে- চারুকলা (তত্ত্বীয়), চারুকলা (ব্যবহারিক); কারুকলা (তত্ত্বীয়), কারুকলা (ব্যবহারিক)।	১২। সি.ইন.এড কোর্সের "চারু ও কারুকলা"-বিষয়ে ৪টি ইউনিট রয়েছে এবং প্রতিটি ইউনিট কতগুলো পাঠ রয়েছে। ইউনিট ভিত্তিক বিষয়গুলো হচ্ছে- চারুকলা (তত্ত্বীয়), চারুকলা (ব্যবহারিক); কারুকলা (তত্ত্বীয়), কারুকলা (ব্যবহারিক)।
১৩। সি.এড কোর্সে অন্তর্ভূক্ত বিষয়ের পাশাপাশি অনুশীলনী পাঠদান রয়েছে। প্রথম সিমেস্টারের পর ওরিয়েন্টেশন দ্বিতীয় সিমেস্টারের পর সমার স্কুল পরিচালিত হয় যাতে বিষয়ভিত্তিক পাঠটীকা তৈরী ও পাঠদান অনুশীলন করানো হয়।	১৩। সি.ইন.এড কোর্সে বিষয়বস্তুগত পাঠদানের সাথে সাথে অনুশীলনী পাঠদানের ব্যবস্থাও রয়েছে। এছাড়া এই কোর্সের অন্যতম বৈশিষ্ট্য সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলী। সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলীর মধ্যে- সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কার্যাবলী, সাহিত্য বিষয়ক কার্যাবলী, লাইব্রেরী ব্যবহার, শরীর চর্চা ও আচরণ নীতি- এই সমস্ত বিষয় অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। সহশিক্ষাক্রমিক এই বিষয়াদি প্রশিক্ষণার্থীদের ব্যক্তিত্ব বিকাশে বিশেষ ভূমিকা রাখে।
১৪। সি.এড. কোর্সে সঙ্গীত সম্পর্কীয় কোন বিষয় অন্তর্ভূক্ত নেই।	১৪। সি.ইন.এড কোর্সে সঙ্গীতে ১৫ নম্বরের বিষয় অন্তর্ভূক্ত রয়েছে।

৪.২.৭ সীমাবদ্ধতা

সি.এড. এবং সি.ইন এড কোর্সে ধর্ম বিষয়ের চারটি করে বই থাকায় এদের বিষয়বস্তু ও পাঠ্যসূচীর তুলনা করা হয়নি।

৪.২.৮ নেপ পরিচালিত সি ইন এড প্রোগ্রামের বর্তমান শিক্ষাক্রম

বাংলাদেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের উন্নত দেশের প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষকদের সমমানসম্পন্ন শিক্ষক হিসেবে গড়ে তোলার জন্য সি.ইন.এড কোর্স পরিবর্তন করে ২০১২ সাল থেকে পরীক্ষামূলকভাবে ডিপ্লোমা ইন প্রাইমারি এডুকেশন কোর্সটি প্রণীত হয়েছে । গবেষকের গবেষণা কর্মটি সি ইন এড কেন্দ্রিক হলেও গবেষণা কর্মটিকে সময় উপযোগী করার জন্য গবেষক ডিপিএড প্রশিক্ষণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ধারাবহিক ভাবে তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছেন -

ডিপিএড কোর্সের পটভূমি :

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের পেশাগত দায়িত্ব পালনে দক্ষ করে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তাঁদের একাডেমিক শিক্ষা ও পেশাগত প্রশিক্ষণের কোনো বিকল্প নেই। বাংলাদেশে পঞ্চাশের দশক থেকে প্রাথমিক শিক্ষার শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য প্রাইমারি টিচার ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (সংক্ষেপে পিটিআই) পর্যায়ক্রমে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং পিটিআইতে শিক্ষকদের জন্য ১ বছর মেয়াদি কোর্স চালু করা হয়।এই কোর্সটি সার্টিফিকেট ইন এডুকেশন বলে পরিচিত। এক বছর মেয়াদি সার্টিফিকেট ইন এডুকেশন (সি.ইন.এড.) কোর্সটি পরিবর্তন করে ১৮ মাস মেয়াদি ডিপ্লোমা ইন প্রাইমারি এডুকেশন (ডিপিএড) প্রর্বতন করা হয়েছে। ২০১২ সাল থেকে ৭টি পিটিআইতে পরীক্ষামূলক চালু করে বর্তমানে ৩৬টি পিটিআইতে চালু করা হয়েছে এবং ২০১৭ শিক্ষাবর্ষ থেকে সকল পিটিআইতে ডিপিএড কোর্স চালু করা হবে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের পেশাগত মানোন্নয়নের জন্য প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রণালয়ের অধীনে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কাজ করছে।

প্রতিষ্ঠানগুলোর তালিকা এবং তাদের কাজ নিম্নে দেখানো হলো :

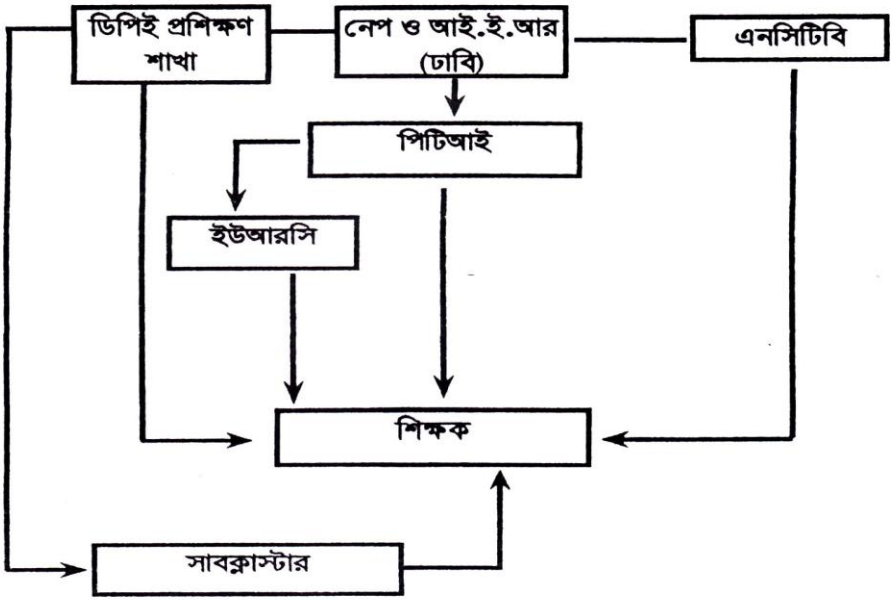

চিত্র : ৪.১ ডিপিএড কোর্সের প্রতিষ্ঠানগুলোর তালিকা।

- প্রাইমারি টিচার টেনিং ইনস্টিটিউট (পিটিআই) - ডিপিএড কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে।
- উপজেলা রির্সোস সেন্টার (ইউআরসি) - বিষয়ভিত্তিক ও অন্যান্য চাকুরিকালীন প্রশিক্ষণ বাস্তবায়ন করছে।
- সাব-ক্লাস্টার- চাহিদাভিত্তিক চাকুরিকালীন প্রশিক্ষণ বাস্তবায়িত করছে।
- জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী (নেপ) - ডিপিএড কোর্স পরিচালনা করে এবং প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগের কর্মকর্তাগণের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা করছে।
- শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আই.ই.আর.ঢাবি) - ডিপিএড কোর্সর মান নিয়ন্ত্রন ও সনদ প্রদান করে।
- জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) - প্রাথমিক পর্যায়ে জাতীয় শিক্ষাক্রম প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করে এবং শিক্ষকদের শিক্ষাক্রম বিস্তরণ প্রশিক্ষণ পরিচালনা করে।

- প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর (ডিপিই) প্রশিক্ষণ শাখা - সব ধরনের চাকুরিকালীন প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন করে।

ডিপিএড কোর্স প্রবর্তন ঃ

- প্রাথমিক শিক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের অংশগ্রহণে বিভিন্ন পর্যায়ে আয়োজিত কর্মশালায় সি-ইন-এড কোর্স পরিবর্তন করে একটি দীর্ঘমেয়াদী ও উন্নততর কোর্স চালু করার সুপারিশ করা হয়।
- প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এ পেক্ষিতে একটি জাতীয় পর্যায়ের কমিটি গঠন করে।
- এই কমিটির তত্ত্বাবধানে ৪ জন (আন্তর্জাতিক ও জাতীয়) পরামর্শক কোর্সটির রূপরেখা বা ফ্রেমওয়ার্ক প্রণয়ন করেন।
- এ রূপরেখার আলোকে ডিপ্লোমা ইন প্রাইমারি এডুকেশন (ডিপিএড) -এর ৭টি কোর্সের কোর্স সামগ্রী (তথ্য পুস্তক ও ইনস্ট্রাক্টর নির্দেশনা) এবং কোর্সটি পরিচালনার জন্য ৫টি গাইড বুক ও বিভিন্ন পর্যায়ে প্রশিক্ষণের জন্য তথ্যপুস্তকসহ ম্যানুয়াল তৈরি করা হয়।
- ডিপিএড কোর্স ২০১২ সালের জুলাই মাস থেকে ৭টি পিটিআইতে পরীক্ষামূলকভাবে চালু করা হয় ।

ডিপিএড কোর্সের বৈশিষ্ট্য :

- ডিপিএড কোর্সে ভর্তির জন্য প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক প্রর্যায়ের শিক্ষদের জন্য সর্বনিম্ন শিক্ষাগত যোগ্যতা উচ্চমাধ্যমিক।
- ডিপ্লোমা সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
- কোর্সটির মেয়াদ : ১৮ মাস।
- ২০১৫ শিক্ষাবর্ষ থেকে জুলাইয়ের পরিবর্তে জানুয়ারি মাস হতে কোর্সটির শিক্ষাবর্ষ শুরু করা হয়েছে।
- কোর্সটির ক্রেডিট ঘন্টা : ৯৬। এর মধ্যে পিটিআইতে ৪৭.৫ এবং বিদ্যালয়ে ৪৮.৫ ক্রেডিট ঘন্টা।

- এই কোর্সে পিটিআইতে ২০ সপ্তাহ তাত্ত্বিক শিক্ষাদন এবং প্রশিক্ষণ বিদ্যালয়ে ১৬ সপ্তাহ অনুশীলন কার্যক্রমের ব্যবস্থা রাখা রয়েছে।
- ১৮ মাসের শেষে ১৬ সপ্তাহ নিজ বিদ্যালয়ে পাঠদান অনুশীলন এবং চূড়ান্ত মূল্যায়নের জন্য ২ সপ্তাহ পিটিআইতে অবস্থানের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।
- মূল্যায়নের জন্য শিক্ষকমান মূল্যায়নসহ গাঠনিক ও সামষ্টিক (লিখিত পরীক্ষা) মূল্যায়নের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।
- ডিপিএড কোর্সটি পরিচালনার জন্য প্রতিটি পিটিআইতে ১৬ জন ইনস্ট্রাক্টর এবং ৪-৬টি শ্রেণিকক্ষের ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে।
- এই কোর্সটি সম্পূর্ণরূপে আবাসিক।
- কোর্সটিতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ওপর যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সে জন্য প্রতিটি পিটিআইতে একটি করে কম্পিউটার ল্যাব রয়েছে, এছাড়া ইনস্ট্রাক্টর আই সি টি সহ , সহকারী কম্পিউটার অপারেটরকে নিয়োগদান করা হয়েছে।

সি.ইন.এড এবং ডিপিএড কোর্সের মধ্যে পার্থক্য ঃ

সি.ইন.এড	ডিপিএড
কোর্সের মেয়াদ ১ বছর।	কোর্সের মেয়াদ ১ বছর ৬ মাস।
কোর্সটি কোনো ক্রেডিট ঘন্টায় ভাগ করা ছিল না।	মোট ৯৬ ক্রেডিট ঘন্টা ভাগ করা হয়েছে । এর মধ্যে পিটিআইতে ৪৭.৫ এবং বিদ্যালয়ে ৪৮.৫ ক্রেডিট ঘন্টা।
৮ মাস পিটিআইতে তাত্ত্বিক প্রশিক্ষণ শেষে প্রশিক্ষণ বিদ্যালয়ে ৪ মাস অনুশীলনী পাঠদান।	পিটিআই এবং প্রশিক্ষণ বিদ্যালয়ে কোর্সের ১ম টার্ম থেকে ৩য় টার্ম পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে শ্রেণী কার্যক্রমে অংশগ্রহণ এবং বিদ্যালয়ে শিখন অনুশীলন করা হয়। সে অনুসারে পিটিআইতে ২০ সপ্তাহ শ্রেণি কার্যক্রমে এবং প্রশিক্ষণ বিদ্যালয়ে ১৬ সপ্তাহ অনুশীলনের ব্যবস্থা রয়েছে।
নিজ বিদ্যালয়ে অনুশীলনের কোনো সুযোগ নেই।	৪র্থ টার্মে শিক্ষার্থীদের নিজ বিদ্যালয়ে ৬ মাস অনুশীলনী পাঠদানের ব্যবস্থা রয়েছে। (এর মধ্যে শেষ ২ সপ্তাহ পিটিআইতে চুড়ান্ত মূল্যায়নের

	জন্য অবস্থান ।)
শিক্ষকের যোগ্যতার মান নির্ধারণের জন্য কোনো সুনির্দিষ্ট শিক্ষকমান নেই।	২৩টি শিক্ষকমানের আলোকে শিক্ষকের যোগ্যতার মান মূল্যায়ন করা হয়।
সামষ্টিক মূল্যায়নের অংশ হিসেবে ১ম ও ২য় সাময়িক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় এবং কোর্স শেষে চূড়ান্ত লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে মূল্যায়ন করে সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়।	প্রথম টার্মে একটি ইন কোর্স লিখিত পরীক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে। তবে এ পরীক্ষা গাঠনিক মূল্যায়ন হিসেবে বিবেচনা করে শিক্ষার্থীদের ফিডব্যাক গাঠনিকভাবে এবং সামষ্টিকভাবে মূল্যায়নের ক্ষেত্রে লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা, অ্যাকশন রিসার্চ, অ্যাসাইনমেন্ট ও উপস্থাপন বিষয়ে সক্ষমতার ওপর ভিত্তি করে মূল্যায়ন করা হয় এবং সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়।
প্রশিক্ষণ বিদ্যালয়ে পাঠদান ক্ষেত্রে বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের কোনো বেসলাইন মূল্যায়ন করা হয় না।	প্রশিক্ষণ বিদ্যালয়ে পাঠদানের পূর্বে বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের শ্রেণিভিত্তিক বেসলাইন মূল্যায়ন করা হয়।
প্রশিক্ষণ বিদ্যালয়ে পাঠদান ক্ষেত্রে সকল শিক্ষার্থীদের জন্য অভিন্ন শিখন শেখানো ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়।	প্রশিক্ষণ বিদ্যালয়ে পাঠদান ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের পারগতার স্তর (৩ স্তর) অনুসারে পাঠদান করা হয়।
প্রশিক্ষণ বিদ্যালয়ে পাঠদান ক্ষেত্রে সকল দৈনিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করে পাঠদান করা হয়।	প্রশিক্ষণ বিদ্যালয়ে পাঠদান বেসলাইন মূল্যায়ন করা হয়। বেসলাইনের ফলাফল অনুযায়ী পারগতার স্তর চিহ্নিত করে দল গঠন করে পাক্ষিক পাঠ পরিকল্পনা ও দৈনিক পাঠ পরিকল্পনা করে পাঠদান করা হয় পুনারায়। অতঃপর পাক্ষিক মূল্যায়ন করে পাক্ষিক পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়।
কোনো অ্যাকশন রিসার্চ বা অ্যাসাইনমেন্টের সুযোগ নাই।	গাঠনিক মূল্যায়নের জন্য প্রতিটি বিষয়ে (এক্সপ্রেসিভ আর্টস ছাড়া) ১টি অ্যাকশন রিসার্চ, ২টি অ্যাসাইনমেন্ট এবং ১টি উপস্থাপন সম্পন্ন করতে হয়।

ডিপিএড কোর্স পরিচিতি :

কোর্সটির শিক্ষাক্রম ও বিষয়াবলি :

- সাম্প্রতিককালে উন্নত বিশ্বে শিক্ষক শিক্ষার দার্শনিক ভিত্তি (গঠনবাদ তত্ত্ব) অনুসরণ করে এ কোর্সটির ভিত্তি রচিত হয়েছে। সে অনুসারে কোর্সটির শিক্ষাক্রম, প্রোগ্রাম কাঠামো এবং মূল্যায়নের ক্ষেত্রে গঠনবাদতত্ত্ব অনুসৃত হয়েছে।
- কোর্সটি বিদ্যালয়সংক্রান্ত বিষয়গুলিতে অর্থাৎ বাংলা, গণিত, ইংরেজি, প্রাথমিক বিজ্ঞান এবং বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ে বিষয়জ্ঞান ও শিক্ষণবিজ্ঞান এ দুটি অংশ সন্নিবেশিত হয়েছে।
- পেশাগত শিক্ষা অংশে প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক, শিখন শেখানো কৌশল সম্পর্কিত তত্ত্বসহ শিক্ষার্থীদের শিখানো কাজের নমুনা পাঠ-পরিকল্পনা, মূল্যায়ন, পেশাগত মূল্যায়ন, পেশাগত মূল্যবোধ ও ধর্মীয় শিক্ষা এবং ICT অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। এছাড়াও শিশুর বিকাশ ও একীভূত শিক্ষা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য সন্নিবেশিত হয়েছে।
- শারীরিক শিক্ষা, চারু ও কারুকলা এবং সংগীত বিষয়গুলোকে একত্রিত করে এক্সপ্রেসিভ আর্ট নামে একটি ভিন্ন বিষয় যোগ করা হয়েছে।

ক্রেডিট ঘন্টা ঃ

- সমগ্র কোর্সটিকে ৯৬ ক্রেডিট ঘন্টায় বিভক্ত। কোর্সের তাত্ত্বিক কোর্সের জন্য ৪৭.৫ এবং অনুশীলনের জন্য ৪৮.৫ ক্রেডিট ঘন্টা নির্ধারণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, তাত্ত্বিক বিষয়গুলো অধীত হয় পিটিআইতে এবং অনুশীলন সংক্রান্ত বিষয় পরিচালিত হয় প্রশিক্ষণ বিদ্যালয় এবং শিক্ষার্থীর নিজ বিদ্যালয়ে।

মূল্যায়ন ঃ

- শিক্ষার্থীর তাত্ত্বিক জ্ঞান মূল্যায়িত হয় গাঠনিক ও সামষ্টিক মূল্যায়নের মাধ্যমে এবং তা সম্পাদিত হয় অ্যাকশন রিসার্চ, অ্যাসাইনমেন্ট, উপস্থাপন এবং দুটি লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে ; অন্যদিকে প্রশিক্ষণ বিদ্যালয়ে অনুশীলনে শিক্ষার্থী সামগ্রিকভাবে শিক্ষক যোগ্যতা তথা শিক্ষকমান অর্জন করে।

ডিপিএড শিক্ষাক্রম

ভিশন :

আনন্দময় ও শিশুবান্ধব পরিবেশে শিশুদের বয়স ও সামর্থ্য অনুয়ায়ী শারীরিক, মানসিক, আবেগিক, সামাজিক, নান্দনিক, বুদ্ধিবৃত্তীয় ও ভাষাবৃত্তীয় তথা সার্বিক বিকাশ সাধনের উপযোগী শিক্ষাদানে সক্ষম, আধুনিক মানসিকতা এবং পেশাগত দক্ষতাসম্পন্ন শিক্ষক তৈরি।

ডিপিএড কর্মসূচির লক্ষ্য :

ডিপিএড কর্মসূচির লক্ষ্য হলো প্রাথমিক শিক্ষকের পেশাগত জ্ঞান ও উপলব্ধি, পেশাগত অনুশীলন এবং পেশাগত মূল্যবান ও সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন যোগ্যতার বিকাশ সাধন করা।

ডিপিএড কর্মসূচির উদ্দেশ্য :

ক। পেশাগত জ্ঞান ও উপলব্ধি :

- প্রাক-প্রাথমিক এবং প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষাক্রমের সামগ্রিক দিক সম্পর্কে পরিকল্পনা, শিখন কাজ পরিচালনা এবং মূল্যায়নের জন্য প্রয়োজনীয় বিষয়জ্ঞান অর্জন করা।
- প্রাক-প্রাথমিক এবং প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষাক্রমের সামগ্রিকভাবে শিখন শেখানো কাজ পরিকল্পনা, শিক্ষণ কাজ পরিচালনা এবং মূল্যায়নের জন্য পরিপূর্ণভাবে প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জন করা।
- প্রাক-প্রাথমিক এবং প্রাথমিক শিক্ষাক্রমের অবকাঠামো, বিষয়, যোগ্যতা এবং মূল্যায়ন কৌশল সম্পর্কে যথাযথ উপলব্ধি ও প্রয়োগ করার যথাযথ জ্ঞান লাভ করা।
- শিশুর বিকাশ এবং শিখন তত্ত্বের কার্যকর এবং একীভূত শিখনচর্চা এবং প্রয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জন ও উপলব্ধি করা।
- বিদ্যালয় এবং চাকুরিসংক্রান্ত সকল নিয়মবিধি এবং নীতি নৈতিকতা সম্পর্কে পর্যাপ্ত ধারণা লাভ করা।

খ। পেশাগত অনুশীলন :

- সকল শিক্ষার্থীর শিখন চাহিদা অনুসারে বিভিন্ন পদ্ধতি ও কৌশল ব্যবহার করে শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক পাঠপরিকল্পনা প্রণয়ন করা, শিখন শেখানো কাজ পরিচালনা এবং সহায়তা দানের সক্ষমতা প্রদর্শন করা।
- সকল শিশু শিক্ষার্থী সম্পর্কে উচ্চাশা পোষণ এবং কর্মক্ষেত্রে তা প্রদর্শন করা।
- শিক্ষার্থী , সহকর্মী ও শিক্ষার্থীদের অভিভাবকসহ সংশ্লিষ্ট সকলের সাথে যোগাযোগ রক্ষার সক্ষমতা অর্জন করা।
- সকল শিশু শিক্ষার্থী সহজেই বুঝতে পারে এমনভাবে শিখনের বিষয় উপস্থাপন করার কৌশল অর্জন করা।
- সঠিক শ্রেণিভিত্তিক ব্যবস্থাপনা এবং বিভিন্ন ধরনের শিখন সহায়ক কাজ পরিচালনার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শিখনের অগ্রগতি সাধনের সক্ষমতা অর্জন করা।
- সঠিকভাবে প্রশ্ন করা এবং শিক্ষার্থীরা যেন প্রশ্ন করে সেভাবে তাঁদের উৎসাহিত করার দক্ষতা প্রদর্শন করা ।
- একটি নিরাপদ, সৃষ্টিশীল, প্রণোদনামূলক এবং একীভূত শিখন পরিবেশ সৃষ্টির সক্ষমতা প্রদর্শন করা।
- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহারসহ প্রাসঙ্গিক এবং কার্যকর শিখন সামগ্রী নির্বাচন, তৈরি এবং ব্যবহার করার সক্ষমতা অর্জন করা।
- শিশু শিক্ষার্থীর শিখনে সহায়তা প্রদান এবং যাচাই ও একীভূত শিক্ষাকে উৎসাহ দানের লক্ষ্যে মনিটরিং করা ও বিভিন্ন মূল্যায়ন কৌশল, পরিকল্পনা ও ব্যবহার করার দক্ষতা অর্জন করা।

গ। পেশাগত মূল্যবোধ ও সম্পর্ক স্থাপন:

- সকল শিশু শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সমতা বিধান, একীভূতকরণ এবং সমভাবে বিচারের অঙ্গীকার প্রদর্শন করা।

- ধারাবাহিক পেশাগত উন্নয়ন এবং অনুচিন্তনমূলক শিক্ষণ চর্চার প্রতি অঙ্গীকার প্রদর্শন করা।
- বিদ্যালয়ের সাথে জড়িত মাতা-পিতা, স্থানীয় জনগন, ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের সাথে কার্যকরভাবে সম্পর্ক স্থাপন এবং কাজ করার সক্ষমতা ও অঙ্গীকার প্রদর্শন করা।
- সহকর্মীদের সাথে পেশাগত সহযোগিতা প্রদানের প্রতি অঙ্গীকার প্রদর্শন করা।

৪.২.৯ পাঠ্যসূচির তুলনামূলক পর্যালোচনার ভিত্তিতে গবেষকের মন্তব্য

দুটি প্রোগ্রামের মধ্যে বিষয়বস্তুর প্রায় সকল ক্ষেত্রে মিল লক্ষ্য করাযায়। সি.ইন.এড কোর্সের মধ্যে সংগীত বিষয়ের অতিরিক্ত অন্তর্ভূক্তি ছাড়া তেমন কোন পার্থক্য নেই। সুতরাং বলা যায় দুটো প্রোগ্রামের বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে প্রশিক্ষণার্থীরা প্রায় সমপর্যারে জ্ঞান আহরণ করে থাকে । যদিও সি.এড প্রশিক্ষণে এইচ.এস.সি পাশ এর যোগ্যতা নিয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে পারে এবং সি.ইন.এড প্রশিক্ষণে সাধারণত শিক্ষকরা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে বলে তারা তুলনামূলক ভাবে বেশি মেধাবী হয় এবং এতে তাদের পারদর্শিতা ও দক্ষতার পার্থক্য থাকতে পারে। তাই এ ক্ষেত্রে সমতা আনয়নে সি.এড কোর্সে প্রশিক্ষণার্থীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা মাপকাঠিতে একটু পরিবর্তন এনে উন্নত গ্রেডধারীদের প্রশিক্ষণের সুযোগ প্রদান করা যেতে পারে।

৪.৩ মতামতের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ

বাউবি পরিচালিত সি.এড কারিকুলাম এবং নেপ (NAPE) পরিচালিত সি.ইন.এড কারিকুলামের তুলনামূলক পর্যালোচনা- শীর্ষক গবেষণায় বাউবি পরিচালিত সি.এড প্রোগ্রামের সাথে NAPE পরিচালিত সি.ইন.এড কোর্সের সামগ্রিক বিষয়ের তথ্য সংগ্রহের জন্য ৫০ জন ইন্সট্রাক্টরদের নিকট থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। মতামত মালার মাধ্যমে যেসব তথ্য সংগ্রহ করা হয় সেগুলি ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপন করা হলো। (মতামত প্রদানকারী ইন্সট্রাক্টরদের নাম এবং কর্মস্থল পরিশিষ্ট-খ তে উল্লেখ করা হয়েছে।

সারণী-৪.৩ বাউবি পরিচালিত সি.এড প্রোগ্রাম এবং নেপ (NAPE) পরিচালিত সি.ইন.এড কোর্স বিষয়ক প্রশিক্ষকদের মতামতের গণসংখ্যা এবং গড় মান

ক্র.	প্রশিক্ষণ সম্পর্কিত উক্তি	মূল্যায়ন ক্ষেত্র	মতামত					গড়
			সম্পূর্ণ একমত	একমত	নিরপেক্ষ	একমত নই	মোটেই একমত নই	
১.	প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।	C.in.Ed	৪০	৮	২	০	০	৪.৭৬
		C.Ed	৪০	৭	২	১	০	৪.৭২
২.	প্রশিক্ষণ পদ্ধতি ও কৌশল শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধিতে যথোপযুক্ত।	C.in.Ed	১০	৩০	৭	২	১	৩.৯২
		C.Ed	৫	৮	৩০	৪	৩	৩.১৬
৩.	শিক্ষকদের অধ্যয়নশীলকরার ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখে।	C.in.Ed	২০	২০	৮	১	১	৪.১৪
		C.Ed	১০	১০	৪	২৫	১	৩.০৬
৪.	শিক্ষকদের পাঠ প্রদানের প্রতি সচেতন করার ক্ষেত্রেগুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।	C.in.Ed	২০	৮	১০	৮	৪	৩.৬৪
		C.Ed	৯	২০	৯	৭	৫	৩.৪২
৫.	প্রশিক্ষণের জন্য প্রণীত পাঠ সামগ্রী যথাযথ ও পর্যাপ্ত।	C.in.Ed	৩	১০	২৫	৭	৫	২.৯৮
		C.Ed	২	৫	৫	২৮	১০	২.২২
৬.	প্রশিক্ষণের জন্য রচিত পাঠ্যপুস্তকের ভাষা সহজবোধ্য এবং বিষয়বস্তু ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপিত হয়েছে।	C.in.Ed	২	৩২	৭	২	৭	৩.৪
		C.Ed	১০	৩৫	৩	২	০	৪.০৬
৭.	সংশ্লিষ্ট লাইব্রেরীতে পর্যাপ্ত বই পুস্তক রয়েছে।	C.in.Ed	৩০	৮	৮	৩	১	৪.২৬
		C.Ed	১	৪	১০	২৭	৮	২.২৬

৮.	বিষয়বস্তুর মধ্যে কর্মমুখী অভিজ্ঞতা অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।	C.in.Ed	২০	১০	৮	৭	৫	৩.৬৬
		C.Ed	৩	১০	৭	২০	১০	২.৫২
৯.	প্রশিক্ষক এবং প্রশিক্ষণার্থী অনুপাত সন্তোষজনক।	C.in.Ed	০	২	৩	২৫	২০	১.৭৪
		C.Ed	০	৬	১০	১২	২২	২.০০
১০.	প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানসিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশের সুযোগ রয়েছে।	C.in.Ed	২৭	১০	৮	৩	২	৪.১৪
		C.Ed	৫	৮	২৭	৮	২	৩.১২
১১.	শিক্ষকদের নব নব কৌশল ও পদ্ধতি আয়ত্ব করে পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি করতে সহায়ক।	C.in.Ed	৩০	৮	৭	৫	০	৪.২৬
		C.Ed	৭	৩২	৬	৩	২	৩.৭৮
১২.	শিক্ষকদের বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দিক নির্দেশনা দেয়।	C.in.Ed	৩৩	৮	৭	২	০	৪.৪৪
		C.Ed	৩১	৬	৫	৭	৩	৪.২২
১৩.	শিক্ষককে পাঠের ধারাবাহিক কৌশল (পাঠ ঘোষণা, উপস্থাপন, মূল্যায়ন) আয়ত্ব করতে সহায়ক।	C.in.Ed	২৮	৮	১০	২	২	৪.১৬
		C.Ed	২০	১০	৮	৭	৫	৩.৬৬
১৪.	শ্রেণী নিয়ন্ত্রণে শিক্ষককে যথাযথ কৌশল শিক্ষা দেয়।	C.in.Ed	৩৪	৮	৬	২	০	৪.৪৮
		C.Ed	৩২	৭	৬	৫	০	৪.৩২
১৫.	শিশুর সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ সাধনের ক্ষেত্রে শিক্ষককে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দেয়।	C.in.Ed	৪০	৭	৩	০	০	৪.৭৪
		C.Ed	৩৩	১০	২	৩	২	৪.৩৮
১৬.	শিক্ষার্থীদের চাহিদা, মেধা, রুচি, বয়স, সামর্থ্য, অনুযায়ী শিক্ষাদানে শিক্ষককে অভ্যস্ত করতে সহায়ক।	C.in.Ed	১০	২৫	৮	৪	৩	৩.৭০
		C.Ed	২	১০	২০	১০	৮	২.৭৬
১৭.	মনোবৈজ্ঞানিক দিক সম্পর্কে জ্ঞান লাভের মাধ্যমে শিক্ষককে শিক্ষার্থীদের মনস্তত্ব বুঝে পাঠদানে সহায়ক।	C.in.Ed	২	১০	২০	১০	৮	২.৭৬
		C.Ed	৭	২৭	১০	৪	২	৩.৬৬

১৮.	শিক্ষককে শিক্ষার্থীদের মনস্তত্ব বুঝে পাঠদানে সহায়ক।	C.in.Ed	১৪	২৪	৬	৩	৩	৩.৮৬
		C.Ed	৬	১০	২০	১০	৪	৩.০৮
১৯.	শিক্ষককে শ্রেণীকক্ষে উপকরণ ব্যবহারের ক্ষেত্রে আগ্রহী করে তুলতে সহায়ক।	C.in.Ed	২০	১০	৮	৭	৫	৩.৬৬
		C.Ed	১০	১৬	৮	৮	৮	৩.২৪
২০.	শিক্ষকের শ্রেনীকক্ষে উপকরণ ব্যবহারের সঠিক কৌশল শিক্ষা দেয়।	C.in.Ed	২২	৯	৮	৬	৫	৩.৭৪
		C.Ed	১০	২০	১০	৬	৪	৩.৫২
২১.	শিক্ষককে শ্রেণী উপযোগী উপকরণ নির্বাচন করে এবং সংগ্রহ সম্পর্কে বাস্তব জ্ঞান দান করে।	C.in.Ed	১২	১২	১১	৮	৭	৩.২৮
		C.Ed	১০	১০	১১	১০	৯	৩.০৪
২২.	প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জ্ঞান, দক্ষতা NAPE পরিচালিত সিইনএড কোর্সের শিক্ষাক্রমের কাঠামো এবং দৃষ্টিভঙ্গির সমন্বয়ের মাধ্যমে শিক্ষকদের পেশাগত মানোন্নয়নে যথেষ্ট সহায়ক।	C.in.Ed	২০	১০	৮	৮	৪	৩.৬৮
		C.Ed	১৮	৮	১০	৯	৫	৩.৫০
২৩.	অর্জিত জ্ঞান বাস্তবে প্রয়োগের অর্থাৎ পাঠদান অনুশীলনের সুযোগ রয়েছে।	C.in.Ed	১২	২০	৮	৮	২	৩.৬৪
		C.Ed	৮	১০	২০	১০	২	৩.২৪
২৪.	শিক্ষকদের পাঠদান প্রক্রিয়া যথাযথভাবে মূল্যায়ন করা হয়।	C.in.Ed	১০	২২	১০	৬	২	৩.৬৪
		C.Ed	৩	২৫	৮	৮	৬	৩.২২
২৫.	বিষয়বস্তু অনুযায়ী যথাযথ শিখনফল অর্জনে সঠিক পাঠ পরিকল্পনা তৈরীতে শিক্ষকদের দক্ষ করে তুলতে সহায়ক।	C.in.Ed	২০	১০	৯	৮	৩	৩.৭২
		C.Ed	১০	২০	৮	৯	৩	৩.৫০
২৬.	চাকুরীকালীন এবং চাকুরী পূর্ব প্রশিক্ষণের সুযোগ রয়েছে।	C.in.Ed	৫০	০	০	০	০	৫.০০
		C.Ed		৫০	০	০	০	৫.০০

২৭.	অনিয়মিত হাজির থেকেও পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করা যায়।	C.in.Ed	০	৩	১০	১০	২৭	১.৭৮
		C.Ed	৫	২৫	৮	৮	৪	৩.৩৮
২৮.	প্রশিক্ষণকালীন ভাতার ব্যবস্থা রয়েছে।	C.in.Ed	৪৮	২	০	০	০	৪.৯৬
		C.Ed	০	০	৩	৪৭	০	২.০৬
২৯.	প্রশিক্ষণ শেষে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চাকুরী করার জন্য উপযুক্ত।	C.in.Ed	২০	১০	১০	৫	৫	৩.৭০
		C.Ed	২	২০	১৫	৫	৮	৩.০৬
৩০.	বাংলাদেশের বর্তমান আর্থ-সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়নে যথেষ্ট উপযোগী।	C.in.Ed	৮	১১	১৬	১০	৫	৩.১০
		C.Ed	৯	১০	১৭	৮	৬	৩.১৬

১। পূর্ব বর্ণিত সারণীতে দেখা যায়, "প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে"- উক্তির প্রেক্ষিতে সি.ইন.এড কোর্স সম্পর্কে ৪০ জন সম্পূর্ণ একমত ৮ জন একমত, ২ জন নিরপেক্ষ মত পোষণ করেন। একমত নই ও মোটেই একমত নই এর পক্ষে একজনও মতামত প্রদান করেননি। মতামতের গড় মান ৪.৭৬ ফলে সিদ্ধান্ত হচ্ছে মতামতটি সম্পূর্ণ একমত হিসেবে গৃহীত।

সি.এড প্রোগ্রাম সম্পর্কে ৪০ জন সম্পূর্ণ একমত, ৭ জন একমত, ২ জন নিরপেক্ষ, ১ জন একমত নই মত পোষণ করেন। মোটেই একমত নই বলে কেউ মত প্রকাশ করেনি। মতামতের গড় মান ৪.৭২। ফলে গড় মানের প্রেক্ষিতে সিদ্ধান্ত হচ্ছে মতামতটি সম্পূর্ণ একমত হিসেবে গৃহীত।

২। "প্রশিক্ষণ পদ্ধতি ও কৌশল শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধিতে যথোপযুক্ত"- উক্তির প্রেক্ষিতে সি.ইন.এড কোর্সের ক্ষেত্রে ১০জন সম্পূর্ণ একমত, ৩০ জন একমত, ৭ জন নিরপেক্ষ, ২ জন একমত নই এবং ১ জন মোটেই একমত নই বলে মত প্রকাশ করেন। এর গড় মান ৩.৯২। সিদ্ধান্ত হচ্ছে একমত।

সি.এড প্রোগ্রাম সম্পর্কে ৫ জন সম্পূর্ণ একমত ৮ জন একমত, ৩০ জন নিরপেক্ষ, ৪ জন একমত নই এবং ৩ জন মোটেই একমত নই বলে মত প্রকাশ করেন। গড় মান ৩.১৬ এর ফলে উক্তিটির ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নিরপেক্ষ।

৩। "শিক্ষকদের অধ্যয়নশীল করার ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখে"- উক্তির প্রেক্ষিতে সি.ইন.এড কোর্সের জন্য ২০ জন সম্পূর্ণ একমত, ২০ জন একমত, ৮ জন নিরপেক্ষ, ১ জন একমত নই, ১ জন মোটেই একমত নই মত প্রকাশ করেন। গড় মান ৪.১৪। সিদ্ধান্ত একমতের পক্ষে।
সি.এড কোর্সের ক্ষেত্রে ১০ জন সম্পূর্ণ একমত, ১০ জন একমত, ৪ জন নিরপেক্ষ, ২৫ জন একমত নই এবং ১ জন মোটেই একমত নই বলে মত প্রকাশ করেন। গড় মান ৩.০৬। ফলে সিদ্ধান্ত নিরপেক্ষ।

৪। "শিক্ষকদের পাঠ প্রদানের প্রতি সচেতন করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে"- উক্তিটির প্রেক্ষিতে সি.ইন.এড কোর্সের ক্ষেত্রে ২০ জন সম্পূর্ণ একমত, ৮ জন একমত ১০ জন নিরপেক্ষ, ৮ জন একমত নই এবং ৪ জন মোটেই একমত নই মত প্রকাশ করেন। মতামতের গড় মান ৩.৬৪। উক্তিটির ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত একমতের পক্ষে।
সি.এড প্রোগ্রামের ক্ষেত্রে ৯ জন সম্পূর্ণ একমত, ৯ জন নিরপেক্ষ, ৭ জন একমত নই এবং ৫ জন মোটেই একমত নই বলে মত প্রকাশ করেন। গড় মান ৩.৪২। উক্তিটি এক্ষেত্রে নিরপেক্ষ।

৫। "শিক্ষণের জন্য প্রণীত পাঠ সামগ্রী যথাযথ ও পর্যাপ্ত"- উক্তিটির প্রেক্ষিতে সি.ইন.এড কোর্সের ক্ষেত্রে ৩ জন সম্পূর্ণ একমত, ১০ জন একমত, ২৫ জন নিরপেক্ষ, ৭ জন একমত নই এবং ৫ জন মোটেই একমত নই মত প্রকাশ করেন। গড় মান ২.৯৮। এক্ষেত্রে উক্তিটির পক্ষে নিরপেক্ষ সিদ্ধান্ত।
সি.এড কোর্সের ক্ষেত্রে ২ জন সম্পূর্ণ একমত, ৫ জন একমত, ৫ জন নিরপেক্ষ, ২৮ জন একমত নই এবং ১০ জন মোটেই একমত নই বলে মত প্রকাশ করেন। গড় মান ২.২২। এক্ষেত্রে উক্তিটিতে সিদ্ধান্ত হচ্ছে একমত নই এর পক্ষে।

৬। "প্রশিক্ষণের জন্য রচিত পাঠ্যপুস্তকের ভাষা সহজবোধ্য এবং বিষয়বস্তু ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপিত হয়েছে"- উক্তিটিতে সি.ইন.এড কোর্সের ক্ষেত্রে ২ জন সম্পূর্ণ একমত, ২৩ জন একমত,

৭ জন নিরপেক্ষ, ২ জন একমত নই এবং ৭ জন মোটেই একমত নই মত প্রকাশ করেন। গড় মান ৩.৪০ এর ফলে উক্তিটি এক্ষেত্রে নিরপেক্ষ।

সি.এড. কোর্সের ক্ষেত্রে ১০ জন সম্পূর্ণ একমত, ৩৫ জন একমত, ৩ জন নিরপেক্ষ, ২ জন একমত নই মত প্রকাশ করেন। মোটেই একমত নই বলে কেউ মত প্রকাশ করেননি। গড় মান ৪.০৬। ফলে সিদ্ধান্ত একমতের পক্ষে।

৭। "সংশ্লিষ্ট লাইব্রেরীতে পর্যাপ্ত বই আছে"- উক্তিটিতে সি.ইন.এড কোর্সের ক্ষেত্রে ৩০ জন সম্পূর্ণ একমত, ৮ জন একমত, ৮ জন নিরপেক্ষ, ৩ জন একমত নই এবং ১ জন মোটেই একমত নই বলে মত প্রকাশ করেন। গড় মান ৪.২৬ এর ফলে সিদ্ধান্ত একমতের পক্ষে।

সি.এড. প্রোগ্রামের ক্ষেত্রে ১ জন সম্পূর্ণ একমত, ৪ জন একমত, ১০ জন নিরপেক্ষ, ২৭ জন একমত নই এবং ৮ জন মোটেই একমত নই বলে মত প্রকাশ করেন। গড় মান ২.২৬ এর ফলে এক্ষেত্রে একমত নই বলে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

৮। "বিষয়বস্তুর মধ্যে কর্মমূখী অভিজ্ঞতা অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে"- উক্তির প্রেক্ষিতে সি.ইন.এড কোর্সের ক্ষেত্রে ২০ জন সম্পূর্ণ একমত, ১০ জন একমত, ৮ জন নিরপেক্ষ, ৭ জন একমত নই এবং ৫ জন মোটেই একমত নই বলে মত প্রকাশ করেন। গড় মান ৩.৬৬ এর ফলে উক্তিটির পক্ষে একমত।

সি.এড কোর্সের ক্ষেত্রে ৩ জন সম্পূর্ণ একমত, ১০ জন একমত, ৮ জন নিরপেক্ষ, ৭ জন একমত নই এবং ৫ জন মোটেই একমত নই বলে মত প্রকাশ করেন। গড় মান ২.৫২। ফলে এক্ষেত্রে উক্তিটি নিরপেক্ষ।

৯। "প্রশিক্ষক এবং প্রশিক্ষণার্থী অনুপাত সন্তোষজনক"- উক্তির প্রেক্ষিতে সি.ইন.এড কোর্সের ক্ষেত্রে ২ জন একমত, ৩ জন নিরপেক্ষ, ২৫ জন একমত নই, ২০ জন মোটেই একমত নই বলে মতামত দেন। গড় মান ১.৭৪। এক্ষেত্রে উক্তিটিতে একমত নই এর পক্ষে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সি.এড কোর্সের ক্ষেত্রে ৬ জন একমত, ১০ জন নিরপেক্ষ, ১২ জন একমত নই, ২২ জন মোটেই একমত নই বলে মত প্রকাশ করেন। সম্পূর্ণ একমতের পক্ষে কেউ মত দেননি। গড় মান ২.০। ফলে সিদ্ধান্ত একমত নই এর পক্ষে।

১০। "প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানসিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশের সুযোগ রয়েছে"- উক্তির ক্ষেত্রে সি.ইন.এড কোর্সে ২৭ জন সম্পূর্ণ একমত, ১০ জন একমত, ৮ জন নিরপেক্ষ, ৩ জন একমত নই এবং ২ জন মোটেই একমত নই বলে মত প্রকাশ করেন। গড় মান ৪.১৪ এর ফলে সিদ্ধান্ত একমতের পক্ষে।

সি.এড. প্রোগ্রামের ক্ষেত্রে ৫ জন সম্পূর্ণ একমত, ৮ জন একমত, ২৭ জন নিরপেক্ষ, ৮ জন একমত নই এবং ২ জন মোটেই একমত নই বলে মত প্রকাশ করেন। গড় মান ৩.১২। এক্ষেত্রে উক্তিটি নিরপেক্ষ হিসেবে গৃহীত।

১১। "শিক্ষকদের নব নব কৌশল ও পদ্ধতি আয়ত্ব করে পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি করতে সহায়ক"- উক্তিটিতে সি.ইন.এড কোর্সের ক্ষেত্রে ৩০ জন সম্পূর্ণ একমত, ৮ জন একমত, ৭ জন নিরপেক্ষ, ৫ জন একমত নই বলে মত প্রকাশ করেন। মোটেই একমত নই বলে কেউ মত প্রকাশ করেননি। গড় মান ৪.২৬ এর ফলে সিদ্ধান্ত একমতের পক্ষে।

সি.এড. প্রোগ্রামের ক্ষেত্রে ৭ জন সম্পূর্ণ একমত, ৩২ জন একমত, ৬ জন নিরপেক্ষ, ৩ জন একমত নই এবং ২ জন মোটেই একমত নই বলে মত প্রকাশ করেন। গড় মান ৩.৭৮ এর ফলে সিদ্ধান্ত একমতের পক্ষে।

১২। "শিক্ষকদেরকে বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দিক নির্দেশনা দেয়"- উক্তিটিতে সি.ইন.এড কোর্সের ক্ষেত্রে ৩৩ জন সম্পূর্ণ একমত, ৮ জন একমত, ৭ জন নিরপেক্ষ, ২ জন একমত নই বলে মত প্রকাশ করেন। মোটেই একমত নই বলে কেউ মত প্রকাশ করেননি। এক্ষেত্রে গড় মান ৪.৪৪। উক্তিটি তাই একমত হিসেবে গৃহীত।

সি.এড. প্রোগ্রামের ক্ষেত্রে ৩১ জন সম্পূর্ণ একমত, ৬ জন একমত, ৫ জন নিরপেক্ষ, ৭ জন একমত নই এবং ৩ জন মোটেই একমত নই বলে মত প্রকাশ করেন। গড় মান ৪.২২। উক্তিটি এক্ষেত্রে একমত বলে গৃহীত।

১৩। "শিক্ষককে পাঠের ধারাবাহিক কৌশল (পাঠ ঘোষণা, উপস্থাপন, মূল্যায়ন) আয়ত্ব করতে সহায়ক"- উক্তিটিতে সি.ইন.এড কোর্সের ক্ষেত্রে ২৮ জন সম্পূর্ণ একমত, ৮ জন একমত, ১০ জন নিরপেক্ষ, ২ জন একমত নই, ২ জন মোটেই একমত নই বলে মত প্রকাশ করেন। গড় মান ৪.১৬। উক্তিটি একমত বলে গৃহীত।

সি.এড. প্রোগ্রামের ক্ষেত্রে ২০ জন সম্পূর্ণ একমত, ১০ জন একমত, ৮ জন নিরপেক্ষ, ৭ জন একমত নই, ৫ জন মোটেই একমত নই বলে মত প্রকাশ করেন। গড় মান ৩.৬৬। উক্তিটি এক্ষেত্রে একমত বলে গৃহীত।

১৪। "শ্রেণী নিয়ন্ত্রণে শিক্ষককে যথাযথ কৌশল শিক্ষা দেয়"- উক্তিটিতে সি.ইন.এড কোর্সের ক্ষেত্রে ৩৪ জন সম্পূর্ণ একমত, ৮ জন একমত, ৬ জন নিরপেক্ষ, ২ জন একমত নই বলে মত প্রকাশ করেন। মোটেই একমত নই বলে কেউ মত প্রকাশ করেননি। গড় মান ৪.৪৮। উক্তিটি এক্ষেত্রে একমত বলে গৃহীত।

সি.এড. প্রোগ্রামের ক্ষেত্রে ৩২ জন সম্পূর্ণ একমত, ৭ জন একমত, ৬ জন নিরপেক্ষ, ৫ জন একমত নই বলে মত প্রকাশ করেন। মোটেই একমত নই বলে কেউ মত প্রকাশ করেননি। গড় মান ৪.৩২। উক্তিটি এক্ষেত্রে একমত হিসেবে গৃহীত।

১৫। "শিশুর সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ সাধনের ক্ষেত্রে শিক্ষককে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দেয়"- উক্তিটিতে সি.ইন.এড কোর্সের ক্ষেত্রে ৪০ জন সম্পূর্ণ একমত, ৭ জন একমত, ৩ জন নিরপেক্ষ বলে মত দেন। একমত নই এবং মোটেই একমত নই বলে কেউ মত দেননি। গড় মান ৪.৭৪। উক্তিটি এক্ষেত্রে সম্পূর্ণ একমত বলে গৃহীত।

সি.এড. প্রোগ্রামের ক্ষেত্রে ৩৩ জন সম্পূর্ণ একমত, ১০ জন একমত, ২ জন নিরপেক্ষ, ৩ জন একমত নই এবং ২ জন মোটেই একমত নই বলে মত প্রকাশ করেন। গড় মান ৪.৩৮। উক্তিটি এক্ষেত্রে একমত হিসেবে গৃহীত।

১৬। "শিক্ষার্থীদের চাহিদা, মেধা, রুচি, বয়স, সামর্থ্য অনুযায়ী শিক্ষাদানে শিক্ষককে অভ্যস্ত করতে সহায়ক"- উক্তিটিতে সি.ইন.এড কোর্সের ক্ষেত্রে ১০ জন সম্পূর্ণ একমত, ২৫ জন একমত, ৮ জন নিরপেক্ষ, ৪ জন একমত নই এবং ৩ জন মোটেই একমত নই বলে মত দেন। গড় মান ৩.৭০। উক্তিটি এক্ষেত্রে একমত বলে গৃহীত।

সি.এড. প্রোগ্রামের ক্ষেত্রে ২ জন সম্পূর্ণ একমত, ১০ জন একমত, ২০ জন নিরপেক্ষ, ১০ জন একমত নই এবং ৮ জন মোটেই একমত নই বলে মত প্রকাশ করেন। গড় মান ২.৭৬। উক্তিটি এক্ষেত্রে নিরপেক্ষ হিসেবে গৃহীত।

১৭। "মনোবিজ্ঞানিক দিক সম্পর্কে জ্ঞান লাভের মাধ্যমে শিক্ষককে শিক্ষার্থীদের মনস্তত্ত্ব বুঝে পাঠদানে সহায়ক"- উক্তিটিতে সি.ইন.এড কোর্সের ক্ষেত্রে ৫ জন সম্পূর্ণ একমত, ২৫ জন একমত, ১২ জন নিরপেক্ষ, ৬ জন একমত নই, ২ জন মোটেই একমত নই বলে মত প্রকাশ করেন। গড় মান ৩.৫০। উক্তিটি এক্ষেত্রে একমত বলে গৃহীত।

সি.এড. প্রোগ্রামের ক্ষেত্রে ৭ জন সম্পূর্ণ একমত, ২৭ জন একমত ১০ জন নিরপেক্ষ, ৪ জন একমত নই, ২ জন মোটেই একমত নই বলে মত প্রকাশ করেন। গড় মান ৩.৬৬। এক্ষেত্রে উক্তিটি একমত হিসেবে গৃহীত।

১৮। "শিক্ষার্থীদের জন্য পাঠের উপযোগী পরিবেশ তৈরী করার ক্ষেত্রে শিক্ষকের দক্ষতা বৃদ্ধির সহায়ক"- উক্তিটিতে সি.ইন.এড কোর্সের ক্ষেত্রে ১৪ জন সম্পূর্ণ একমত, ২৪ জন একমত, ৬ জন নিরপেক্ষ, ৩ জন একমত নই, ৩ জন মোটেই একমত নই বলে মত প্রকাশ করেন। গড় মান ৩.৮৬। উক্তিটি এক্ষেত্রে একমত হিসেবে গৃহীত।

সি.এড. প্রোগ্রামের ক্ষেত্রে ৬ জন সম্পূর্ণ একমত, ১০ জন একমত, ২০ জন নিরপেক্ষ, ১০ জন একমত নই, ৪ জন মোটেই একমত নই বলে মত দেন। গড় মান ৩.০৮। উক্তিটি এক্ষেত্রে নিরপেক্ষ।

১৯। "শিক্ষককে শ্রেণীকক্ষে উপকরণ ব্যবহারের ক্ষেত্রে আগ্রহী করে তুলতে সহায়ক"- উক্তিটিতে সি.ইন.এড কোর্সের ক্ষেত্রে ২০ জন সম্পূর্ণ একমত, ১০ জন একমত, ৮ জন নিরপেক্ষ, ৭ জন একমত নই, ৫ জন মোটেই একমত নই বলে মত প্রকাশ করেন। এক্ষেত্রে গড় মান ৩.৬৬। ফলে উক্তিটি একমত হিসেবে গৃহীত।

সি.এড প্রোগ্রামের ক্ষেত্রে ১০ জন সম্পূর্ণ একমত, ১৬ জন একমত, ৮ জন নিরপেক্ষ, ৮ জন একমত নই, ৮ জন মোটেই একমত নই বলে মত প্রকাশ করেন। গড় মান ৩.২৪। উক্তিটি এক্ষেত্রে নিরপেক্ষ হিসেবে গৃহীত।

২০। "শিক্ষককে শ্রেণীকক্ষে উপকরণ ব্যবহারের সঠিক কৌশল শিক্ষা দেয়"- উক্তিটিতে সি.ইন.এড কোর্সের ক্ষেত্রে ২২ জন সম্পূর্ণ একমত, ৯ জন একমত, ৮ জন নিরপেক্ষ, ৬ জন একমত নই, ৫ জন মোটেই একমত নই বলে মত দেন। গড় মান ৩.৭৪। উক্তিটি এক্ষেত্রে একমত হিসেবে গৃহীত।

সি.এড প্রোগ্রামের ক্ষেত্রে ১০ জন সম্পূর্ণ একমত, ২০ জন একমত, ১০ জন নিরপেক্ষ, ৬ জন একমত নই, ৪ জন মোটেই একমত নই বলে মত প্রকাশ করেন। গড় মান ৩.৫২ এর ফলে উক্তিটি এক্ষেত্রে একমত হিসেবে গৃহীত।

২১। "শিক্ষককে শ্রেণী উপযোগী উপকরণ নির্বাচন, তৈরী এবং সংগ্রহ সম্পর্কে বাস্তব জ্ঞান দান করে"- উক্তিটিতে সি.ইন.এড কোর্সের ক্ষেত্রে ১২ জন সম্পূর্ণ একমত, ১২ জন একমত, ১১ জন নিরপেক্ষ, ৮ জন একমত নই, ৭ জন মোটেই একমত নই বলে মত দেন। গড় মান ৩.২৮ এর ফলে উক্তিটি এক্ষেত্রে নিরপেক্ষ হিসেবে গৃহীত।

সি.এড প্রোগ্রামের ক্ষেত্রে ১০ জন সম্পূর্ণ একমত, ১০ জন একমত, ১১ জন নিরপেক্ষ, ১০ জন একমত নই, ৯ জন মোটেই একমত নই বলে মত প্রকাশ করেন। গড় মান ৩.৪০ এর ফলে উক্তিটি এক্ষেত্রে নিরপেক্ষ হিসেবে গৃহীত।

২২। "প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জ্ঞান, দক্ষতা এবং দৃষ্টিভঙ্গির সমন্বয়ের মাধ্যমে শিক্ষকদের পেশাগত মানোন্নয়নে যথেষ্ট সহায়ক"- উক্তিটিতে সি.ইন.এড কোর্সের ক্ষেত্রে ২০ জন সম্পূর্ণ একমত, ১০ জন একমত, ৮ জন নিরপেক্ষ, ৮ জন একমত নই এবং ৪ জন মোটেই একমত নই বলে মত প্রকাশ করেন। এক্ষেত্রে গড় মান ৩.৬৮ বলে উক্তিটি একমত হিসেবে গৃহীত।

সি.এড প্রোগ্রামের ক্ষেত্রে উক্তিটিতে ১৮ জন সম্পূর্ণ একমত, ৮ জন একমত, ১০ জন নিরপেক্ষ, ৯ জন একমত নই, ৫ জন মোটেই একমত নই বলে মত দেন। গড় মান ৩.৫০। ফলে উক্তিটি এক্ষেত্রে একমত হিসেবে গৃহীত।

২৩। "অর্জিত জ্ঞান বাস্তবে প্রয়োগের অর্থাৎ পাঠদান অনুশীলনের সুযোগ রয়েছে"- উক্তিটিতে সি.ইন.এড. কোর্সের ক্ষেত্রে ১২ জন সম্পূর্ণ একমত, ২০ জন একমত, ৮ জন নিরপেক্ষ, ৮ জন একমত নই, ২ জন মোটেই একমত নই বলে মত দেন। গড় মান ৩.৬৪। উক্তিটি এক্ষেত্রে একমত হিসেবে গৃহীত।

সি.এড প্রোগ্রামের ক্ষেত্রে ৮ জন সম্পূর্ণ একমত, ১০ জন একমত, ২০ জন নিরপেক্ষ, ১০ জন একমত নই, ২ জন মোটেই একমত নই বলে মত দেন। গড় মান ৩.২৪। উক্তিটি এক্ষেত্রে নিরপেক্ষ হিসেবে গৃহীত।

২৪। "শিক্ষকদের পাঠদান প্রক্রিয়া যথাযথভাবে মূল্যায়ন করা হয়"- উক্তিটিতে সি.ইন.এড কোর্সের ক্ষেত্রে ১০ জন সম্পূর্ণ একমত, ২২ জন একমত, ১০ জন নিরপেক্ষ, ৬ জন একমত নই, ২ জন মোটেই একমত নই বলে মত দেন। গড় মান ৩.৬৪। উক্তিটি এক্ষেত্রে একমত বলে গৃহীত।
সি.এড প্রোগ্রামের ক্ষেত্রে ৩ জন সম্পূর্ণ একমত, ২৫ জন একমত, ৮ জন একমত নই, ৬ জন মোটেই একমত নই বলে মত দেন। গড় মান ৩.২২। এর ফলে উক্তিটি এক্ষেত্রে নিরপেক্ষ বলে বিবেচিত।

২৫। "বিষয়বস্তু অনুযায়ী যথাযথ শিখনফল অর্জনে সঠিক পাঠ পরিকল্পনা তৈরীতে শিক্ষকদের দক্ষ করে তুলতে সহায়ক"- উক্তিটিতে সি.ইন.এড কোর্সের ক্ষেত্রে ২০ জন সম্পূর্ণ একমত, ১০ জন একমত, ৯ জন নিরপেক্ষ, ৮ জন একমত নই, ৩ জন মোটেই একমত নই বলে মত দেন। গড় মান ৩.৭২। ফলে উক্তিটি এক্ষেত্রে একমত বলে বিবেচিত।
সি.এড প্রোগ্রামের ক্ষেত্রে ১০ জন সম্পূর্ণ একমত, ২০ জন একমত, ৮ জন নিরপেক্ষ, ৯ জন একমত নই, ৩ জন মোটেই একমত নই বলে মত দেন। গড় মান ৩.৫০। উক্তিটি এক্ষেত্রে একমত হিসেবে গৃহীত।

২৬। "চাকুরীকালীন এবং চাকুরী পূর্ব প্রশিক্ষণের সুযোগ রয়েছে"- উক্তিটিতে সি.ইন.এড এবং সি.এড কোর্সের ক্ষেত্রে ৫০ জনই সম্পূর্ণ একমত বলে মত দেন। এক্ষেত্রে গড় ৫.০০ এবং উক্তিটিতে সকলে সম্পূর্ণ একমত হিসেবে গৃহীত।

২৭। "অনিয়মিত হাজির থেকেও পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করা যায়"- উক্তিটিতে সি.ইন কোর্সের ক্ষেত্রে ৩ জন একমত, ১০ জন নিরপেক্ষ, ১০ জন একমত নই, ২৭ জন মোটেই একমত নই বলে মত দেন। এক্ষেত্রে সম্পূর্ণ একমত বলে কেউ মত দেননি। গড় মান ১.৭৮ হওয়ায় উক্তিটি এক্ষেত্রে একমত নই হিসেবে গৃহীত।
সি.এড প্রোগ্রামের ক্ষেত্রে ৫ জন সম্পূর্ণ একমত, ২৫ জন একমত, ৮ জন নিরপেক্ষ, ৮ জন একমত নই, ৪ জন মোটেই একমত নই বলে মত দেন। গড় মান ৩.৩৮ হওয়ায় উক্তিটি এক্ষেত্রে নিরপেক্ষ হিসেবে গৃহীত।

২৮। "প্রশিক্ষণকালীন ভাতার ব্যবস্থা রয়েছে"- উক্তিটিতে সি.ইন.এড কোর্সের ক্ষেত্রে ৪৭ জন সম্পূর্ণ একমত এবং ২ জন একমত বলে মত দেন। নিরপেক্ষ, একমত নই, মোটেই একমত নই বলে কেউ মত দেননি। গড় মান ৪.৯৬ হওয়ায় উক্তিটি এক্ষেত্রে সম্পূর্ণ একমত বলে গৃহীত।

সি.এড প্রোগ্রামের ক্ষেত্রে ৩ জন নিরপেক্ষ, ৪৭ জন একমত নই বলে মত দেন। সম্পূর্ণ একমত, একমত এবং মোটেই একমত নই বলে কেউ মত দেননি। গড় মান ২.০৬ হওয়ায় উক্তিটি এক্ষেত্রে একমত নই হিসেবে গৃহীত।

২৯। "প্রশিক্ষণ শেষে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চাকুরী করার জন্য উপযুক্ত"- উক্তিটিতে সি.ইন.এড কোর্সের ক্ষেত্রে ২০ জন সম্পূর্ণ একমত, ১০ জন একমত, ১০ জন নিরপেক্ষ, ৫ জন একমত নই এবং ৫ জন মোটেই একমত নই বলে মত দেন। গড় মান ৩.৭০। এক্ষেত্রে উক্তিটি একমত হিসেবে গৃহীত।

সি.এড প্রোগ্রামের ক্ষেত্রে ২ জন সম্পূর্ণ একমত, ২০ জন একমত, ১৫ জন নিরপেক্ষ, ৫ জন একমত নই, ৮ জন মোটেই একমত নই বলে মত দেন। গড় মান ৩.০৬ হওয়ায় উক্তিটি এক্ষেত্রে নিরপেক্ষ হিসেবে গৃহীত।

৩০। "বাংলাদেশের বর্তমান আর্থ-সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়নে যথেষ্ট উপযোগী"- উক্তিটিতে সি.ইন.এড কোর্সের ক্ষেত্রে ৮ জন সম্পূর্ণ একমত, ১১ জন একমত, ১৬ জন নিরপেক্ষ, ১০ জন একমত নই এবং ৫ জন মোটেই একমত নই বলে মত দেন। গড় মান ৩.১৪। উক্তিটি এক্ষেত্রে নিরপেক্ষ হিসেবে গৃহীত।

সি.এড প্রোগ্রামের ক্ষেত্রে ৯ জন সম্পূর্ণ একমত, ১০ জন একমত, ১৭ জন নিরপেক্ষ, ৮ জন একমত নই, ৬ জন মোটেই একমত নই বলে মত দেন। গড় মান ৩.১৬। উক্তিটি এক্ষেত্রে নিরপেক্ষ হিসেবে গৃহীত।

৪.৪ পাঠদান পর্যবেক্ষণ ছকের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যের উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ

৪.৪.১ মতামত প্রদানকারী শিক্ষকদের সাধারণ তথ্য

সি.এড প্রোগ্রামের ফলপ্রসূতা নিরূপণের জন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকগণ বাস্তবে এ প্রশিক্ষণলব্ধ অভিজ্ঞতা শ্রেণীকক্ষে প্রয়োগ করে কিনা তা জানার জন্য সি.এড প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ২৫ জন শিক্ষকের শ্রেণী পাঠদান পর্যবেক্ষণ করা হয়। এক্ষেত্রে সি.ইন.এড কোর্সে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকদের সাথে পাঠদানের মানগত তুলনার জন্য সি.ইন.এড প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ২৫ জন শিক্ষকের ও শ্রেণী পাঠদান পর্যবেক্ষণ করা হয়। শ্রেণী পাঠদান পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে উভয় ক্ষেত্রে প্রাপ্ত সাধারণ তথ্যাদি সারণী ৪.৪ এ উপস্থাপন করা হলো।

সারণী-৪.৪ সি.এড এবং সি.ইন.এড প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকদের শ্রেণী পাঠদান পর্যবেক্ষণ বিষয়ক সাধারণ তথ্য

পর্যবেক্ষিত বিষয়	মোট পর্যবেক্ষিত ক্লাস	পর্যবেক্ষিত শ্রেণীর বিষয়						গড় শিক্ষার্থী সংখ্যা	পাঠের গড় সময়	পাঠদানের পদ্ধতি				
		বাংলা	ইংরেজি	গণিত	সমাজ	বিজ্ঞান	ইসলাম ধর্ম			বক্তৃতা	প্রশ্নোত্তর	আলোচনা	প্রদর্শন	বক্তৃতা, প্রশ্নোত্তর, প্রদর্শন, আলোচনা, দলগত কাজ, একক কাজ
সি.এড	২৫	৬	৫	৫	৪	৪	১	৪০	৪০ মিঃ	১০	২	-	-	১৩
সি.ইন. এড	২৫	৬	৫	৫	৪	৪	১	৫৫	৪০ মিঃ	৬	৬	-	-	১৩

সারণী-৪.৪ এ দেখা যায় সি.এড. এবং সি.ইন.এড প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের ২৫টি করে পাঠদান পর্যবেক্ষণ করা হয়। উভয় ক্ষেত্রে পর্যবেক্ষিত শ্রেণীর বিষয় সংখ্যা ছিল যথাক্রমে বাংলা ৬টি, ইংরেজি ৫টি, গণিত ৫টি, সমাজ ৪টি, বিজ্ঞান ৪টি এবং ইসলাম ধর্ম ১টি। সি.এড কোর্সে পাঠদানরত শিক্ষকদের গড় শিক্ষার্থী সংখ্যা ছিল ৪০, পাঠের গড় সময় ৪০ মিনিট। এতে ১০ জন শিক্ষক বক্তৃতা পদ্ধতি, ২ জন প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি অনুসরণ করেন। পৃথকভাবে আলোচনা ও প্রদর্শন পদ্ধতি কেউ অনুসরণ করেননি, তবে বক্তৃতা, প্রশ্নোত্তর, প্রদর্শন, আলোচনা, দলগত কাজ, একক কাজ এই পদ্ধতিগুলোর সমন্বয়ে ১৩ জন শিক্ষক পাঠদান করেন। অন্যদিকে সি.ইন.এড কোর্সের পাঠদানরত শিক্ষকদের গড় শিক্ষার্থী সংখ্যা ছিল ৫০, পাঠের গড় সময় ৪০ মিনিট। এক্ষেত্রে ৬ জন শিক্ষক বক্তৃতা পদ্ধতি, ৬ জন প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি অনুসরণ করেন। পৃথকভাবে আলোচনা ও প্রদর্শন পদ্ধতি কেউ অনুসরণ করেননি।

তবে বক্তৃতা, প্রশ্নোত্তর, প্রদর্শন, আলোচনা, দলগত কাজ, একক কাজ এই পদ্ধতিগুলোর সমন্বয়ে ১৩ জন শিক্ষক পাঠদান করেন।

৪.৪.২ শ্রেণীকক্ষের ভৌত অবস্থা ও উপকরণ সংক্রান্ত

সারণী-৪.৫: শ্রেণীকক্ষের ভৌত অবস্থা ও উপকরণ সংক্রান্ত তথ্যের উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ

ক্রঃ নং	পর্যবেক্ষণের বিষয়	পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্র	মতামত					গড়
			খুব ভাল ৫	ভাল ৪	মোটামুটি ৩	খারাপ ২	খুব খারাপ ১	
১.	শ্রেণীকক্ষের অবস্থা	সি.এড	২	৬	১২	৩	২	৩.১২
		সি ইন এড	৩	৬	১৪	২	০	৩.১৬
২.	আসবাবপত্রের অবস্থা	সি.এড	০	৮	১০	৫	২	২.৯৬
		সি ইন এড	১	১০	১১	১	২	৩.২৮
৩.	চক ও চক বোর্ড	সি.এড	১	৭	১১	৪	২	৩.০৪
		সি ইন এড	২	১০	৮	২	৩	৩.২৪
৪.	উপকরণের পর্যাপ্ততা	সি.এড	০	২	৭	১১	৫	২.২৪
		সি ইন এড	৬	১০	৮	১	০	৩.৮৪

- সূচক-১ এ দেখা যায় পর্যবেক্ষিত সি.এড প্রোগ্রামের পাঠগুলো যেসব শ্রেণীকক্ষে অনুষ্ঠিত হয় তার মধ্যে ২টি খুব ভাল, ৬টি ভাল, ১২টি মোটামুটি, ৩টি খারাপ এবং ২টি খুব খারাপ ছিল যার গড় মান ৩.১২। ফলে এক্ষেত্রে শ্রেণীকক্ষের অবস্থা মোটামুটি হিসেবে গৃহীত।

অন্যদিকে সি ইন এড কোর্সের পাঠগুলো যেসব শ্রেণীকক্ষে অনুষ্ঠিত হয় তার মধ্যে ৩টি খুব ভাল ৬টি ভাল, ১২টি মোটামুটি, ২টি খারাপ এবং খুব খারাপ একটিও ছিল না। এদের গড়মান ৩.১৬। ফলে এক্ষেত্রে শ্রেণীকক্ষের অবস্থা মোটমোটি হিসেবে গৃহীত।

- সূচক-২ এ দেখা যায় সি.এড প্রোগ্রামের পর্যবেক্ষিত শ্রেণীকক্ষের আসবাবপত্রের অবস্থা ৮টি ভাল, ১০টি মোটামুটি, ৫টি খারাপ এবং ২টি খুব খারাপ। খুব ভাল একটিও ছিল না। গড়মান ২.৯৬। ফলে এক্ষেত্রে আসবাবপত্রের অবস্থা মোটামুটি হিসেবে গণ্য।

  অন্যদিকে সি ইন এড কোর্সের পর্যবেক্ষিত শ্রেণীকক্ষের আসবাবপত্রের অবস্থা ১টি খুব ভাল, ১০টি ভাল, ১১টি মোটামুটি, ১টি খারাপ এবং ২টি খুব খারাপ ছিল যার গড় মান ৩.২৮। ফলে আসবাবপত্রের অবস্থা মোটামুটি হিসেবে গৃহীত।

- সূচক-৩ এ দেখা যায়, সি.এড প্রোগ্রামের পর্যবেক্ষিত শ্রেণীকক্ষের চক ও চক বোর্ডের অবস্থা ১টি খুব ভাল, ৭টি ভাল, ১১টি মোটামুটি, ৪টি খারাপ এবং ২টি খুব খারাপ ছিল যার গড়মান ৩.০৪। ফলে এক্ষেত্রে চক ও চক বোর্ডের অবস্থা মোটামুটি হিসেবে গৃহীত।

  আবার সি.ইন.এড প্রোগ্রামের পর্যবেক্ষিত শ্রেণীকক্ষের চক ও চক বোর্ডের অবস্থা ২টি খুব ভাল, ১০টি ভাল, ৮টি মোটামুটি, ২টি খারাপ ও ৩টি খুব খারাপ ছিল যার গড়মান ৩.২৪। এক্ষেত্রে শ্রেণীকক্ষের চক ও চক বোর্ডের অবস্থা মোটামুটি হিসেবে গৃহীত।

- সূচক-৪ এ দেখা যায়, সি.এড প্রোগ্রামের পর্যবেক্ষিত শ্রেণীকক্ষের উপকরণের পর্যাপ্ততা ২টি ভাল, ৭টি মোটামুটি, ১১টি খারাপ এবং ৫টি খুব খারাপ ছিল। খুব ভাল পর্যায়ের একটিও ছিল না। গড়মান ২.২৪। ফলে শ্রেণীকক্ষে উপকরণের পর্যাপ্ততা খারাপ হিসেবে গৃহীত।

  আবার সি.ইন.এড প্রোগ্রামের পর্যবেক্ষিত শ্রেণীকক্ষের উপকরণের পর্যাপ্ততা ৬টি খুব ভাল, ১০টি ভাল, ৮টি মোটামুটি, ১টি খারাপ ছিল। খুব খারাপ পর্যায়ের একটিও ছিল না। গড়মান ৩.৮৪। এক্ষেত্রে শ্রেণীকক্ষে উপকরণের পর্যাপ্ততা ভাল হিসেবে গৃহীত।

৪.৪.৩ শিক্ষকের শিক্ষণ দক্ষতা ও শ্রেণী ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত

সারণী-৪.৬: শিক্ষকের শিক্ষণ দক্ষতা ও শ্রেণী ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত তথ্যের উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ

ক্র. নং	পর্যবেক্ষণের বিষয়	পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্র	মতামত					গড়
			খুব ভাল ৫	ভাল ৪	মোটামুটি ৩	খারাপ ২	খুব খারাপ ১	
১.	শ্রেণীর প্রস্তুতি পর্ব	সি.এড	২	৩	১৩	৪	৩	২.৮৮
		সি ইন এড	৭	২	১০	৪	২	৩.৩২
২.	শিক্ষকের উপস্থাপন রীতি	সি.এড	৫	৭	১০	৩	০	৩.৫৬
		সি ইন এড	৬	১০	৭	২	০	৩.৮০
৩.	শিশু বান্ধব আচরণ	সি.এড	৪	১০	৮	২	১	৩.৫৬
		সি ইন এড	৪	১১	৭	৩	০	৩.৬৪
৪.	পাঠ পরিকল্পনা অনুসরণ	সি.এড	-	২	৭	১০	৬	২.২০
		সি ইন এড	১	১০	৮	১৪	২	৩.১৬
৫.	উপকরণের ব্যবহার	সি.এড	১	৩	৭	১১	৩	২.৫২
		সি ইন এড	৪	৫	১১	৪	১	৩.২৮

৬.	ব্ল্যাক বোর্ডের ব্যবহার	সি.এড	২	৪	১০	৬	৩	২.৮৪
		সি ইন এড	৪	৬	১০	৪	১	৩.৩২
৭.	শিক্ষার্থীদের দলগত কাজ	সি.এড	৫	৬	৯	৩	২	৩.৩৬
		সি ইন এড	৭	৮	৮	১	১	৩.৭৬
৮.	শ্রেণী শৃঙ্খলা রক্ষা	সি.এড	৬	৬	৬	৪	৩	৩.৩২
		সি ইন এড	৭	৭	৮	২	১	৩.৬৮
৯.	শিক্ষকের মূল্যায়ন কৌশল	সি.এড	২	৪	১০	৬	৩	২.৮৪
		সি ইন এড	৩	৬	১০	৪	২	৩.১৬
১০.	দুর্বল শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ প্রচেষ্টা	সি.এড	০	২	৬	১২	৫	২.২০
		সি ইন এড	৩	৭	৯	৩	৩	৩.১৬
১১.	শিক্ষক বল বৃদ্ধিকরণ দক্ষতা	সি.এড	০	২	৭	১১	৫	২.২৪
		সি ইন এড	২	৪	১০	৭	২	২.৮৮

☐ সূচক-১ এ দেখা যায়, সি.এড কোর্সের পর্যবেক্ষিত পাঠগুলোর শ্রেণী প্রস্তুতি পর্ব যথাক্রমে ২টি খুব ভাল, ৩টি ভাল, ১৩টি মোটামুটি, ৪টি খারাপ এবং ৩টি খুব খারাপ ছিল। গড় মান ২.৮৮। ফলে শ্রেণীর প্রস্তুতি পর্ব মোটামুটি হিসেবে গৃহীত।

আবার সি.ইন.এড কোর্সের পর্যবেক্ষিত পাঠগুলোর শ্রেণী প্রস্তুতি পর্ব যথাক্রমে ৭টি খুব ভাল, ২টি ভাল, ১০টি মোটামুটি, ৪টি খারাপ ও ২টি খুব খারাপ ছিল। গড় মান ৩.৩২। ফলে শ্রেণীর প্রস্তুতি পর্ব মোটামুটি বলে গৃহীত।

- সূচক-২ এ দেখা যায়, সি.এড কোর্সের পর্যবেক্ষিত পাঠগুলোর শিক্ষকের উপস্থাপন রীতি খুব ভাল ৫টি, ভাল ৭টি, মোটামুটি ১০টি, খারাপ ৩টি এবং খুব খারাপ একটিও ছিল না। যার গড় মান ৩.৫৬। শিক্ষকের উপস্থাপন রীতি এক্ষেত্রে ভাল হিসেবে গৃহীত।

  অন্যদিকে সি.ইন.এড কোর্সের পর্যবেক্ষিত পাঠগুলোর শিক্ষকের উপস্থাপন রীতি খুব ভাল ৬টি, ভাল ১০টি, মোটামুটি ৭টি, খারাপ ২টি এবং খুব খারাপ একটিও ছিল না। যার গড় মান ৩.৮০। ফলে এক্ষেত্রে শিক্ষকের উপস্থাপন রীতি ভাল হিসেবে গৃহীত।

- সূচক-৩ এ দেখা যায়, সি.এড কোর্সের পর্যবেক্ষিত পাঠগুলোর শিক্ষকের শিশু বান্ধব আচরণ খুব ভাল ৪টি, ভাল ১০টি, মোটামুটি ৮টি, খারাপ ২টি এবং খুব খারাপ ১টি যার গড় মান ৩.৫৬। ফলে শিক্ষকের শিশু বান্ধব আচরণ ভাল হিসেবে গৃহীত।

  অন্যদিকে সি.ইন.এড কোর্সের পর্যবেক্ষিত পাঠগুলোর শিক্ষকের শিশু বান্ধব আচরণ খুব ভাল ৪টি, ভাল ১০টি, মোটামুটি ৭টি, খারাপ ৩টি এবং খুব খারাপ ০টি যার গড় মান ৩.৬৪। ফলে শিক্ষকের শিশু বান্ধব আচরণ ভাল হিসেবে গৃহীত।

- সূচক-৪ এ দেখা যায়, সি.এড কোর্সের পর্যবেক্ষিত পাঠগুলোর শিক্ষকের পাঠ পরিকল্পনা অনুসরণ খুব ভাল একটিও না। ভাল ২টি, মোটামুটি ১৭টি, খারাপ ১০টি এবং খুব খারাপ ৬টি যার গড় মান ২.২০। ফলে এক্ষেত্রে শিক্ষকের পাঠ পরিকল্পনা অনুসরণ খারাপ হিসেবে গৃহীত।

  অন্যদিকে সি.ইন.এড কোর্সের পর্যবেক্ষিত পাঠগুলোর শিক্ষকের পাঠ পরিকল্পনা অনুসরণ খুব ভাল ১টি, ভাল ১০টি, মোটামুটি ৮টি, খারাপ ৪টি, খুব খারাপ ২টি। যার গড় মান ৩.১৬। এক্ষেত্রে শিক্ষকের পাঠ পরিকল্পনা অনুসরণ মোটামুটি হিসেবে গৃহীত।

- সূচক-৫ এ দেখা যায়, সি.এড কোর্সের পর্যবেক্ষিত পাঠগুলোর শিক্ষকের উপকরণের ব্যবহার খুব ভাল ১টি, ভাল ৩টি, মোটামুটি ৭টি, খারাপ ১১টি এবং খুব খারাপ ৩টি, যার গড় মান ২.৫২। এক্ষেত্রে শিক্ষকের উপকরণ ব্যবহার মোটামুটি হিসেবে গৃহীত।

  আবার সি.ইন.এড কোর্সের পর্যবেক্ষিত পাঠগুলোর শিক্ষকের উপকরণের ব্যবহার খুব ভাল ৪টি, ভাল ৫টি, মোটামুটি ১১টি, খারাপ ৪টি এবং খুব খারাপ ১টি যার গড় মান ৩.২৮। এক্ষেত্রে শিক্ষকের উপকরণের ব্যবহার মোটামুটি হিসেবে গৃহীত।

- সূচক-৬ এ দেখা যায়, সি.এড কোর্সের পর্যবেক্ষিত পাঠগুলোর শিক্ষকের ব্ল্যাক বোর্ডের ব্যবহার খুব ভাল ২টি, ভাল ৪টি, মোটামুটি ১০টি, খারাপ ৬টি এবং খুব খারাপ ৩টি যার গড় মান ২.৮৪। এক্ষেত্রে শিক্ষকের ব্ল্যাক বোর্ডের ব্যবহার মোটামুটি হিসেবে গৃহীত।

  আবার সি.ইন.এড কোর্সের পর্যবেক্ষিত পাঠগুলোর শিক্ষকের ব্ল্যাক বোর্ডের ব্যবহার খুব ভাল ৪টি, ভাল ৬টি, মোটামুটি ১০টি, খারাপ ৪টি এবং খুব খারাপ ১টি যার গড় মান ৩.৩২। এক্ষেত্রে শিক্ষকের ব্ল্যাক বোর্ডের ব্যবহার মোটামুটি হিসেবে গৃহীত।

- সূচক-৭ এ দেখা যায়, সি.এড কোর্সের পর্যবেক্ষিত পাঠগুলোতে শিক্ষার্থীদের দলগত কাজ খুব ভাল ৫টি, ভাল ৬টি, মোটামুটি ৯টি, খারাপ ৩টি এবং খুব খারাপ ২টি। যার গড় মান ৩.৩৬। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের দলগত কাজ মোটামুটি হিসেবে গৃহীত।

  অন্যদিকে সি.ইন.এড কোর্সের পর্যবেক্ষিত পাঠগুলোর শিক্ষার্থীদের দলগত কাজ খুব ভাল ৭টি, ভাল ৮টি, মোটামুটি ৮টি, খারাপ ১টি এবং খুব খারাপ ১টি যার গড় মান ৩.৩৬। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের দলগত কাজ ভাল হিসেবে গৃহীত।

- সূচক-৮ এ দেখা যায়, সি.এড কোর্সের পর্যবেক্ষিত পাঠগুলোতে শিক্ষকের শ্রেণী শৃঙ্খলা রক্ষা খুব ভাল ৬টি, ভাল ৬টি, মোটামুটি ৬টি, খারাপ ৪টি এবং খুব খারাপ ৩টি। যার গড় মান ৩.৩২। এক্ষেত্রে শিক্ষকের শ্রেণী শৃঙ্খলা রক্ষা মোটামুটি হিসেবে গৃহীত।

  অন্যদিকে সি.ইন.এড কোর্সের পর্যবেক্ষিত পাঠগুলোতে শিক্ষকের শ্রেণী শৃঙ্খলা রক্ষা খুব ভাল ৭টি, ভাল ৭টি, মোটামুটি ৮টি, খারাপ ২টি এবং খুব খারাপ ১টি ছিল যার গড় মান ৩.৬৮। এক্ষেত্রে শিক্ষকের শ্রেণী শৃঙ্খরা রক্ষা ভাল হিসেবে গৃহীত।

- সূচক-৯ এ দেখা যায়, সি.এড কোর্সের পর্যবেক্ষিত পাঠগুলোতে শিক্ষকের মূল্যায়ন কৌশল খুব ভাল ২টি, ভাল ৪টি, মোটামুটি ১০টি, খারাপ ৬টি এবং খুব খারাপ ৩টি ছিল যার গড় মান ২.৮৪। এক্ষেত্রে শিক্ষকের মূল্যায়ন কৌশল মোটামুটি হিসেবে গৃহীত।

  অন্যদিকে সি.ইন.এড কোর্সের পর্যবেক্ষিত পাঠগুলোতে শিক্ষকের মূল্যায়ন কৌশল খুব ভাল ৩টি, ভাল ৬টি, মোটামুটি ১০টি, খারাপ ৪টি এবং খুব খারাপ ২টি ছিল যার গড় মান ৩.১৬। এক্ষেত্রে শিক্ষকের মূল্যায়ন কৌশল মোটামুটি হিসেবে গৃহীত।

- সূচক-১০ এ দেখা যায়, সি.এড কোর্সের পর্যবেক্ষিত পাঠগুলোতে শিক্ষকের দুর্বল শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ প্রচেষ্টা খুব ভাল ০টি, ভাল ২টি, মোটামুটি ৬টি, খারাপ ১২টি এবং খুব খারাপ ৫টি ছিল যার গড় মান ২.২০। এক্ষেত্রে শিক্ষকের দুর্বল শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ প্রচেষ্টা খারাপ হিসেবে গৃহীত।

  অন্যদিকে সি.ইন.এড কোর্সের পর্যবেক্ষিত পাঠগুলোতে শিক্ষকের দুর্বল শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ প্রচেষ্টা খুব ভাল ৩টি, ভাল ৭টি, মোটামুটি ৯টি, খারাপ ৩টি এবং খুব খারাপ ৩টি ছিল যার গড় মান ৩.১৬। এক্ষেত্রে শিক্ষকের দুর্বল শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ প্রচেষ্টা মোটামুটি হিসেবে গৃহীত।

- সূচক-১১ এ দেখা যায়, সি.এড কোর্সের পর্যবেক্ষিত পাঠগুলোতে শিক্ষকের বল বৃদ্ধিকরণ দক্ষতা খুব ভাল ০টি, ভাল ২টি, মোটামুটি ৭টি, খারাপ ১১টি এবং খুব খারাপ ৫টি ছিল যার গড় মান ২.২৪। এক্ষেত্রে শিক্ষকের বল বৃদ্ধিকরণ দক্ষতা খারাপ হিসেবে গৃহীত।

  অন্যদিকে সি.ইন.এড কোর্সের পর্যবেক্ষিত পাঠগুলোতে শিক্ষকের বল বৃদ্ধিকরণ দক্ষতা খুব ভাল ২টি, ভাল ৪টি, মোটামুটি ১০টি, খারাপ ৭টি এবং খুব খারাপ ২টি ছিল যার গড় মান ২.৮৮। এক্ষেত্রে শিক্ষকের বল বৃদ্ধিকরণ দক্ষতা মোটামুটি হিসেবে গৃহীত।

৪.৪.৪ শিক্ষার্থীদের সাড়া ও আগ্রহ সংক্রান্ত

সারণী-৪.৭: পাঠের প্রতি শিক্ষার্থীদের সাড়া ও আগ্রহ সংক্রান্ত তথ্যের উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ

ক্র: নং	পর্যবেক্ষণের বিষয়	পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্র	মতামত					গড়
			খুব ভাল ৫	ভাল ৪	মোটামুটি ৩	খারাপ ২	খুব খারাপ ১	
১.	শ্রেণীর প্রস্তুতি পর্ব	সি.এড	৬	৬	৪	৬	৩	৩.২৪
		সি.ইন.এড	৭	৭	৮	২	১	৩.৬৮
২.	শিক্ষার্থীদের আগ্রহ ও মনোযোগ	সি.এড	৪	১০	৬	৪	১	৩.৪৮
		সি.ইন.এড	৪	১১	৭	২	১	৩.৬০
৩.	শিক্ষার্থীদের আত্ম বিশ্বাস	সি.এড	২	৬	১২	৩	২	৩.১২
		সি.ইন.এড	৪	৬	১০	২	৩	৩.২৪
৪.	শিক্ষার্থীদের সহযোগীতামূলক মনোভাব	সি.এড	৬	৪	৭	৬	২	৩.২৪
		সি.ইন.এড	৮	৭	৫	৪	১	৩.৬৮
৫.	শিক্ষার্থীদের সৌজন্যতা	সি.এড	৬	৬	৫	৫	৩	৩.২৮
		সি.ইন.এড	৭	৭	৭	৩	১	৩.৬৪

- সূচক-১ এ দেখা যায় যে, সি.এড কোর্সের পর্যবেক্ষিত পাঠের শিক্ষার্থীদের শ্রেণী সাড়া খুব ভাল ৬টি, ভাল ৬টি, মোটামুটি ৪টি, খারাপ ৬টি এবং খুব খারাপ ৩টি ছিল যার গড় মান ৩.২৪। এক্ষেত্রে পাঠে শিক্ষার্থীদের সাড়া মোটামুটি হিসেবে গৃহীত।

  অন্যদিকে সি.ইন.এড কোর্সের পর্যবেক্ষিত পাঠের শিক্ষার্থীদের শ্রেণী সাড়া খুব ভাল ৭টি, ভাল ৭টি, মোটামুটি ৮টি, খারাপ ২টি এবং খুব খারাপ ১টি ছিল যার গড় মান ৩.৬৮। এক্ষেত্রে পাঠে শিক্ষার্থীদের সাড়া ভাল হিসেবে গৃহীত।

- সূচক-২ এ দেখা যায় যে, সি.এড কোর্সের পর্যবেক্ষিত পাঠের শিক্ষার্থীদের আগ্রহ ও মনোযোগ খুব ভাল ৪টি, ভাল ১০টি, মোটামুটি ৬টি, খারাপ ৬টি এবং খুব খারাপ ১টি ছিল যার গড় মান ৩.৪৮। এক্ষেত্রে পাঠে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ ও মনোযোগ মোটামুটি হিসেবে গৃহীত।

  অন্যদিকে সি.ইন.এড কোর্সের পর্যবেক্ষিত পাঠের শিক্ষার্থীদের আগ্রহ ও মনোযোগ খুব ভাল ৪টি, ভাল ১১টি, মোটামুটি ৭টি, খারাপ ২টি এবং খুব খারাপ ১টি যার গড় মান ৩.৬০। এক্ষেত্রে পাঠে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ ও মনোযোগ ভাল হিসেবে গৃহীত।

- সূচক-৩ এ দেখা যায় যে, সি.এড কোর্সের পর্যবেক্ষিত পাঠের শিক্ষার্থীদের আত্মবিশ্বাস খুব ভাল ২টি, ভাল ৬টি, মোটামুটি ১২টি, খারাপ ৩টি এবং খুব খারাপ ২টি ছিল যার গড় মান ৩.১২। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের আত্মবিশ্বাস মোটামুটি হিসেবে গৃহীত।

  অন্যদিকে সি.ইন.এড কোর্সের পর্যবেক্ষিত পাঠের শিক্ষার্থীদের আত্মবিশ্বাস খুব ভাল ৪টি, ভাল ৬টি, মোটামুটি ১০টি, খারাপ ২টি এবং খুব খারাপ ৩টি ছিল যার গড় মান ৩.২৪। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের আত্মবিশ্বাস মোটামুটি হিসেবে গৃহীত।

- সূচক-৪ এ দেখা যায় যে, সি.এড কোর্সের পর্যবেক্ষিত পাঠের শিক্ষার্থীদের সহযোগীতামূলক মনোভাব খুব ভাল ৬টি, ভাল ৪টি, মোটামুটি ৭টি, খারাপ ৬টি এবং খুব খারাপ ২টি ছিল যার গড় মান ৩.২৪। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের সহযোগীতামূলক মনোভাব মোটামুটি হিসেবে গৃহীত।

  অন্যদিকে সি.ইন.এড কোর্সের পর্যবেক্ষিত পাঠের শিক্ষার্থীদের সহযোগীতামূলক মনোভাব খুব ভাল ৮টি, ভাল ৭টি, মোটামুটি ৫টি, খারাপ ৪টি এবং খুব খারাপ ১টি ছিল যার গড় মান ৩.৬৮। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের সহযোগীতামূলক মনোভাব ভাল হিসেবে গৃহীত।

- সূচক-৫ এ দেখা যায় যে, সি.এড কোর্সের পর্যবেক্ষিত পাঠের শিক্ষার্থীদের সৌজন্যতা খুব ভাল ৬টি, ভাল ৬টি, মোটামুটি ৫টি, খারাপ ৫টি এবং খুব খারাপ ৩টি ছিল যার গড় মান ৩.২৮। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের সৌজন্যতা মোটামুটি হিসেবে গৃহীত।

  অন্যদিকে সি.ইন.এড কোর্সের পর্যবেক্ষিত পাঠের শিক্ষার্থীদের সৌজন্যতা খুব ভাল ৭টি, ভাল ৭টি, মোটামুটি ৭টি, খারাপ ৩টি এবং খুব খারাপ ১টি ছিল যার গড় মান ৩.৬৪। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের সৌজন্যতা ভাল হিসেবে গৃহীত।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

গবেষণার ফলাফল

Dhaka University Institutional Repository

৫.১ ভূমিকা

যে কোন কাজের সার্থকতা নির্ভর করে উপযুক্ত ফলাফলের উপর। গবেষণার ক্ষেত্রে পরিকল্পিত উপকরণাদি ব্যবহার করে নির্ভরযোগ্য তথ্যাদি সংগ্রহ ও তার বিশ্লেষণের মাধ্যমে সঠিক ফলাফলে উপনীত হওয়া যায়। বর্তমান গবেষণার শিরোনাম হচ্ছে- বাউবি পরিচালিত সি.এড কারিকুলাম এবং নেপ (NAPE) পরিচালিত সি.ইন.এড কারিকুলামের তুলনামূলক পর্যালোচনা। বাউবি পরিচালিত সি.এড প্রোগ্রামের সাথে নেপ পরিচালিত সি.ইন.এড কোর্সের পাঠ্যসূচী ও মূল্যায়ন পদ্ধতির তুলনা করা, প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের পাঠদানের তুলনা করে সমতুল্যতা যাচাই করা, প্রাপ্ত সুযোগ সুবিধার তুলনা করা এবং দূরশিক্ষণের মাধ্যমে সি.এড প্রোগ্রাম পরিচালনার উপযোগিতা সম্পর্কে জনমতই যাচাই করা এই গবেষণার মূল উদ্দেশ্য। এই অধ্যায়ে গবেষক সমস্যার আলোকে এবং উদ্দেশ্যের প্রেক্ষিতে ফলাফল রচনা ও ফলাফল সংক্রান্ত আলোচনায় অবতীর্ণ হয়েছেন। গবেষক যথাসাধ্য নিরপেক্ষতা বজায় রেখে বর্তমান গবেষণার তথ্য সংগ্রহ ও সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। পরবর্তী অনুচ্ছেদগুলোতে গবেষণালব্ধ ফলাফল উপস্থাপন করা হল।

৫.২ গবেষণার উদ্দেশ্য ভিত্তিক ফলাফল

৫.২.১ বাউবি পরিচালিত সি.এড এবং নেপ (NAPE) পরিচালিত সি.ইন.এড কোর্সের পাঠ্যসূচী ও মূল্যায়ন পদ্ধতির তুলনা সম্পর্কীয় ফলাফল

১। সি.এড প্রোগ্রামে মোট ১২টি কোর্স রয়েছে। কোর্সগুলো হল- শিশু ও শিক্ষা মনোবিজ্ঞান, শিক্ষানীতি ও শিখন পদ্ধতি, বাংলা, গণিত, শিক্ষা মূল্যায়ন, পরিবেশ শিক্ষা (সমাজ), ইংরেজী, শারীরিক শিক্ষা, ধর্ম এবং চারু ও কারুকলা, সি.ইন.এড কোর্সে মোট ১৫টি কোর্স রয়েছে। এগুলো হল- প্রাথমিক শিক্ষা পরিচিতি, প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব এবং বিভিন্ন দেশের প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা; বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষাঃ নীতি, কৌশল ও সংগঠন, শিশু মনোবিজ্ঞান, শিখন শেখানো পদ্ধতি, শিখন ও ব্যক্তিত্ব বিকাশের মূল্যায়ন, বাংলা; ইংরেজী, গণিত, পরিবেশ পরিচিতি-সমাজ, পরিবেশ পরিচিতি-বিজ্ঞান, ধর্ম, শারীরিক শিক্ষা, চারু ও কারুকলা এবং সঙ্গীত। দুটি ক্ষেত্রের বিষয়ের মধ্যে সি.ইন.এড কোর্সে সঙ্গীত বিষয়ের অন্তর্ভূক্তি ছাড়া পাঠ্যসূচীতে তেমন কোন পার্থক্য নেই।

২। সি.এড. প্রোগ্রামের ১২টি কোর্সকে ৩টি সিমেস্টারে ভাগ করে পড়ানো হয়। সি.ইন.এড শিক্ষাক্রমকে ৪টি মড্যুলে ভাগ করে পড়ানো হয়। মড্যুল-১-প্রাথমিক শিক্ষার নীতি ও ধারণা, মড্যুল-

Dhaka University Institutional Repository

২-প্রাথমিক পর্যায়ে শিখন শেখানো কৌশল, মড্যুল-৩-অনুশীলন এবং মড্যুল-৪-সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলী।

৩। সি.এড প্রোগ্রামে সহ শিক্ষাক্রমিক কার্যাবলীর অন্তর্ভূক্তি নেই কিন্তু সি.ইন.এড কোর্সে এটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

৪। সি.এড প্রোগ্রামে পাঠটীকা প্রণয়ন এবং অনুশীলন সম্পর্কিত ওরিয়েন্টেশন কোর্স এবং সামার স্কুলের সময়সীমা প্রশিক্ষণার্থীদের পাঠটীকা সম্পর্কে দক্ষ করার জন্য অপ্রতুল।

৫। সি.এড প্রোগ্রামে মোট নম্বর ১০০০। এই নম্বর কোর্স ভিত্তিক তত্ত্বীয় (রচনামূলক+ নৈর্ব্যক্তিক); নির্ধারিত কাজ এবং ব্যবহারিক এইভাবে প্রদান করা হয়। সি.ইন.এড কোর্সে মোট নম্বর ১২০০। এর মধ্যে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক এই দুভাগে নম্বর প্রদান করা হয়।

৬। সি.এড. কোর্সের মূল্যায়ন হয় সিমেস্টার ভিত্তিক। সি.ইন.এড কোর্সের মূল্যায়ন অভ্যন্তরীন (১ম সাময়িক+ ২য় সাময়িক) এবং বহিঃ পরীক্ষার মাধ্যমে হয়ে থাকে।

৭। সি.এড কোর্সের ছয় মাসব্যাপী তিনটি সিমেস্টারের মোট সময় দেড় বছর। সি.ইন.এড কোর্সের সময় ১ বছর।

৮। সি.এড. কোর্সে প্রতি সিমেস্টারের পরীক্ষা শেষে ফলাফল প্রকাশ করা হয়। তিনটি সেমিস্টারের সম্মিলিত ফলাফলের ভিত্তিতে বিভাগ নির্ধারিত হয়। সি.ইন.এড কোর্সে অভ্যন্তরীন এবং বহিঃ মূল্যায়ন প্রতিটি বিষয়েই পরীক্ষা দিতে হয় এবং তিন পরীক্ষার মোট নম্বরের ভিত্তিতে বিভাগ নির্ধারিত হয়।

৯। সি.এড কোর্সে কমপক্ষে ৪০% সহ গড়ে ৪৫% নম্বর পেতে হয়। ৬০% থেকে তদুর্ধ্ব মানের ভিত্তিতে প্রথম বিভাগ এবং ৪৫% থেকে তদুর্ধ্ব মানের ভিত্তিতে দ্বিতীয় বিভাগ নির্ধারিত হয়। সি.ইন.এড কোর্সে অভ্যন্তরীন ও বহিঃমূল্যায়ন প্রত্যেক বিষয়ের তাত্ত্বিক, ব্যবহারিক ও অনুশীলনী পাঠদানে কমপক্ষে পূর্ণমানের ৪০% নম্বর পেতে হয়। ৬০% এ প্রথম বিভাগ ও ৪০% এ দ্বিতীয় বিভাগ ধরা হয়। পরীক্ষার্থীকে অভ্যন্তরীন ও বহিঃ মুল্যায়নে পৃথকভাবে পাশ করতে হয়।

১০। সি.এড. কোর্সে মহিলা এবং শিক্ষক প্রার্থীগণ এস.এস.সি এবং শিক্ষক নন এমন পুরুষ প্রার্থীগণ এইচ.এস.সি পাশ যোগ্যতা নিয়ে ভর্তি হতে পারে। সি.ইন.এড কোর্সে শুধুমাত্র শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ

দেয়া হয় বলে তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা সি.এড কোর্সের সমপর্যায়ের হলেও বাস্তবক্ষেত্রে উচ্চ শিক্ষিত এবং মেধাবী ছেলেমেয়েরা এ প্রশিক্ষণ নিয়ে থাকে।

৫.২.২ বাউবি পরিচালিত সি.এড এবং নেপ (NAPE) পরিচালিত সি.ইন.এড কোর্সে প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের পাঠদানের তুলনা সংক্রান্ত ফলাফলঃ

বাউবি পরিচালিত সি.এড. এবং নেপ পরিচালিত সি.ইন.এড কোর্সে প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের পাঠদানের তুলনা করার জন্য একটি পাঠদান পর্যবেক্ষণ ছক ব্যবহার করা হয়। পর্যবেক্ষণ ছকে পাঠদানের বিভিন্ন পর্যায়কে ভাগ করে সূক্ষ্মভাবে পর্যবেক্ষণ করা হয়। দুই পর্যায়ের প্রশিক্ষণার্থীদের পাঠদান পর্যবেক্ষণ করে যে ফলাফল পাওয়া যায় তাতে কিছু কিছু ক্ষেত্রে সি.এড প্রোগ্রামের প্রশিক্ষণার্থীদের দক্ষতা সি.ইন.এড প্রোগ্রামের প্রশিক্ষণার্থীদের চেয়ে কম হলেও বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সমপর্যায়ের। যেসব ক্ষেত্রে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় তার বেশির ভাগই প্রশিক্ষণার্থীদের ব্যক্তিগত মেধা, বুদ্ধি, যোগ্যতার পার্থক্যগত কারণে পরিলক্ষিত হয়। এতে প্রশিক্ষণ মানের কোন প্রভাব নেই বললেই চলে। কারণ দু'পর্যায়েরই প্রশিক্ষকবৃন্দ একই কিন্তু প্রশিক্ষণার্থীদের যোগ্যতার কিছুটা তারতম্য আছে যা তাদের ব্যক্তিগত দক্ষতা অর্জনে পার্থক্য তৈরী করে। তাই একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, বাউবি পরিচালিত সি.এড এবং নেপ পরিচালত সি.ইন.এড কোর্সে প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের পাঠদানের তেমন কোন পার্থক্য নাই।

৫.২.৩ বাউবি পরিচালিত সি.এড প্রোগ্রামের এবং নেপ পরিচালিত সি.ইন.এড কোর্সের শিক্ষার্থীদের প্রাপ্ত (ভৌত ও একাডেমিক) সুযোগ-সুবিধার তুলনা সংক্রান্ত ফলাফল

১। সি.এড এবং সি.ইন.এড শিক্ষাক্রমে বর্ণিত শিক্ষাদান পদ্ধতি ও কৌশলের যথোপযুক্ততা এবং পাঠদানের কার্যকারিতার মধ্যে পার্থক্য নাই।

২। সি.এড শিক্ষাক্রমে প্রশিক্ষণার্থীদের মানসিক বিকাশের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হলেও সামাজিক বিকাশের তেমন সুযোগ নাই। সি.ইন.এড কোর্সে সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলীর মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থীদের মানসিক ও সামাজিক উভয় প্রকার বিকাশের প্রতিই গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

৩। সি.এড. প্রোগ্রামের এবং সি.ইন.এড কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য প্রণীত পাঠ সামগ্রী যথাযথ এবং পর্যাপ্ত।

Dhaka University Institutional Repository

৪। সি.এড প্রোগ্রামের এবং সি.ইন.এড কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য প্রণীত পাঠ সামগ্রী যথাযথ এবং পর্যাপ্ত। উভয় ক্ষেত্রেই পাঠ্যপুস্তকের ভাষা সহজবোধ্য এবং বিষয়বস্তু ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপিত হয়েছে।

৫। সি.এড প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লাইব্রেরী নাই কিন্তু সি.ইন.এড প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য প্রত্যেক পি,টি,আই-তে লাইব্রেরী আছে এবং লাইব্রেরীতে সন্তোষজনক বই-পুস্তক আছে।

৬। সি.এড প্রশিক্ষণার্থীদের ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের সুযোগ নাই কিন্তু সি.ইন.এডকোর্সের প্রশিক্ষণার্থীদের সে সুযোগ আছে।

৭। সি.এড প্রশিক্ষণার্থীরা কর্মক্ষেত্রে থেকে কিংবা বাড়িতে অবস্থান করে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে থাকে। কিন্তু সি.ইন.এড প্রশিক্ষণার্থীরা প্রশিক্ষণকেন্দ্রে পূর্ণসময় অবস্থান করে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে থাকে।

৮। সি.এড প্রশিক্ষণার্থীরা নিজ খরচে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে থাকে। কিন্তু সি.ইন.এড প্রশিক্ষণার্থীরা প্রশিক্ষণের জন্য আলাদা ভাতা পেয়ে থাকে।

৯। সি.এড প্রশিক্ষণার্থীদের অনিয়মিত হাজির থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণের প্রবণতা দেখা যায়। কিন্তু সি.এন.এড প্রশিক্ষণার্থীরা সে ধরনের কোন সুযোগ পায় না।

Dhaka University Institutional Repository

৫.২.৪ বাউবি পরিচালিত সি.এড প্রোগ্রামের উপযোগিতা সংক্রান্ত ফলাফলঃ

১। সি.এড প্রোগ্রামের শিক্ষাক্রম উন্নতমানের এবং বিষয়সমূহের বিষয়বস্তু পর্যাপ্ত।

২। সি.এড প্রোগ্রামের পাঠ্যপুস্তকের ভাষা সহজবোধ্য এবং বিষয়বস্তু ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপিত হয়েছে।

৩। দরিদ্র প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য কোর্সটি বিশেষভাবে উপযোগী।

৪। সি.এড প্রোগ্রাম নারী শিক্ষা ও আত্মকর্মসংস্থানে বিশেষ ভূমিকা রাখছে।

৫। সি.এড প্রোগ্রামের মূল্যায়ন পদ্ধতি উপযুক্ত।

৬। সি.এড প্রোগ্রাম প্রশিক্ষণার্থীদের চাহিদা পূরণে সক্ষম।

৭। টিউটোরিয়াল শ্রেণীতে পাঠদান এবং রেডিও, টিভিতে প্রচারিত পাঠদান অনুষ্ঠান যথেষ্ট উপযুক্ত।

৮। সি.এড প্রোগ্রামের শিক্ষাক্রম সি.এড ডিগ্রি প্রদানের উপযোগী। সি.এড এবং সি.ইন.এড প্রশিক্ষণার্থীদের পাঠদান ক্ষমতা প্রায় সমমানের। সুতরাং সি.এড প্রশিক্ষণার্থীরা চাকুরী ক্ষেত্রেও সমান সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার যোগ্য।

৫.২.৫ সি.এড এবং সি.ইন.এড প্রশিক্ষণার্থীদের প্রাপ্ত সুবিধার প্রভাব সংক্রান্ত ফলাফল

সি.ইন.এড পূর্ণকালীন প্রশিক্ষণ হওয়া প্রশিক্ষণার্থীরা প্রশিক্ষণে পুরোটা সময় তাদের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধিতে কাজে লাগাতে পারে। তাছাড়া প্রশিক্ষণকালীন ভাতা কিংবা চাকুরীর বেতন তাদের প্রশিক্ষণের প্রণোদনা হিসেবে কাজ করে। এছাড়া ভৌত এবং অবকাঠামোগত বেশ কিছু সুযোগ সুবিধা তাদের প্রশিক্ষণের ইতিবাচক ভূমিকা রাখে । কিন্তু সি.এড প্রোগ্রামের আওতায় এসব আর্থিক এবং অবকাঠামোগত সুযোগ সুবিধা না থাকলেও প্রশিক্ষণার্থীরা প্রশিক্ষণের পাশাপাশি পরিবারে প্রয়োজনীয় সময় দিতে পরে, কৃষিকাজ দেখা শুনা কিংবা পরিচালনা করতে পারে, প্রাইভেট পড়িয়ে আর্থিক ভাবে লাভবান হতে পারে। সুতরাং বলা যায়, প্রতিটি প্রশিক্ষণেই প্রশিক্ষণার্থীরা কিছু সুবিধা যেমন ভোগ করে তেমন কিছু অসুবিধারও সম্মুখীন হয়। তাই প্রশিক্ষণর্থীরা তাদের নিজেদের সময়, সুযোগ এবং চাহিদা অনুযায়ী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে থাকে।

৫.৩ আলোচনা

গবেষণার এ অংশে গবেষক প্রাপ্ত ফলাফল সম্পর্কীয় আলোচনার অবতারণায় সচেষ্ট হয়েছেন। গবেষণাটি মূলত দূরশিক্ষণের মাধ্যমে পরিচালিত সি.এড প্রোগ্রামের উপযোগিতা সম্পর্কীয়। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার শিক্ষার চাহিদার প্রেক্ষিতে এবং আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে শিক্ষা ক্ষেত্রে সহজবোধ্যতা তথা সবার জন্য শিক্ষা এবং জীবনভর শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত করার লক্ষ্যে আবির্ভাব

Dhaka University Institutional Repository

ঘটেছে দূরশিক্ষণের। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ধরনের দূরশিক্ষণ ব্যবস্থা চালু আছে। ইংল্যান্ড, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, ফ্রান্স, জার্মানী, বুলগেরিয়া, হাঙ্গেরী, যুগোশ্লাভিয়া এমনকি প্রতিবেশী দেশ ভারত, শ্রীলংকাতেও দূরশিক্ষণ ব্যবস্থা বেশ জনপ্রিয়। এসব দেশের দূরশিক্ষণ ব্যবস্থায় কিছুটা পার্থক্য দেখা গেলেও দূরশিক্ষণের মৌলিক বৈশিষ্ট্যসমুহ সব দেশেই বিদ্যমান। দূরশিক্ষণের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ছাত্র-শিক্ষক সাহচর্যহীন অবস্থায় থেকে সর্বোপরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে দুরে রেখে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা। অবশ্য মাঝে মাঝে ছাত্র-শিক্ষক একত্রীকরণের মাধ্যমে মুখোমুখি শিক্ষা কার্যক্রমের ব্যবস্থা করা হয়। তাছাড়া মুদ্রণ, রেডিও, টেলিভিশন, টেলিফোন, স্যাটেলাইট, ভিডিও, অডিও, কম্পিউটার প্রভৃতি প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। বাংলাদেশে দূরশিক্ষণের রূপদানকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ বাউবি মাধ্যমিক স্তর থেকে শুরুকরে স্নাতকোত্তর স্তর পর্যন্তশিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করে। দূরশিক্ষণে প্রবর্তিত বাউবি'র এসব কার্যক্রমের মধ্যে সি.এড প্রোগ্রাম একটি। বর্তমান গবেষণায় বাউবি'র সি.এড প্রোগ্রামের ইতিবাচক প্রভাব প্রতীয়মান হয়। গবেষণায় বাউবি পরিচালিত সি.এড প্রোগ্রামের সাথে নেপ (NAPE) পরিচালিত সি.ইন.এড কোর্সের সামঞ্জস্যতা পরিলক্ষিত হয়। বিভিন্ন ভৌত এবং একাডেমিক সুযোগ সুবিধাদি বাউবি'র প্রশিক্ষণার্থীদের তুলনামূলকভাবে কম। স্বভাবতই দূরশিক্ষণে কার্যক্রমের এসব সীমাবদ্ধতা থাকবেই। এর যেমন অসুবিধা আছে তেমনি সুবিধাগুলিও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ।

বর্তমান গবেষণায় আলোচিত কোর্সটিতে দেখা যায়, ঝরে পড়া, সামাজিক, অর্থনতিক কারণে উচ্চ শিক্ষা থেকে বঞ্চিতদের যেমন পরবর্তী উচ্চ শিক্ষায় প্রবেশের দ্বার উন্মুক্ত করে তেমনি কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে বিশেষ করে দেশের বিদ্যমান নারীশিক্ষা বিকাশের ক্ষেত্রে এর ধনাত্মক প্রভাব অত্যন্ত সুস্পষ্ট।

বর্তমান গবেষণায় দেখা যায়, বাউবি'র শিক্ষার্থীদের শিক্ষকের সাথে যোগাযোগের সময়কাল সন্তোষজনক নয়। দূরশিক্ষণে শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে এটি একটি স্থায়ী সমস্যা হলেও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে তা স্বীকৃত। সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীর অভাব, মানসম্পন্ন এবং পর্যাপ্ত লাইব্রেরীর অভাব, দূরশিক্ষণে এসব কিছুই স্বাভাবিক। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এসব সমস্যাকে স্বীকার করেও দূরশিক্ষণ ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছে। সুতরাং বাংলাদেশে এসব সমস্যা বড় আকারে দেখা যায় না। তাছাড়া প্রাইভেট পরীক্ষার মাধ্যমে ডিগ্রি অর্জনকারীদের তুলনায় এখানে সুযোগ সুবিধা কিছুটা হলেও বেশি পায়। সুতরাং এসব কিছুর জন্য বাউবি'র কোর্সকে দুর্বল ভাবা সমীচীন হবে না।

Dhaka University Institutional Repository

অনেক বিজ্ঞ জনের মতে, সি.এড কোর্সে সিমেস্টার ভিত্তিক পরীক্ষা হয়। আর সি.ইন.এড কোর্সে প্রশিক্ষণার্থীরা সমগ্র কোর্সের উপর চূড়ান্ত পরীক্ষা দেয় বলে তাদের বেশি পরিশ্রম করতে হয় এবং তাদের জ্ঞানের পরিধিও বেশি হয়। গবেষক মনে করেন এ ধারণা নিতান্তই অমূলক। কারণ উন্নত বিশ্বের অনেক রাষ্ট্রেই সিমেস্টার পদ্ধতিতে পরীক্ষা হয়। সময়ের পরিবর্তন এবং যুগের চাহিদার সাথে সাথে শিক্ষাক্রমকে সময়োপযোগী করা প্রয়োজন। শিক্ষক্রমের মূল্যায়ন এবং শিক্ষার্থীর মূল্যায়নে পরিবর্তন প্রয়োজন। এক্ষেত্রে পরীক্ষা পদ্ধতিতে পরিবর্তন এনে যেমন, চিন্তামূলক প্রশ্ন প্রবর্তনের মাধ্যমে এসব সমস্যা দূরীকরণে ব্রতী হওয়া যায়।

আমাদের দেশে দূরশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষাদানকারী প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ বাউবি'র কিছুটা সীমাবদ্ধতা আছে। উন্নত দেশগুলোতে যেসব অভিনব কৌশল যেমন: Online Degree, E-book, LMS-Learning Management System প্রয়োগ করে দূরশিক্ষণকে কার্যকরী করে তুলেছে আমাদের দেশে তা সম্ভব হচ্ছে না। দূরশিক্ষণে শিক্ষাদানের জন্য পর্যাপ্ত উপকরণ ও যন্ত্রপাতি প্রয়োজন। এসব উপকরণের স্বল্পতাসহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের দায়িত্বহীনতা দূরশিক্ষণে শিক্ষাদানের অন্তরায়। দেশ ও জাতির স্বার্থে এসব সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে দূরশিক্ষণের গতিকে সচল করে শিক্ষাক্ষেত্রে অভিনব পরিবর্তন আনাই সকলের কাম্য।

৫.৪ বর্তমান গবেষণার অন্তরায় ও সুযোগ সুবিধাসমূহ

গবেষণা বলতে কোন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির রীতিসিদ্ধ নিয়মতান্ত্রিক এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ রুপে পরীক্ষা নিরীক্ষাকেই বুঝায়। গবেষণার বিভিন্ন ধাপে যেমন সমস্যা সনাক্তকরণ, অনুমানবিধি স্থিরকরণ, পর্যবেক্ষণ, তথ্য বিশ্লেষণ এবং সিদ্ধান্তে পৌঁছান ইত্যাদি ধাপগুলো পর্যায়ক্রমে পার হয়ে আসতে গবেষককে কিছু প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয়েছে। গবেষণা একটি জটিল কাজ। আর এ জটিল কাজ সম্পাদনে বাঁধা-বিপত্তি থাকা স্বাভাবিক। এসব বাঁধা-বিপত্তি অতিক্রম করে নিরপেক্ষতা বজায় রেখে অত্যন্ত ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার সাথে গবেষককে গবেষণা কাজ সম্পন্ন করতে হয়।

১। গবেষণার জন্য সময়ের বরাদ্দ প্রয়োজনের তুলনায় কম হয়েছে।

২। সাধারণ শিক্ষকগণ এখন পর্যন্তগবেষণা সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন নয় ফলে অনেকেই প্রশ্নমালা পূরণে অনীহা, ভয় এবং শৈথিল্য প্রকাশ করেন।

৩। তথ্য সংগ্রহের জন্য একাধিকবার তাদের নিকট উপস্থিত হতে হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

৪। কয়েকজন শিক্ষককে পর্যবেক্ষণ ছক যাচাইয়ের জন্য পাঠদানে সম্পৃক্ত করা যায় নাই । সে ক্ষেত্রে তাৎক্ষনিক ভাবে প্রাপ্ত শিক্ষককে সম্পৃক্ত করা হয়েছে।

৫। অনেকে মন্তব্য করেন যে, এ ধরনের গবেষণার বাস্তবে কোন প্রয়োজনীয়তা নেই।

৬। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের তথ্য প্রদানে দীর্ঘসূত্রিতার কারণে নির্ধারিত সময়ে গবেষণা সম্পন্ন করতে খুব তাড়াহুড়ো করতে হয়েছে।

তবে অনেক ব্যক্তি অত্যন্ত আগ্রহ, উদ্দীপনা এবং আন্তরিকতার সাথে গবেষককে সাহায্য করছেন। উপরোক্ত কারণে গবেষণার জন্য প্রকৃত বরাদ্দ সময় থেকে অধিক সময় ব্যয় করতে হয়েছে।

৫.৫ সুপারিশমালা

১। প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য পর্যাপ্ত টিউটোরিয়াল ক্লাসের আয়োজন করা প্রয়োজন।

২। টিউটোরিয়াল শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি বাধ্যতামূলক করা প্রয়োজন।

৩। সময়মত পাঠ্যপুস্তক এবং শিক্ষাদানের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহ করা প্রয়োজন।

৪। সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীর আয়োজন করা প্রয়োজন।

৫। রেডিও, টিভিতে প্রচারিত পাঠদান অনুষ্ঠান আরও ব্যাপকভাবে প্রচারিত হওয়া প্রয়োজন।

৬। পরীক্ষা কেন্দ্রসমূহে নকল প্রতিরোধের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

৭। প্রশিক্ষণার্থীদের পাঠদান অনুশীলনে আরও বেশি সময় বরাদ্দ দেয়া প্রয়োজন।

৮। পরীক্ষা পদ্ধতি এবং শিক্ষার্থীমূল্যায়ন (tools) এ পরিবর্তন আনা প্রয়োজন।

৫.৬ ভবিষ্যৎ গবেষণার দিক নির্দেশনা

একটি গবেষণা আরেকটি গবেষণার পথ নির্দেশ করে এবং ব্যাপক অনুসন্ধানের পথ প্রসারিত করে। কোন গবেষণার ফলাফলকেই চিরন্তন হিসাবে মেনে নেয়া যায় না। সময়ের চাহিদার প্রেক্ষিতে দেশ ও জাতির সর্বোপরি মানব কল্যাণে কোন সমস্যার প্রাপ্ত সমাধানের চেয়েও অধিক পর্যাপ্ত সমাধানের লক্ষ্যে ব্যাপক গবেষণা প্রয়োজন।

বর্তমান গবেষণাটি পরিচালনা করতে প্রচুর অর্থ ও সময়ের প্রয়োজন ছিল। এই গবেষণার পরিধি অত্যন্ত ব্যাপক। কিন্তু এম.ফিল কার্যক্রম নির্দিষ্ট সময়ে সীমাবদ্ধ। তাই বর্তমান গবেষণাটি সীমিত পরিসরে পরিচালনা করা হয়েছে। দেশের সামগ্রিক অবস্থার প্রেক্ষিতে এত ক্ষুদ্র পরিসরের গবেষণা

Dhaka University Institutional Repository

যথেষ্ট নয়। এই প্রেক্ষিতে গবেষণা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পরবর্তী গবেষণার জন্য নিম্নোক্ত দিক নির্দেশনা রাখা হচ্ছে-

১। বর্তমান গবেষণাটি আরও ব্যাপক নমুনা নিয়ে বৃহত্তর পরিসরে সমস্ত শিক্ষাক্রমের উপর পরিচালনা করা যেতে পারে।

২। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে দূরশিক্ষণে সি.এড প্রোগ্রামের উপযোগিতা যাচাইয়ের উপর গবেষণা করা যেতে পারে।

৩। বাউবি ও নেপের অধীন প্রশিক্ষণার্থীদের ভৌত ও একাডেমিক সুযোগ-সুবিধার তুলনার উপর ব্যাপক ভিত্তিক গবেষণা পরিচালনা করা যেতে পারে।

৪। বাউবি পরিচালিত সি.এড প্রোগ্রামের মূল্যায়ন পদ্ধতির যথার্থতা যাচাইয়ের জন্য ব্যাপক গবেষণা করা যেতে পারে।

৫। দূরশিক্ষণের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রোগ্রাম পরিচালনা করা কতটা যৌক্তিক তা যাচাইয়ের জন্য গবেষণা করা যেতে পারে।

৬। দূরশিক্ষণের প্রোগ্রাম এবং এর সফল বাস্তবায়নে সীমাবদ্ধতার যাচাই এবং উত্তরণের উপর গবেষণা হতে পারে।

৫.৭ উপসংহার

এতসব প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও গবেষক নির্ধারিত সময়ে গবেষণা কর্মটি সম্পাদনের আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। বাউবি পরিচালিত সি.এড এবং নেপ পরিচালিত সি.ইন.এড প্রোগ্রামের প্রাথমিক স্তরের শিক্ষকদের জন্য যথোপযুক্ততা নিরূপণের জন্য বর্তমান গবেষণা। গবেষণালব্ধ ফলাফল থেকে এর ফলপ্রসূতা নিরূপণে আংশিক মাত্র ভূমিকা পালন করলেও গবেষকের শ্রম সার্থক হবে।

Dhaka University Institutional Repository

সহায়ক গ্রন্থাবলী

১. আব্দুল্লাহ আল-মুতী, ***আমাদের শিক্ষা কোন পথে,*** ঢাকা ঃ ইউনিভার্সিটি প্রেস লিঃ, ১৯৯৬।

২. ইলিয়াস ও সন্তোষ কুমার ইন্দু, ***বৃটিশ ভারতের শিক্ষা,*** গাজীপুরঃ বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ব ইতিহাস, রাঙ্গুনিয়া, চট্টগ্রামঃ মিনা প্রভা চৌধুরী।

৩. এম. আবদুল হাকিম, ***আধুনিক শিক্ষক,*** ঢাকাঃ জেনারেল প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিশার্স লিঃ, ১৯৪৭।

৪. এস.এম. শামসুজ্জামান, ***শিক্ষক প্রশিক্ষণ ঃ প্রাসঙ্গিক ভাবনা,*** ঢাকা টিচার্স ট্রেনিং কলেজ বার্ষিকী ২০০২।

৫. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ***বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট ´,***, ঢাকাঃ শিক্ষা মন্ত্রাণালয় ১৯৮৮।

৬. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ***বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট***, ঢাকাঃ শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ১৯৭৪।

৭. গৌরদাস হালদার, ***শিক্ষণ প্রসঙ্গে ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস***, কলিকাতাঃ ব্যানার্জি পাবলিশার্স, ১৯৮৪।

৮. জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী (ন্যাপ), ***পি.টি.আই. ম্যানেজমেন্ট হ্যান্ডবুক,*** ময়মনসিংহঃ ১৯৯৬।

৯. জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ***বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রণয়ন কমিটি রিপোর্ট প্রথম খন্ডঃ প্রাথমিক স্তর,*** ঢাকাঃ NCTB, ১৯৭৬।

১০. জিনাত জামান, ***শিক্ষা গবেষণা পদ্ধতি ও কৌশল,*** শিল্পতরু, ঢাকাঃ ১৯৮৭।

১১. ড. কামরুন্নেছা বেগম ও সালমা আক্তার, ***প্রাথমিক শিক্ষা ঃ বাংলাদেশ,*** ঢাকাঃ ইউনিক প্রেস এ্যান্ড পাবলিকেশন্স, ১৯৮৭।

১২. ডঃ শরীফা খাতুন, ***তুলনামূলক শিক্ষাতত্ত্ব*** (১ম খন্ড), ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৮৩।

১৩. ড. শাহজাহান তপন, ***অ্যাসাইনমেন্ট ও থিসিস লিখন পদ্ধতি ও কলাকৌশল,*** ঢাকাঃ প্রতিভা প্রকাশনী, ১৯৯৩।

১৪. নলিনী ভূষণ দাসগুপ্ত, ***ভারতের শিক্ষা ও আধুনিক শিক্ষা সমস্যা,*** কলিকাতাঃ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৮৬।

১৫. প্রফেসর এ.কে.এম. মোজাম্মেল হক, ***শিক্ষার ভিত্তি*** (ঐতিহাসিক, দার্শনিক, সামাজিক ও আইনগত), ঢাকাঃ স্মৃতি প্রকাশনী, ২০০০।

১৬. প্রফেসর রাশিদা বেগম ও প্রফেসর গিয়াস উদ্দিস আহমদ, ***শিক্ষার ভিত্তি***, ঢাকাঃ মাধ্যমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্প, ২০০০।

১৭. মঞ্জুশ্রী চৌধুরী, ***সুশিক্ষক,*** ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৮৩।

১৮. মাহমুদুল আলম ও মোঃ কবির মিয়া, ***একবিংশ শতাব্দীর প্রথম দু'দশকে শিক্ষা,*** সপ্তদশ খন্ড, ঢাকাঃ বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা, ১৪০৬।

১৯. মাহফুজা বেগম, ***বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার ফলপ্রসূতা যাচাই,*** অপ্রকাশিত এম.এড. থিসিস, টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, ঢাকাঃ ১৯৯৩।

২০. মাহমুদুল আলম, ***বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষা খাত ১৯৭৩ - ৭৪ থেকে ১৯৯১ - ৯২ ঃ অর্জিত লক্ষ্যমাত্রা ও আর্থ-সামাজিক নির্ণায়কসমূহ,*** বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা, দ্বাদশ খন্ড, ঢাকাঃ বাংলাদেশ গবেষণা উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান (বি.আই.ডি.এস.), ১৪০১।

Dhaka University Institutional Repository

২১. মোহাম্মদ আব্দুল আজিজ, ***উন্নয়ন প্রশাসন ও প্রশিক্ষণ,*** ঢাকাঃ জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমী (নায়েম), ১৯৯২।

২২. মোহাম্মদ আজহার আলী ও হোসনে আরা বেগম, ***প্রাথমিক শিক্ষা,*** ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩।

২৩. মোহাম্মদ আজহার আলী, ***শিক্ষার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস,*** ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৮৬।

২৪. মোহাম্মদ গোলাম রসূল মিয়া, ***শিক্ষার পরিবেশ,*** ঢাকাঃ মাধ্যমিক শিক্ষা ও বিজ্ঞান উন্নয়ন কেন্দ্র, ১৯৯১।

২৫. মোহাম্মদ আনওয়ার আলী, ***বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতির ত্রৈমাসিক জার্নাল,*** ঢাকাঃ জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৯৯১।

২৬. রওশন আরা চৌধুরী, ***প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসন,*** ঢাকাঃ পিপলস প্রিন্টার্স লিমিটেড, ১৯৮৭।

২৭. রবীন্দ্রনাথ প্রামানিক, ***প্রাইমারী ট্রেনিং ইন্‌স্টিটিউট সমূহের কার্যক্রম বাস্তবায়নের সমস্যাবলী নিরূপণ,*** অপ্রকাশিত এম.এড. থিসিস, টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, ঢাকাঃ ১৯৯৮।

২৮. রণজিৎ ঘোষ, ***শিক্ষাদর্শন পদ্ধতি ও সমস্যার ইতিহাস,*** কলকাতাঃ সোমা বুক এজেন্সি, ১৯৮৬।

২৯. রওশন আরা চৌধুরী, ***প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসন,*** ঢাকাঃ পিপলস্ প্রিন্টার্স লিঃ, ১৯৮৭।

৩০. শামসুল কবির, ***শিক্ষকের পেশাগত উন্নয়ন,*** ঢাকাঃ শিক্ষা ও বিজ্ঞান, বিজ্ঞান শিক্ষার গুরুত্বসহ মাধ্যমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্প, ১৯৯৮।

৩১. জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০।

৩২. ছাত্র নির্দেশিকা ও ভর্তির আবেদনপত্র, প্রকাশনা, মুদ্রণ ও বিতরণ বিভাগ, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর-১৭০৫, মে, ২০০৭।

৩৩. বাংলাদেশ সার্টিফিকেট ইন এডুকেশন (সি ইন এড) পরীক্ষা পরিচালনা উপ-বিধি।

৩৪. হোসেন মো ঃ গাওয়াহীদ, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকাদের পেশাগত দায়িত্ব পালনে অন্তরায়সমূহ চিহ্নিতকরণ ও তার প্রতিকার। এম.এড. ১৯৯৫-৯৬, টি.টি.সি, ঢাকা।

৩৫. কবীর মো ঃ হুমায়ুন, "আইডিয়াল প্রজেক্টের অধীনে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বহুমুখী শিখন পদ্ধতিতে পাঠদানের উপযোগিতা নিরূপণ"- (২০০০) টি.টি.সি. ঢাকা।

৩৬. ইসলাম মোঃ জহুরুল, বাউবি পরিচালিত এস.এস.সি প্রোগ্রামের উপযোগিতা যাচাই। (১৯৯৮-৯৯) টি.টি.সি, ঢাকা।

৩৭. ইসলাম শফিকুল, প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নে উপজেলা রিসোর্স সেন্টার (URC) এর ভূমিকা নিরূপণ।- এম.এড, ২০০৪-০৫, টি.টি.সি, ঢাকা।

৩৮. হক এ.এম.এম. রিজওয়ানুল, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত এস.এস.সি প্রোগ্রামের টিউটোরিয়াল সিস্টেম একটি অনুসন্ধান। - এম.এড ১৯৯৮-৯৯, শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

৩৯. বিশ্বাস মোহাম্মদ আলতাব হোসেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় বি.এড (সম্মান) শিক্ষাক্রমের একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা।-, এম.এড. ১৯৯৭-৯৮, শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

৪০. ইসলাম মো ঃ জহুরুল, প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নে সাব ক্লাস্টার ট্রেনিং-এর ভূমিকা নিরূপণ। এম. ফিল গবেষক, ২০০০-০১, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

৪১. সিদ্দিকা শাহ তামান্না, মাধ্যমিক পর্যায়ে বিজ্ঞান শিক্ষকদের কর্মকালিন প্রশিক্ষণে ফলপ্রসূতা যাচাই। ১৯৯৮।

৪২. কামরুজ্জামান, মাধ্যমিক স্তরে ইংরেজী শিক্ষকদের কর্মকালীন প্রশিক্ষণের বর্তমান অবস্থা নিরূপণ। - ২০০১।

৪৩. ইসলাম কাজী শহীদুল, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান শিক্ষাদানে শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়গুলো প্রশিক্ষণের কার্যকারীতা নিরূপণ - ১৯৯৩।

৪৪. সরকার মো: আমির হোসেন, হক মুহাম্মদ ছাইদুল ও আলম মো: জাহাঙ্গীর, বাউবি'র বিএ/বিএসএস প্রোগ্রাম এবং ইন্দিরাগান্ধী ন্যাশনাল ওপেন ইউনিভারসিটির বিএ/বিএসএস প্রোগ্রাম: একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা - ২০০৯।

৪৫. তরফদার মঞ্জুর-ই-খোদা, *"বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় হতে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থায় প্রোগ্রামসমূহের ভূমিকা"*

৪৬. **মাহমুদ আবদুল্লাহ আল ,***"Evaluation of the Quality of Tutorial Services Provided by Bou, for HSC Programme"-*

৪৭. **খাতুন রুপালী,** বাউবি পরিচালিত এইচএসসি প্রোগ্রাম: বর্তমান অবস্থা, সমস্যা ও সমাধান।- **(২০১৪)**

৪৮. **আলম শেখ মোহাম্মদ শাহিনুল,** মাধ্যমিক স্তরে বাণিজ্য বিভাগ পৃথকীকরণে সৃষ্ট সমস্যা চিহ্নিতকরণ,চিহ্নিত সমস্যার সমাধান ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে বাণিজ্য বিভাগের গুরুত্ব নিরূপণ। - (১৯৯৬)

৪৯. সি.এড এবং সি.ইন.এড কোর্সের সকল বিষয়ের পাঠ্যসূচি।

৫০. APEID, ***School Based In-service Training,*** Hand Book, UNESCO, Regional Office for the Education in Asia Pacific, Bankok: 1986.

৫১. F.E. Keay, A ***History of Education in India and Pakistan,*** London: Oxford University Press.

৫২. NAPE, ***Introducing NAPE,*** Mymensingh : 1986.

৫৩. Nurullah & J.P. Niak, ***A History of Education in India,*** Bomby: 1951.

৫৪. Mahmudul Alam, ***Development Primary Education in Bangladesh: The Ways Ahead,*** The Bangladesh Development Studies, Volume: XXVI, December 2000.

৫৫. Ministry of Govt. of Pakistan, ***Report of the Commission on National Education, 1959.***

৫৬. Ministry of Education Govt. of Pakistan, ***Report of the Commission on National Education, 1956.***

৫৭. Patiricia M.E. Ashton, Euans. Henderson and Alan Peacock, ***Teacher Education Through Classroom Evaluation,*** New York: 1989.

৫৮. Syed Nurullah and J.P. Naik, ***A students History of Education In India,*** Calcatta: The In Land Printing Press, 1964.

৫৯. Terri Pare, J.B. Thomas, with Marshal, ***International Dictionary of Education,*** London: 1978.

৬০. ***The world Book Encyclopedia,*** London: Volume: 4.

৬১. The World Bank, ***Bangladesh Education Sector Review,*** Dhaka 2000.

৬২. V. Alan McClelland and Ved P. Varma, ***Advances in Teacher Education,*** London: 1989.

৬৩. Ahmad, Q.K. (1992): ***Market Survey of 265 Organizations of Employers in Public and Private Sector in Bangladesh (mimeo),*** BUP/AUB, Dhaka.

৬৪. Alam, M (2000): ***Development Primary Education in Bangladesh: The Ways Ahead,*** The Bangladesh Development Studies, Volume: XXVI, BIDS, Dhaka.

৬৫. ---------(2000): ***Poverty and Primary Education Development in Bangladesh:*** in "The Face of Human Deprivation, Bangladesh human development Report 1999" The Bangladesh Development Studies (mimeo), Dhaka.

৬৬. Alicktark, Herbert (1916): ***Vernacular Education in Bangladesh from 1813 to 1912,*** General Printing Co. Ltd., The Calcutta.

৬৭. BBS (2001): Bangladesh Bureau of Statistics: ***Household Income Expenditure,*** Survey, GOB, Dhaka.

৬৮. DPE (2008): History of Primary Education of Bangladesh (http://www.dpe.gov.bd/history_dpe.php)

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-ক

তথ্য সংগ্রহের জন্য অনুমোদন পত্র

প্রাপক

.....

.....

বিষয়ঃ "বাউবি পরিচালিত সি.এড কারিকুলাম এবং নেপ (NAPE) পরিচালিত সি.ইন.এড কারিকুলামের তুলনামূলক পর্যালোচনা" শীর্ষক গবেষণা প্রকল্পের জন্য তথ্য সংগ্রহ।

সুধী,

পারভিন আক্তার, রেজিঃ নং-২৩, শিক্ষাবর্ষঃ ২০১০-২০১১ইং, শিক্ষা গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। এম.ফিল ডিগ্রির শর্ত পূরণের জন্য তিনি **"বাউবি পরিচালিত সি.এড কারিকুলাম এবং নেপ (NAPE) পরিচালিত সি.ইন.এড কারিকুলামের তুলনামূলক পর্যালোচনা"** শিরোনামে গবেষণা কার্যক্রম হাতে নিয়েছেন। উক্ত গবেষণায় তথ্য সংগ্রহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আপনার সহযোগিতা একান্তভাবে কাম্য।

ধন্যবাদান্তে
স্বাক্ষরিত

(ড. মোঃ দেলোয়ার হোসেন শেখ)
অধ্যাপক শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট–খ

তুলনামূলক বিশ্লেষণ ছক

সি.এড	সি.ইন.এড

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-গ

মতামত প্রদানকারীর জন্য অনুরোধ পত্র

প্রাপক

.....

.....

বিষয় ঃ গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদান প্রসঙ্গে।

জনাব,

আপনার সদয় অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট-এর এম.ফিল ডিগ্রির আংশিক চাহিদা পূরণের জন্য **"বাউবি পরিচালিত সি.এড কারিকুলাম এবং নেপ (NAPE) পরিচালিত সি.ইন.এড কারিকুলামের তুলনামূলক পর্যালোচনা"** শীর্ষক গবেষণা কর্মটি হাতে নিয়েছি। আপনার সদয় বিবেচনা ও অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ তথ্যসমূহ সংগ্রহের জন্য আপনার আন্তরিক সহযোগিতা আবশ্যক। সংযুক্ত অভিমত পত্রটি নির্দেশনা অনুযায়ী পূরণ করে গবেষণায় সহায়তা দানের জন্য বিনীত অনুরোধ জানাই। আপনার অভিজ্ঞতালব্ধ পরামর্শ ও তথ্য গবেষণার প্রয়াসকে সমৃদ্ধ করে তুলবে এটি গবেষকের সঙ্গত প্রত্যাশা।

আপনার সুচিন্তিত মতামত প্রদান করলে চির কৃতজ্ঞ থাকবো।

উল্লেখ্য যে, প্রাপ্ত তথ্য কেবলমাত্র গবেষণা কাজেই ব্যবহৃত হবে এবং বিষয়টি সম্পূর্ণ গোপন রাখা হবে। আপনার সহযোগিতার জন্য আগাম ধন্যবাদ।

প্রতিস্বাক্ষর
স্বাক্ষরিত

(ড. মো: দেলোয়ার হোসেন শেখ)
অধ্যাপক শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

আপনার বিশ্বস্ত
স্বাক্ষরিত

(পারভিন আক্তার)

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট–ঘ

শিরোনাম: বাউবি পরিচালিত সি.এড কারিকুলাম এবং নেপ (NAPE) পরিচালিত সি.ইন.এড কারিকুলামের তুলনামূলক পর্যালোচনা

(শিক্ষক/বিশেষজ্ঞ/কর্মকর্তাদের জন্য)

উত্তরকারীর নাম ঃ

পদবী ও ঠিকানা ঃ

বিঃদ্রঃ আপনার মতামতের জন্য বাম দিকে কলামে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ সম্পর্কে কতগুলি উক্তি দেয়া হয়েছে। অনুগ্রহপূর্বক যথাস্থানে টিক (√) চিহ্ন দিয়ে আপনার মতামত ব্যক্ত করুন।

ক্রম.	প্রশিক্ষণ সম্পর্কিত উক্তি	মূল্যায়ন ক্ষেত্র	মতামত					গড়
			সম্পূর্ণ একমত	একমত	নিরপেক্ষ	একমত নই	মোটেই একমত নই	
১.	প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।	C.in.Ed						
		C.Ed						
২.	প্রশিক্ষণ পদ্ধতি ও কৌশল শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধিতে যথোপযুক্ত।	C.in.Ed						
		C.Ed						
৩.	শিক্ষকদের অধ্যয়নশীলকরার ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখে।	C.in.Ed						
		C.Ed						
৪.	শিক্ষকদের পাঠ প্রদানের প্রতি সচেতন করার ক্ষেত্রেগুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।	C.in.Ed						
		C.Ed						
৫.	প্রশিক্ষণের জন্য প্রণীত পাঠ সামগ্রী যথাযথ ও পর্যাপ্ত।	C.in.Ed						
		C.Ed						

ক্রম.	প্রশিক্ষণ সম্পর্কিত উক্তি	মূল্যায়ন ক্ষেত্র	মতামত					গড়
			সম্পূর্ণ একমত	একমত	নিরপেক্ষ	একমত নই	মোটেই একমত নই	
৬.	প্রশিক্ষণের জন্য রচিত পাঠ্যপুস্তকের ভাষা সহজবোধ্য এবং বিষয়বস্তু ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপিত হয়েছে।	C.in.Ed						
		C.Ed						
৭.	সংশ্লিষ্ট লাইব্রেরীতে পর্যাপ্ত বই পুস্তক রয়েছে।	C.in.Ed						
		C.Ed						
৮.	বিষয়বস্তুর মধ্যে কর্মমুখী অভিজ্ঞতা অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।	C.in.Ed						
		C.Ed						
৯.	প্রশিক্ষক এবং প্রশিক্ষণার্থী অনুপাত সন্তোষজনক।	C.in.Ed						
		C.Ed						
১০.	প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানসিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশের সুযোগ রয়েছে।	C.in.Ed						
		C.Ed						
১১.	শিক্ষকদের নব নব কৌশল ও পদ্ধতি আয়ত্ব করে পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি করতে সহায়ক।	C.in.Ed						
		C.Ed						
১২.	শিক্ষকদের বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দিক নির্দেশনা দেয়।	C.in.Ed						
		C.Ed						
১৩.	শিক্ষককে পাঠের ধারাবাহিক কৌশল (পাঠ ঘোষণা, উপস্থাপন, মূল্যায়ন) আয়ত্ব করতে সহায়ক।	C.in.Ed						
		C.Ed						

Dhaka University Institutional Repository

ক্রম.	প্রশিক্ষণ সম্পর্কিত উক্তি	মূল্যায়ন ক্ষেত্র	মতামত					গড়
			সম্পূর্ণ একমত	একমত	নিরপেক্ষ	একমত নই	মোটেই একমত নই	
১৪.	শ্রেণী নিয়ন্ত্রণে শিক্ষককে যথাযথ কৌশল শিক্ষা দেয়।	C.in.Ed						
		C.Ed						
১৫.	শিশুর সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ সাধনের ক্ষেত্রে শিক্ষককে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দেয়।	C.in.Ed						
		C.Ed						
১৬.	শিক্ষার্থীদের চাহিদা, মেধা, রুচি, বয়স, সামর্থ্য, অনুযায়ী শিক্ষাদানে শিক্ষককে অভ্যস্ত করতে সহায়ক।	C.in.Ed						
		C.Ed						
১৭.	মনোবৈজ্ঞানিক দিক সম্পর্কে জ্ঞান লাভের মাধ্যমে শিক্ষককে শিক্ষার্থীদের মনস্তত্ব বুঝে পাঠদানে সহায়ক।	C.in.Ed						
		C.Ed						
১৮.	শিক্ষককে শিক্ষার্থীদের মনস্তত্ব বুঝে পাঠদানে সহায়ক।	C.in.Ed						
		C.Ed						
১৯.	শিক্ষককে শ্রেণীকক্ষে উপকরণ ব্যবহারের ক্ষেত্রে আগ্রহী করে তুলতে সহায়ক।	C.in.Ed						
		C.Ed						
২০.	শিক্ষকের শ্রেনীকক্ষে উপকরণ ব্যবহারের সঠিক কৌশল শিক্ষা দেয়।	C.in.Ed						
		C.Ed						
২১.	শিক্ষককে শ্রেণী উপযোগী উপকরণ নির্বাচন করে এবং সংগ্রহ সম্পর্কে বাস্তব জ্ঞান দান করে।	C.in.Ed						
		C.Ed						

ক্রম.	প্রশিক্ষণ সম্পর্কিত উক্তি	মূল্যায়ন ক্ষেত্র	মতামত					গড়
			সম্পূর্ণ একমত	একমত	নিরপেক্ষ	একমত নই	মোটেই একমত নই	
২২.	প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জ্ঞান, দক্ষতা NAPE পরিচালিত সিইনএড কোর্সের শিক্ষাক্রমের কাঠামো এবং দৃষ্টিভঙ্গির সমন্বয়ের মাধ্যমে শিক্ষকদের পেশাগত মানোন্নয়নে যথেষ্ট সহায়ক।	C.in.Ed						
		C.Ed						
২৩.	অর্জিত জ্ঞান বাস্তবে প্রয়োগের অর্থাৎ পাঠদান অনুশীলনের সুযোগ রয়েছে।	C.in.Ed						
		C.Ed						
২৪.	শিক্ষকদের পাঠদান প্রক্রিয়া যথাযথভাবে মূল্যায়ন করা হয়।	C.in.Ed						
		C.Ed						
২৫.	বিষয়বস্তু অনুযায়ী যথাযথ শিখনফল অর্জনে সঠিক পাঠ পরিকল্পনা তৈরীতে শিক্ষকদের দক্ষ করতে তুলতে সহায়ক।	C.in.Ed						
		C.Ed						
২৬.	চাকুরীকালীন এবং চাকুরী পূর্ব প্রশিক্ষণের সুযোগ রয়েছে।	C.in.Ed						
		C.Ed						
২৭.	অনিয়মিত হাজির থেকেও পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করা যায়।	C.in.Ed						
		C.Ed						
২৮.	প্রশিক্ষণকালীন ভাতার ব্যবস্থা রয়েছে।	C.in.Ed						
		C.Ed						
২৯.	প্রশিক্ষণ শেষে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চাকুরী করার জন্য উপযুক্ত।	C.in.Ed						
		C.Ed						
৩০.	বাংলাদেশের বর্তমান আর্থ-সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়নে যথেষ্ট উপযোগী।	C.in.Ed						
		C.Ed						

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট– ঙ

পাঠদান পর্যবেক্ষণ ছক

পাঠদানকারী শিক্ষকের নাম ঃ

বিষয় ঃ শ্রেণী ঃ সময় ঃ শিক্ষার্থীর সংখ্যা ঃ

পাঠদান পদ্ধতি ঃ

ক্র. নং	পর্যবেক্ষণের বিষয়	পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্র	মতামত					গড়
			খুব ভাল	ভাল	মোটামুটি	খারাপ	খুব খারাপ	
১.	শ্রেণীর প্রস্তুতি পর্ব	সি.এড						
		সি.ইন.এড						
২.	শিক্ষকের উপস্থাপন রীতি	সি.এড						
		সি.ইন.এড						
৩.	শিশু বান্ধব আচরণ	সি.এড						
		সি.ইন.এড						
৪.	পাঠ পরিকল্পনা অনুসরণ	সি.এড						
		সি.ইন.এড						

৫.	উপকরণের ব্যবহার	সি.এড						
		সি.ইন.এড						
৬.	ব্ল্যাক বোর্ডের ব্যবহার	সি.এড						
		সি.ইন.এড						
৭.	শিক্ষার্থীদের দলগত কাজ	সি.এড						
		সি.ইন.এড						
৮.	শ্রেণী শৃঙ্খলা রক্ষা	সি.এড						
		সি.ইন.এড						
৯.	শিক্ষকের মূল্যায়ন কৌশল	সি.এড						
		সি.ইন.এড						
১০.	দুর্বল শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ প্রচেষ্টা	সি.এড						
		সি.ইন.এড						
১১.	শিক্ষক বল বৃদ্ধিকরণ দক্ষতা	সি.এড						
		সি.ইন.এড						

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট - চ

মতামত প্রদানকারী প্রশিক্ষকদের পরিচিতি

১. মো ঃ নজরুল ইসলাম, ইন্সট্রাক্টর, পি টি আই, খুলনা

২. সাইয়েদা ফাতেমা ইয়াসমিন, ইন্সট্রাক্টর, পি টি আই, বরগুনা

৩. মো ঃ কায়েস হাসান, ইন্সট্রাক্টর, পি টি আই, মৌলভীবাজার

৪. মো ঃ জাকির হোসেন, ইন্সট্রাক্টর, পি টি আই, কুমিল্লা

৫. শরিফুল ইসলাম, ইন্সট্রাক্টর, পি টি আই, গাইবান্ধা

৬. শাহীনা ইয়াসমিন, ইন্সট্রাক্টর, পি টি আই, ময়মনসিংহ

৭. মো ঃ নজরুল ইসলাম, ইন্সট্রাক্টর, পি টি আই,ফেনী

৮. সাইফুল ইসলাম, ইন্সট্রাক্টর,আলীগঞ্জ পি টি আই, চাঁদপুর

৯. মোস্তাফিজুর রহমান, ইন্সট্রাক্টর, সাদরগী পি টি আই, বরিশাল

১০. মোস্তফা মনির, ইন্সট্রাক্টর, পি টি আই, পটুয়াখালী

১১. রাবেয়া বেগম, ইন্সট্রাক্টর, পি টি আই, পটুয়াখালী

১২. ফারহানা ইয়াসমিন, ইন্সট্রাক্টর, পি টি আই, কিশোরগঞ্জ

১৩. মো ঃ বাবুল আক্তার, ইন্সট্রাক্টর, পি টি আই, ঠাকুরগাঁও

১৪. মো ঃ মনিরুজ্জামান, ইন্সট্রাক্টর, পি টি আই, ভোলা

১৫. সাখাওয়াৎ হোসেন, ইন্সট্রাক্টর, পি টি আই, বরগুনা

১৬. মো ঃ হারুন-উর-রশিদ, ইন্সট্রাক্টর, পি টি আই,বরগুনা

১৭. শ্যামল চন্দ্র দাস, ইন্সট্রাক্টর, পি টি আই, বরগুনা

১৮. অরুণ কুমার পান্ডে, ইন্সট্রাক্টর, পি টি আই, পটুয়াখালী

Dhaka University Institutional Repository

১৯. হেলাল উদ্দিন, ইন্সট্রাক্টর, পি টি আই,পটুয়াখালী

২০. জিয়াউদ্দিন, ইন্সট্রাক্টর, পি টি আই, ভোলা

২১. অরুনাংশু দে, ইন্সট্রাক্টর, পি টি আই, ভোলা

২২. প্রশান্ত কুমার সাহা, ইন্সট্রাক্টর, পি টি আই, ভোলা

২৩. হুমায়ুন কবির, ইন্সট্রাক্টর, পি টি আই, পিরোজপুর

২৪. স্বপন কুমার , ইন্সট্রাক্টর, সাগরদী পি টি আই, বরিশাল

২৫. জহুরা আহমেদ, ইন্সট্রাক্টর, সাগরদী পি টি আই, বরিশাল

২৬. আব্দুল্লাহ আল মামুন, ইন্সট্রাক্টর, সাগরদী পি টি আই, বরিশাল

২৭. দিলারা আক্তার, ইন্সট্রাক্টর, সাগরদী পি টি আই, বরিশাল

২৮. জাহাঙ্গীর আলম, ইন্সট্রাক্টর, সাগরদী পি টি আই, বরিশাল

২৯. কামরুন্নাহার, ইন্সট্রাক্টর, পি টি আই, পটুয়াখালী

৩০. অনুপ কুমার দাস, ইন্সট্রাক্টর, পি টি আই, পিরোজপুর

৩১. আলমগীর হোসেন, ইন্সট্রাক্টর, পি টি আই, পিরোজপুর

৩২. বিপুল কৃষ্ণ হালদার, ইন্সট্রাক্টর, পি টি আই, যশোর

৩৩. নাহিদা সুলতানা, ইন্সট্রাক্টর, পি টি আই, খুলনা

৩৪. সুমনা তনু, ইন্সট্রাক্টর, পি টি আই, যশোর

৩৫. রফিকুল ইসলাম, ইন্সট্রাক্টর, পি টি আই, যশোর

৩৬. ইসমাইল হোসেন, ইন্সট্রাক্টর, পি টি আই, নওগাঁ

৩৭. মো ঃ তারিক হোসেন, ইন্সট্রাক্টর, পি টি আই, পাবনা

Dhaka University Institutional Repository

৩৮. নূর মো ঃ মাসুম, ইন্সট্রাক্টর, পি টি আই, পাবনা

৩৯. মো ঃ আব্দুর রহিম, ইন্সট্রাক্টর, পি টি আই, পাবনা

৪০. সুভাস কুমার, ইন্সট্রাক্টর, পি টি আই, পাবনা

৪১. আফরোজ ইয়াসমিন, ইন্সট্রাক্টর, পি টি আই, পাবনা

৪২. জাকী রায়হান, ইন্সট্রাক্টর, পি টি আই, নাটোর

৪৩. তাকিয়া তাসরীফ আহমেদ, ইন্সট্রাক্টর, পি টি আই, ময়মনসিংহ

৪৪. শামীমা পারভীন, ইন্সট্রাক্টর, পি টি আই, চট্রগাম

৪৫. জোবায়দা নাজনীন, , ইন্সট্রাক্টর, পি টি আই, চুয়াডাঙ্গা

৪৬. ফারুক হোসেন, ইন্সট্রাক্টর, পি টি আই, কক্সবাজার

৪৭. শহীদুল ইসলাম, ইন্সট্রাক্টর, আলীগঞ্জ পি টি আই,

৪৮. বাবুল হোসেন, ইন্সট্রাক্টর, পি টি আই, কুড়িগ্রাম

৪৯. শাহনাজ পারভীন, ইন্সট্রাক্টর, পি টি আই, কুড়িগ্রাম

৫০. মো ঃ জয়নাল আবেদীন, ইন্সট্রাক্টর, পি টি আই, ময়মনসিংহ

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট - ছ

পাঠদানে অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীদের নাম এবং কর্মস্থল

ক্রমিক নং	শিক্ষকের নাম	ঠিকানা
১.	মো ঃ ইব্রাহিম খান	পাবনা
২.	ফজলুল করিম	মাদারীপুর
৩.	মনোয়ারা বেগম	সিরাজগঞ্জ
৪.	সনিয়া আক্তার	মানিকগঞ্জ
৫.	শান্তা ইসলাম	পাবনা
৬.	আব্দুর রশিদ মিয়া	মাগুরা
৭.	রেজিয়া বেগম	ঝালকাঠী
৮.	আব্দুর রহিম	পাবনা
৯.	সিরাজুল ইসলাম	সিলেট
১০.	নাজমা বেগম	ঠাকুরগাঁও
১১.	আবু ছিদ্দিক মিয়া	পাবনা
১২.	মো ঃ রফিকুল ইসলাম	সিলেট
১৩.	আয়েশা আক্তার	পাবনা
১৪.	পারভিন সুলতানা	পাবনা
১৫.	মনজুর ইসলাম	ঝালকাঠী
১৬.	মো ঃ শাহেদ	জামালপুর
১৭.	সাইফুর রহমান	মাদারীপুর
১৮.	ইমরান আল আমিন	নওগাঁ
১৯.	বাপ্পী ইসলাম	পাবনা
২০.	কাইয়ুম সরকার	পাবনা

Dhaka University Institutional Repository

২১.	রাশেদুল ইসলাম	রাজশাহী
২২.	সিমি আক্তার	পাবনা
২৩.	মো ঃ শামীম	মাদারীপুর
২৪.	মো ঃ হারুন মিয়া	পাবনা
২৫.	নাহিদা ইসলাম	জামালপুর
২৬.	মো ঃ কিরন মিয়া	পাবনা
২৭.	বিলকিস আক্তার	মাদারীপুর
২৮.	মিলন মিয়া	ঝালকাঠী
২৯.	শামীমা খাতুন	পাবনা
৩০.	মাসুদ রানা	সিলেট
৩১.	নিলুফার বেগম	ঠাকুরগাঁও
৩২.	মো ঃ জহুর আহমেদ	পাবনা
৩৩.	হানিফ সরকার	সিরাজগঞ্জ
৩৪.	এ.কে.এম শাহ্ আলম	পাবনা
৩৫.	সাহিদা বেগম	মাদারীপুর
৩৬.	শিকদার আরিফীন	পাবনা
৩৭.	লিপি আক্তার	পাবনা
৩৮	আপিফুর রহমান	ঠাকুরগাঁও
৩৯.	জেরিন হক	সিলেট
৪০.	মো ঃ নুরুল ইসলাম	সিরাজগঞ্জ
৪১.	লিটন সরকার	ঝালকাঠী
৪২.	মো ঃ হুমায়ুন কবির	মাদারীপুর
৪৩.	কাওসার হোসেন	পাবনা

Dhaka University Institutional Repository

৪৪.	রিংকু সরকার	মাদারীপুর
৪৫.	মো ঃ আদম আলি	সিরাজগঞ্জ
৪৬.	মো ঃ জাকির হোসেন	পাবনা
৪৭.	স্বপ্না বেগম	পাবনা
৪৮.	মো ঃ রাজ্জাক	সিলেট
৪৯.	মাসুম মিয়া	জামালপুর
৫০.	নাসরীন আক্তার	চট্রগাম

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-জ

লাইব্রেরী ব্যবহারের অনুরোধ পত্র

বরাবর,

লাইব্রেরীয়ান মহোদয়

ঢাকা।

বিষয় ঃ লাইব্রেরী ব্যবহার প্রসঙ্গে।

জনাব,

বিনীত নিবেদন এই যে, আমি পারভিন আক্তার, রেজিঃ নং-২৩, ২০১০-২০১১ইং শিক্ষাবর্ষের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-এর একজন এম.ফিল শিক্ষার্থী। এম.ফিল ডিগ্রির শর্ত পূরণের জন্য আমি **"বাউবি পরিচালিত সি.এড কারিকুলাম এবং নেপ (NAPE) পরিচালিত সি.ইন.এড কারিকুলামের তুলনামূলক পর্যালোচনা"** শীর্ষক গবেষণা কাজে নিযুক্ত। আপনার লাইব্রেরী ব্যবহার গবেষণা কর্মকে সমৃদ্ধ করবে।

অতএব, উল্লেখিত কাজে আপনার লাইব্রেরী ব্যবহার করার জন্য অনুমতি প্রদান করলে কৃতজ্ঞ থাকবো।

প্রতিস্বাক্ষর
স্বাক্ষরিত

(ড. মো: দেলোয়ার হোসেন শেখ)
অধ্যাপক শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

আপনার বিশ্বস্ত
স্বাক্ষরিত

(পারভিন আক্তার)